DISEASE OF CHILDREN

AND ITS

HOMŒOPATHIC TREATMENT

শিশু-চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

চাঁদনী হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন, কলিকাতা মেডিকেল
ইনষ্টিটিউসন ও কলিকাতা স্কুল অব মেডিসিনের হোমিওপ্যাথি
চিকিৎসাশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক; কলিকাতা হোমিও-
প্যাথিক স্কুল অব মেডিসিনের হোমিওপ্যাথি
চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ত্তমান অধ্যাপক
ও প্রিন্সিপাল

শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র, এম, বি,

প্রণীত।

মৈত্র এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY B. L. CHAKRAVARTI,
At the New School-Book Press,
8, *Dixon's Lane.*
1887.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউসন ও কলিকাতা স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকতাকালে, বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথির ভাল গ্রন্থ না থাকায়, ছাত্রদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া, আমি কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই; কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাঃ গরেন্সি প্রণীত শিশু-চিকিৎসা সর্ব্বপ্রথমে প্রণীত হইতেছে। ইহাতে কেবলমাত্র ঔষধ প্রয়োগ লক্ষণের অনুবাদ হইয়াছে, রোগ লক্ষণ প্রভৃতির নহে। সমুদায় অনুবাদ করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ, তাহাতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে না। রোগলক্ষণ প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা, মুদ্রিত অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়, এবং যাঁহারা য়্যালোপ্যাথি শিখিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অনাবশ্যক; ঔষধ লক্ষণ লইলে তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি না করাও আমার অন্য এক উদ্দেশ্য; এই সকল কারণে আমি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথি গ্রন্থসমূহের এইভাবে অনুবাদ করিতেছি। অনুবাদিত গ্রন্থসমুদয় ক্রমশঃ এক এক খানি করিয়া মুদ্রিত হইবে

কলিকাতা,
৪৫ | ৮ কলেজ ষ্ট্রীট।
১২৯৩।

শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র, এম, বি।

সূচী।

—*—

শিশু-চিকিৎসা।

শিশুর দিন দিন শুকাইয়া যাওয়া।

MARASMUS-ATROPHY OF INFANTS.

এথুজা (Æthusa Cynapium) ঃ—শিশু, দুগ্ধপানের পরই, হঠাৎ ও সজোরে, দুগ্ধ তুলিয়া ফেলে, এবং তৎপরে, যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এই ভাবে নিদ্রা যায়; নিদ্রাভঙ্গের পরই, আবার, দুগ্ধ চাহে। দুগ্ধ, শিশুর সহ্য হয় না, তজ্জন্যই ইহার শূলবেদনা, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে; ইহার শারীরিক পুষ্টি হয় না। মুখের ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত।

এলোজ (Aloes) ঃ—শিশুর মলদ্বার হইতে জেলির (Jelly) ন্যায় পদার্থ নিঃসরিত হয়; ইহা কখন ক্ষুদ্র কখন বা বৃহদায়তন, এবং জমাটবাঁধা শ্লেষ্মার ন্যায়, পদার্থখণ্ড সকল, পরস্পর, সংলগ্ন; নিঃসরিত পদার্থ সবুজ বা স্বচ্ছ।

এলুমিনা (Alumina) ঃ—কোমল মলনিঃসরণেও শিশুকে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়; মলদ্বারের টাটানি; শিশুর দিন দিন শীর্ণ হওয়া।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum);—সজোর ও স্থায়ী বমন; জিহ্বা শাদা ময়লাবৃত; তৃষ্ণাবিহীনতা।

এপিস্ (Apis Mellifica) :—অধিক বা অল্প সময়ান্তরে সজোরে চীৎকার বা গোঙ্গান; ক্ষুধালোপ; শীর্ণতা; চর্ম্ম শাদা বা মোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (wax-like); অল্পপরিমিত প্রস্রাব; চরণের ও গোড়ালির চক্‌চকে স্ফীতি।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitricum) :—উদরাময়; দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মার নিঃসরণ; পেটফাঁপা।

আর্ণিকা (Arnica) :—শিশু, পূর্ব্বে একবার পড়িয়া যাওয়ায়, বড় ধাক্কা পাইয়াছিল; সেই অবধি কখনই সম্পূর্ণ সুস্থ নহে; ইহার, শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল, ভালরূপ নিদ্রা হয় না, অস্থির, ক্ষুধা নাই. এবং আহারের পর, শিশু বড়ই কষ্ট পায়।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধযুক্ত মল এবং তাহাতে পরিপাকবিহীন ভক্ষিত পদার্থের বর্ত্তমানতা; দুর্ব্বলতা ও মলিন মূর্ত্তি; শিশু অস্থির, বিশেষতঃ, মধ্য রাত্রির পর; ইহার আভ্যন্তরিক শীতলতা বোধ হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia) :—শিশুর প্রায় নিয়ত উদরাময় বর্ত্তমান; অত্যন্ত তরল পদার্থ ভিন্ন, অন্য কোন পদার্থ, গিলিবার সময় গলায় আটকায়; তরল ভিন্ন আর কিছু গিলিতে পারে না।

বেলাডনা (Belladonna) :—অতি অল্প বয়সে পরিপক্ক (Precocious) শিশুদিগের উপযোগী। শিশুকে নিদ্রাভাবযুক্ত দেখাইলেও তাহার ভাল রূপ নিদ্রা হয় না; অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগরিতভাবে থাকা; গোঙ্গান; মাংসপেশীর উৎক্ষেপ (jerking.)

বেন্‌জোয়িক আসিড (Benzoic Acid) :—প্রস্রাবে, য়্যামোনিয়ার ন্যায় প্রখর গন্ধ, ও প্রস্রাব করিলে কাপড়ে দাগ লাগে; উদরাময়ের মলেও ঐ প্রকার গন্ধ।

বোরাক্স্ (Borax) ঃ—নিম্নে লইয়া যাইতে গেলে শিশু ভয় পায় ; সামান্য শব্দেতে চম্‌কিয়া উঠে ; উপক্ষত (apthœ); ভাল রকম নিদ্রা হয় না এবং যেন ভয় পাইয়াছে এরূপভাবে চীৎকার করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও পড়িবার আশঙ্কায় যাহা কিছু পায় জড়াইয়া ধরে।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—আহারের অব্যবহিত পরে ভক্ষিত পদার্থের বমন ; কোষ্টবন্ধ ; সমস্ত মুখ শুষ্ক এবং ঠোঁট দুইটী শুষ্ক ও ফাটা ; শিশু স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে ; শারীরিক কোন প্রকার উত্তাপের উদ্রেক হইলেই শিশুর অবস্থা মন্দ হয় (it becomes worse at every hot spell.)।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব (Calcaria Carb) ঃ—কাদার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল, শুষ্ক থলথলে চর্ম্ম, মাধ্যান্ত্রিক গ্রন্থিসমূহের (*mesenteric glands*) *বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য ;* বৃহৎ ও অরুদ্ধ (open) ফণ্ট্যানেল (fontanelle); মাথায় অতিশয় ঘর্ম্ম ; নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর মাথা হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়া। কাঁশির সহিত বায়ুনলের ঘড়্‌ঘড়ানি ; শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু (leuco-phlegmatic temperament.)।

ক্যামমিলা (Chamomilla)ঃ—শিশুকে সকল সময় কোলে করিয়া বেড়াইতে হয়, ও তাহা হইলেই চুপ করে ; উদরাময় ; মল সবুজ, জলবৎ, আমযুক্ত, অথবা দেখিতে ডিম্ব কুচির মত ; মলে, পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ ; এক গাল লাল, অন্য গাল মলিন।

চায়না (China) ঃ—পেটফাঁপার সহিত দুর্গন্ধযুক্ত, বেদনা-বিহীন, ও পরিপাকবিহীনভক্ষিতপদার্থযুক্ত মল ; পেটফাঁপ স্পর্শ করিলে শিশু কাঁদিয়া উঠে।

সিনা (Cina) :—শিশু, অতিশয় নাক খোঁটে, অতিশয় অস্থির, কাঁদে, ও কিছুতে চুপ করে না ; অতিশয় ক্ষুধা, সকল সময়েই খাইতে চায় ; সর্ব্বদা উহাকে দোলাইতে হইবে, না দোলাইলে ঘুমায় না ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহাকে কোন কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করা যায় না।

কোনায়ম্ (Conium) :—উদরের কাঠিন্য ও স্ফীতি, এবং ইহার সহিত অম্লগন্ধযুক্ত মল ; দিনে ভাল থাকা ও রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।

ক্রিয়োজোট (Creosote):—দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহের ছাল উঠা ও ক্ষতভাব ; রাত্রিতে, শিশু, অস্থির ও নিদ্রাবিহীন ; চর্ম্ম কোঁকড়ান।

ফিরম্ (Ferrum) :—আহারের পর বারম্বার বমন ; অপরিপাকযুক্ত মল ; মুখ লাল ; শিশু, দেখিতে, মলিন ও সুকুমার।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—শিশুর চর্ম্মের স্থানে স্থানে দাগড়া দাগড়া (Biotches) ; ইহা অত্যন্ত চুল্‌কায় ও ইহা হইতে স্বচ্ছ রস নির্গত হয় ; কাণের পিছনে ছাল ওঠা ও চুলকান (chafing back of cars) ; উদরাময় বা কোষ্টবদ্ধ।

হেপার (Hepar) :—শিশুর গায় অম্লগন্ধ ; শাদা ও দুর্গন্ধযুক্ত মল ; পরিপাকবিহীন মল ; আহারের পর, অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হওয়া ; খেলা করিতে বা কোন প্রকার আমোদ করিতে না চাওয়া ; না হাঁসা।

আইওডিন (Iodine) :—মুখের পাটকিলা রং ; অধিক পরিমিত কোমল মল ; আহারের পর ভাল বোধ হওয়া।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—বিবমিষাই প্রধান লক্ষণ ; বারম্বার বমন ; ফেণাযুক্ত মল।

লাইকোপোডিয়ম (Lycopodium):—অত্যন্ত পেট কল্ কল্ করা ও পেটের গোলমাল; বেলা ৪ টার পর অবস্থা খারাপ হইয়া, রাত্রি ৮।৯ টার পর, ভাল হওয়া; প্রস্রাব করিলে কাপড়ে লাল দাগ বা লাল গুঁড়া পড়া।

ম্যাগ্নিশিয়া (Magnesia Carb):—সবুজ, জলবৎ ও অম্ল-গন্ধবিশিষ্ট মলযুক্ত উদরাময়; অত্যন্ত শীর্ণতা; পুকুরের পাঁকের ন্যায় দেখিতে সবুজ আমযুক্ত মল।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius):—মলত্যাগে কোঁৎপাড়া; প্রায়ই আম ও রক্তযুক্ত (slimy or bloody) মল; আর্দ্রকালে শিশুর সম্পূর্ণ ভাল না থাকা; বিবৃদ্ধগ্রন্থী; রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

নকস্ভমিকা (Nux Vomica):—কোষ্টবদ্ধ; বৃহদায়তন মলের কষ্টে নিঃসরণ; ক্ষুধা নাই; রাত্রি ৩।৪ টার পর নিদ্রা না হওয়া।

ওলিয়াণ্ডার (Oleander):—অতি সহজে ও না জানিতে পারিয়াও ভক্ষিত পদার্থের অপরিবর্ত্তিত ভাবে নিঃসরণ।

পেট্রোলিয়ম্ (Petroleum):—শীর্ণতা; উদরাময়, দিবসে দৃষ্ট, কিন্তু, রাত্রিকলে নহে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—কল হইতে জল পড়ার ন্যায়, অধিক পরিমিত মলের হুড়্ হুড়্ করিয়া বাহির হওয়া।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid):—হল্‌দে ও দুর্গন্ধ-যুক্ত মল; শিশুর অসাড় হইয়া থাকা, কিছুই না চাওয়া, ও কিছুরই জন্য গ্রাহ্য না করা।

পডফাইলম্ পেল্টেটম্ (Podophyllum Peltatum):—শীর্ণতা; প্রত্যহ অনেকবার, কিন্তু স্বাভাবিক, দাস্ত হওয়া; প্রাতে উদরাময়।

পল্‌সেটীলা (Pulsatilla)ঃ—রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি; কোন দুইটী মল এক ভাবের নহে, মল পরিবর্ত্তনশীল; কিছু ক্ষণের জন্য শিশুর অবস্থা ভাল বোধ হয়, তাহার পর আবার দৃশ্যমান কোন কারণ না থাকিলেও, তাহার অবস্থা খারাপ হয়; এক দিবসের মধ্যেও শিশুর চেহারার এই প্রকারে অনেক বার পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু, ইহার অবস্থা প্রায়ই, সন্ধ্যার সময় কিছু মন্দ হয় ও খোলা বাতাসে ভাল বোধ হয়।

রস্‌টক্স্‌ (Rhus Tox)ঃ—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শিশুর অবস্থা বিশেষরূপে মন্দ হয়; ইহার তখন অধিক শূলবেদনা, অধিক অস্থিরতা ও অধিক উদরাময় উপস্থিত হয়।

ষ্টানম্‌ (Stannum)ঃ—পেটে জোরে চাপ দিলে, বা কিছুর উপর উপড় হইয়া পড়িলে, শিশুর ঔদরিক কষ্টের উপশম হয়।

সল্‌ফার (Sulphur)ঃ—নিদ্রাবস্থায় প্রায়ই মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া, শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়; আহার করিবার প্রবল ইচ্ছা, যাহা দেখে তাহাই মুখে দিতে চাহে; খাবার জলের পাত্রের প্রতি বিশেষ নজর রাখে; যাহা দেখে তাহাই গিলিতে চাহে; মলনিঃসরণকালে, মলদ্বারের ছাল উঠার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হওয়া; শিশু ঝাঁপায়, চমকায় ও ভয়ানক চীৎকার করে।

অপরিপাক (পাকস্থলীতে অম্ল হওয়া; বমন; শূলবেদনা)।

একনাইট (Aconite)ঃ—শিশুর চর্ম্ম, উষ্ণ ও শুষ্ক; শিশু নিদ্রাশূন্য ও অস্থির, অত্যন্ত চীৎকার করে, ও হাত কামড়ায়;

সবুজ ও জলবৎ মলযুক্ত উদরাময়। দুই বা এক মাত্রা ঔষধে কয়েক দিনে সমস্ত অসুখ দূরীভূত হয়

এথুজা (Æthusa) :—(শিশুর শুকাইয়া যাওয়া প্রস্তাবে দেখ)।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—ভক্ষিত পদার্থ, পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া নিঃসরিত হয়; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল; দুগ্ধ খাইবার সময় ও পরে, অথবা আহার করিতে আরম্ভ করিবার সময় শিশু অত্যন্ত কাঁদে; শীর্ণতা; অস্থিরতা।

বেরাইটা কার্ব (Baryta Carb) :—হ্রস্বাকৃতি ও বুদ্ধিবিহীন শিশুদিগের শূলবেদনায় উপযোগী।

বেলাডনা (Belladonna) :—শিশু, হঠাৎ চীৎকার করে ও আবার ক্ষণেক পরে হঠাৎ চুপ করে এবং বোধ হয় তাহার যেন কিছুই হয় নাই; চম্‌কানি ও মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; শিশু অত্যন্ত খুঁত খুঁত করে ও অত্যন্ত কাঁদে।

বোরাক্‌স্ (Borax) :—এমন কি নিদ্রাবস্থাতেও, শিশু নীচে লইয়া যাওয়া সহ্য করিতে পারে না; ইহাকে কোল হইতে নামাইতে পারা যায় না, তাহা করিতে গেলেই জাগিয়া উঠে ও কাঁদে; অত্যন্ত শূলবেদনা ও অপরিপাক।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—শূলবেদনার ও অন্যান্য কষ্টের উপশম জন্য ইহা স্থির হইয়া থাকিতে চাহে; মল, কাল, শুষ্ক ও কঠিন এবং দেখিতে যেন পোড়া।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকম্ (Calcarea Carb) :—বৃহতায়তন ফণ্ট্যানেল (fontanelle); শ্লেষ্মাপ্রধান (leucophlegmatic) ধাতু; মস্তকে অপরিমিত ঘর্ম্ম; খড়ির ন্যায় শাদা মল; অনেক-

ক্ষণ ধরিয়া চেঁচিয়া কাঁদা; অন্ত্রবৃদ্ধি (inguinal hernia) পীড়ার কারণ হইলে, ক্যাল্কেরিয়ায় আরাম হইবে।

ক্যামমিলা (Chamomilla):—অত্যন্ত খিট্‌খিটে, শিশুকে কেবল কোলে করিয়া রাখিতে হইবে; দুগ্ধ পানের পর কষ্ট; নিদ্রাশূন্যতা; নিদ্রাবস্থায় চম্‌কান ও ঝাঁকুনি; পচা ডিমের ন্যায় মলের গন্ধ; মল সবুজ, কুচিকুচি; মল শাদা ও হল্‌দে শ্লেষ্মা।

চায়না (China):—প্রত্যহ অপরাহ্নে নিয়মিত এক সময়ে শূলবেদনার উদ্রেক।

সিনা (Cina):—জাগরিতাবস্থায়, শিশু খিট্‌খিটে; ক্রমাগত না দোলাইলে সে ঘুমাইবে না; নিদ্রিত বা জাগরিতাবস্থায় হউক না কেন, শিশু কদাচিৎ সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকে।

কফিয়া (Coffea):—স্নায়বীয় উত্তেজনার সহিত অত্যন্ত অস্থিরতা ও জাগরণভাব; অধিক ক্রন্দন; উষ্ণ চর্ম্ম।

কলসিন্থ (Colocynth):—শিশুর সকলদিকে শরীর বেঁকাইতে থাকে (writhes in very possible direction), শরীর দোমড়ায় (doubles itself up) এবং অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতেছে, দেখায়; অত্যন্ত চীৎকার করে।

ডল্কামারা (Dulcamara):—বায়ুমণ্ডল শীতল হইবা মাত্রই শিশুর অবস্থা মন্দ হয়।

হেপার (Hepar):—শূল; চর্ম্মে শুষ্ক ও কর্কশ ফুস্কুড়ী (pimples); এই গুলি অত্যন্ত চুলকায়।

ইগ্নেশিয়া (Ignatia):—মাতা বা ধাত্রীর শোক পাওয়া হেতু, শিশুর অসুখের উদ্রেক।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—বিবমিষা; ফেণাযুক্ত মল।

আইরিস্ ভার্সিকলর। (Iris Versicolor):—অধিক কাল স্থায়ী বিবমিষা, ও বারম্বার অম্ল জলের বমন; বমন কষ্টকর; পাকস্থলী হইতে সজোরে বায়ু নিঃসরণ; ঢেকুর তোলা; শূল ও উদরাময়; বিবমিষা; পিত্তযুক্ত মল।

জলাপ (Jalap):—দিবসে ভাল থাকিয়া, শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার করে ও অস্থির থাকে।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—প্রস্রাব করিবার প্রারম্ভে শিশু কাঁদে ও চীৎকার করে এবং প্রস্রাব শেষ হইলে তাহার যন্ত্রণার উপশম বোধ হয; কাপড়ে লাল গুঁড়া লাগিয়া থাকে; উদরে কল্‌কল্ ও ঘড়ঘড় করা।

ম্যাগ্‌নিশিয়া কার্ব্ব (Magnesia Carb):—অধিক শূলবেদনা, *সবুজ ও তরল মলনিঃসরণে তাহার উপশম; দিবারাত্রিতে* অনেকবার এইরূপ হওয়া।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius):—অত্যন্ত শূলবেদনা; কোঁৎ পাড়িয়া আম ও রক্ত মিশ্রিত মলনিঃসরণে তাহার উপশম।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—কোষ্টবদ্ধের সহিত শূলবেদনা; শিশু অত্যন্ত কাঁদে, পা ছোড়ে ইত্যাদি; মাতা গরম মসলা প্রস্তুত ও উত্তেজক দ্রব্য ভোজন করেন।

ওপিয়ম (Opium):—মাতা বা ধাত্রীর ভয় হেতু শিশুর পীড়ার উদ্রেক।

পডফাইলম্ (Podophylum):—প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর শূলবেদনা; অত্যন্ত শূলবেদনা হেতু উদরের মাংসপেশীর বসিয়া যাওয়া।

পল্‌সেটিলা (Pulsatilla) :—সন্ধ্যার সময় শিশুর অবস্থা কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থাকে।

রিয়ম্ (Rheum) :—শূলবেদনা ; অম্ল গন্ধযুক্ত মল।

সেনা (Senna) :—শিশু অত্যন্ত চীৎকার করে, বোধ হয় যেন তাহার অন্ত্রের মধ্যে, বায়ু রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; চীৎকার করিবার সময় শরীর নীল হয় ; কখন কখন ইহার ঘন ঘন রক্তিম মল হয়।

সিলিকা (Silica) :—কষ্টনিঃসরিত মলের সহিত শূল ; মল, প্রায় বহির হইয়া, আবার ভিতরে প্রবেশ করে।

ষ্টানম্ (Stannum) পেটে জোরে চাপ দিলে শূলবেদনার উপশম হয় ; যখন বেদনার জন্য কাঁদিতেছে, তখন ইহাকে কাঁদে ফেলিলে (ইহার পেট কাঁদের উপর পড়ে) চুপ করে।

ষ্টাফিজেগ্রিয়া (Staphisagria) :—বোধ হয় শিশু তাহার ধাত্রীর সদৃশ অসুখ ভোগ করিতেছে।

সল্‌ফার (Sulphur) :—চামড়া কোঁকড়াইলে, কোঁকড়ান স্থানে ছালওঠার প্রবণতা ; পূয়পূর্ণ ফুস্কুড়ী ; মলনিঃসরণের পর মলদ্বার লাল হওয়া। এই ঔষধে শূল ও পাকস্থলীর অসুখ উভয়ই আরাম করে।

ভিরেট্রম্ (Veratrum) :—কপালের শীতলতার সহিত ভয়ানক শূলবেদনা ; শূলবেদনার সহিত চরণের অত্যন্ত শীতলতা ; যন্ত্রণা হেতু চর্ম্মের উপর শীতল ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ কপালে।

শিশুদিগের দাঁতউঠা।

একনাইট (Aconite):—নিয়ত অস্থিরতা, বোধ হয় যেন এরূপ কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে, যাহা কোন প্রকার স্থান বা অবস্থানের (posture or circumstance) পরিবর্ত্তনে উপশমিত হয় না; শিশু, আঙ্গুল বা যাহা কিছু পায় কামড়ায়; প্রায় সকল সময়ে, চেঁচায়, খুঁৎ খুঁৎ করে, ও খিট খিটে হইয়া থাকে; সুনিদ্রা হয় না; মস্তকে উত্তাপ ও চর্ম্ম শুষ্ক; কখন কখন উহার সহিত হাত ও পায়ের শীতলতা বর্ত্তমান; অল্পক্ষণ পরেই, বা নিদ্রা ভঙ্গের পর, আবার ইহার অসুখকর ক্রন্দন আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থার সহিত কখন কখন কোষ্টবদ্ধ—মল কঠিন ও অতি কষ্টে নিঃসরিত; অধিকাংশ স্থলে উদরাময়, মল জলবৎ ও কাল, অথবা রক্ত ও আম মিশ্রিত। অত্যন্ত তৃষ্ণা; জলের পাত্র অনেক ক্ষণ মুখে লাগাইয়া রাখিতে চাহে, কারণ তাহাতে মাড়ী ঠাণ্ডা থাকে।

আণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Ant. Crudum):—পাকস্থলীর লক্ষণ সকল বিশেষ দৃষ্ট। জিহ্বা শাদা; অত্যন্ত বমন; তৃষ্ণা-বিহীনতা। মল—একত্রে নিঃসরিত, জলীয়স্রাব (watery secretions) ও কঠিন ডেলা।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis Mellifica):—নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার করা, প্রায়ই, তাহা,রাত্রিতে; যদি শিশু কথা কহিতে পারে, তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলে কিছুই নহে; প্রস্রাব, প্রায়ই অল্পপরিমিত, কখন বা অধিক পরিমিত; কখন, কখন অধিককালস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধ, কিন্তু প্রায়ই উদরাময়; চর্ম্মের উপর এখানে ওখানে লাল লাল দাগ, এবং তজ্জন্য

প্রায়ই চুলকান ও অস্থিরতা, রাত্রিতে তাহার বৃদ্ধি; যে দাঁত উঠিতেছে তাহার উপবিস্থ মাড়ী, কখন কখন, দেখিতে পাঁচনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, অথবা জলপূর্ণ থলিয়ার ন্যায়; বেদনাবিহীন উদরাময়, প্রায়ই রক্তিম (Bloody) মল।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—পরিপাকবিহীনপদার্থযুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত মল; শিশু শীর্ণ; শুষ্ক ও কোঁকড়ান চর্ম্ম; রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর বিশেষরূপে অস্থির; দিবা রাত্রি, মধ্যে মধ্যে উদ্বেগের উদ্রেক এবং শিশু নিজের হস্ত দ্বারা মুখে ও মস্তকে আঘাত করে, বোধ হয় যেন তাহাতে তাহার, কিঞ্চিৎ উপশম হইতেছে; তরল পদার্থের, বিশেষতঃ জলের, পান করার অল্পক্ষণ পরেই বমন হওয়া; একবারে এক দুই ঢোক জলপান, কিন্তু তাহা ঘন ঘন; উদ্ভিদ্যমান দন্তের উপরিস্থ মাড়ী দেখিতে ফোস্কাযুক্ত বা কাল ও জলবৎ তরল পদার্থপূর্ণ বোধ হয়; সমস্ত মস্তক শুষ্ক ছালযুক্ত (scaly) খুস্কি (milk-crusts) দ্বারা আবৃত; মল পাতলাবর্ণ-বিশিষ্ট; কখন কখন শিশুর মূর্ত্তির মলিনতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখা যায়। কোষ্টবদ্ধ বর্ত্তমানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। দেখিলে বোধ হয় যেন শিশু কষ্টভোগ করিতেছে।

বেলাডনা (Belladonna) :—অত্যন্ত গোঙ্গায়, বোধ হয় যেন, তাহাতে কষ্টের আংশিক উপশম হয়; নিদ্রিত বা জাগরিতাবস্থায় জোরে চম্‌কান বা কাঁদিয়া উঠা; জাগরিতা-বস্থায় চম্‌কান হইলে শিশু তাহাতে ভয় পায়, এবং নিদ্রিতা-বস্থায় হইলে ইহাতে ভয় পাইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়; খেঁচুনির পর গাঢ় নিদ্রা; মুখ ও চক্ষু লাল, প্রায়ই অক্ষি কণীনিকা বিস্তৃত ও মস্তকে উত্তাপ: ভয় পাইয়া নিদ্রিতাবস্থা

হইতে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া জাগরণ। চর্ম্ম এত উষ্ণ, যে, গায় হাত দিলে হাত পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হয়। প্রত্যহ অপরাহ্ণে রোগের বৃদ্ধি। রাত্রিতে অত্যন্ত জ্বর, সমস্ত রাত্রি তাহা বর্ত্তমান এবং তৎসহ প্রলাপ বকুনি। মল, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট ও সবুজ শ্লেষ্মাময়; মলনিঃসরণের সময়, শিশুর শরীর কাঁপিতে দেখা যায়। কখন কখন ঐ প্রকার মলকে অসাড়ে নিঃসরিত হইতে দেখা যায়। মাড়ী, কখন কখন পূর্ণরক্তাধারযুক্ত দেখায়।

বোরাক্স (Borax):—নিদ্রিতাবস্থাতেও শিশুর নিম্নাভিমুখে নড়া চড়ায় ভীতি। নিদ্রিতাবস্থাতেও নামাইতে যাইলে শিশু কাঁদিয়া উঠে ও ভয়েতে হাত ছোড়ে। সামান্যমাত্র শব্দেও চৈতন্যাধিক্য। নিদ্রিতাবস্থাতেও ইহা মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে, কাঁদে ও সম্মুখে যাহা পায় তাহাই জড়াইয়া ধরে, বোধ হয় যেন ইহার পড়িয়া যাইবার ভয় হইতেছে। মল, জলময়, হল্‌দে, সবুজ বা পাটকিলা বর্ণের। মাড়ীর উপক্ষত (Apthæ); মাড়ীর এতদূর চৈতন্যাধিক্য যে, ক্ষুধিত থাকিলেও, শিশু, লাগে বলিয়া, স্তন টানিতে পারে না।

ব্রাইওনিয়া আল্বা (Bryonia Alba):—ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা; মুখ শুষ্ক; কোষ্ঠবদ্ধ, মল, কাল ও শুষ্ক, যেন পোড়া। শিশুর স্থির থাকিতে চাওহা, নড়িতে চড়িতে না চাওহা। সোজা করিয়া দাঁড় করাইলে, শিশুর, বমন করা ও মোহ যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়া, এবং পুনর্ব্বার শুইতে চাওহা। আহার করার অল্প পরেই, ভক্ষিত পদার্থ অপরিবর্ত্তিতভাবে বমন করা। সকল পানীয় অপেক্ষা শীতল জল অধিক চাওহা। স্ফীত মাড়ী, উষ্ণ ও শুষ্ক, কিন্তু ফিকে বা

অল্প লালবর্ণবিশিষ্ট। প্রায়ই, বেদনাযুক্ত, রক্তিম, ও দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ের বর্ত্তমানতা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calc. Carb):—ফণ্ট্যানেল, বৃহৎ ও অরুদ্ধ। নিদ্রিতাবস্থায়, অত্যন্ত মাথা ঘামায়, বালিস ভিজিয়া যাওয়া। মল, বৃহৎ, কঠিন, ও খড়ির ন্যায় শাদা, বা পাতলা ও ঈষৎ শাদা। দাঁত বাহির হইতে বিলম্ব হইলে তদুপরিস্থ মাড়ী মলিন ও চক্‌চকে দেখিতে পাওয়া। শিশুর চরণ শীতল ও আর্দ্র। কোন কোন স্থলে উদরের বৃহত্তা এবং গ্রীবার গ্রন্থ্যর্ব্বুদ দৃষ্ট হওয়া। সরল ও ঘড়্‌ঘড়ানি কাশি; মাংসপেশী কোমল ও থল্‌থলে। কখন কখন হাইড্রোকিফেলস্ (Hydrocephalus) হওয়ার আশঙ্কা। মল, প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত।

ক্যাল্কেরিকা ফস্ফরিকা (Calc. Phosphorica) :—শিশু খিট্‌খিটে, প্রায়ই চেঁচায় ও হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। ফণ্ট্যানেল, অরুদ্ধ, অথবা সংযুক্ত হইয়াও ইহা পুনর্ব্বার অরুদ্ধ হইয়াছে। মুখে শীতল ঘাম; শরীর শীতল। শিশু মাথা তুলিতে বা এপাশ ওপাশ করিতে পারে না; তাহা করিতে গেলে মাথা দোলে। চক্ষুর উপর চাপ পড়িলে যেরূপ, সেই রূপ টেরা ভাবে দৃষ্টি; অক্ষিগোলকদ্বয়ের বৃহদায়তন ও ঠেলিয়া বাহির হওয়া দেখান। সর্দ্দি; শীতল গৃহে নাসিকা হইতে জলপড়া, উষ্ণ বায়ুতে বা গৃহের বাহিরে যাইলে, তাহার থামিয়া যাওয়া। কাণ ও নাসিকার আগা শীতল। নিম্ন ওষ্ঠ, স্ফীত; মুখ মলিন, হল্‌দে; অন্যান্য অসুখের সহিত শরীরের গরম হওয়া। দাঁত উঠিবার সময় পেটফাঁপা ও উদরাময়। মল, পাতলা ও সবুজ। শিশুর, মাতার স্তন টানিতে না চাওয়া; দুগ্ধের লবণাস্বাদ বোধ

হওয়া। শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে; দাঁড়ায় না; হাঁটিতে শেখে না। দাঁত উঠিতে বা ফন্ট্যানেল রুদ্ধ হইতে অনেক বিলম্ব। করোটি কোমল ও টিপিলে খড়্মড়ে কাগজের ন্যায় তাহার খড়্মড়্ শব্দ করা; টিপিলে, অধিকন্তু অক্ষিপটে, কুর্কুর্ শব্দ হওয়া।

কষ্টিকম্ (Causticum):—সুকুমার শিশুর দাঁত উঠিবার কালীন অহিপুতন (Intertrigo) দেখা দেওয়া ও মধ্যে মধ্যে দড়্কা হওয়া। অধিক দিন স্থায়ী কোষ্টবন্ধ; মল. কঠিন, শ্লেষ্মাবৃত ও চর্ব্বির ন্যায় চক্চকে। শিশুর হল্দে ও পীড়িত প্রতিমূর্ত্তি; অযাপ্য ক্ষুধা, শীঘ্র শীঘ্র খাইয়া ফেলা; বারম্বার, ভক্ষিত দ্রব্যের জলীয়াংশ উগ্রাইয়া ফেলা। স্ফীত মাড়ীর, মধ্যে মধ্যে পাকিয়া উঠা।

সিকুটা ভাইরোজা (Cicuta Virosa):—দাঁতে দাঁতে লাগা (যদি দুই একটী দাঁত উঠিয়া থাকে), মাড়ীতে মাড়ীতে লাগা। খেঁচুনি; ইহার সহিত অঙ্গের শ্লথভাব বা ঝুলিয়া পড়া, অথবা অত্যন্ত কঠিনতা ও ছড়িয়া থাকা।

সিনা (Cina):—শিশু, নাক খোঁটে ও অত্যন্ত ক্ষুধাযুক্ত। নিদ্রিতাবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা; সকল সময়েতেই শিশুকে দোলাইতে বা অন্য কোন প্রকারে নড়াইতে চড়াইতে বাধ্য হওয়া। খক্খকানি কাঁশির পরই কোন কিছু গিলিবার চেষ্টা। উদরাময়, পানের পরই মলনিঃসরণ। শিশুর অনেক জিনিষ চাওহা, দিবা মাত্রই বা অল্প পরেই, আর তাহা, না চাওহা। খেলা করিবার সামগ্রী বা আহারীয় দ্রব্য ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া। শিশুর প্রতি তাকান, কথা কহা, বা তাহাকে স্পর্শ করা না চাওহা; অত্যন্ত খিট্খিটে স্বভাব। প্রস্রাব, কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে

বা মাটিতে পড়ার অল্প পরেই, দুগ্ধের ন্যায় শাদা হইয়া পড়া। রাত্রিতে অস্থিরতা; যেন শূল-বেদনা ভোগ করিতেছে, এইরূপ ভাবে, প্রায়ই চীৎকার করা এবং জল চাওয়া।

ক্যামমিলা (Chamomiila) :—নিদ্রিতাবস্থায় চম্‌কান ও কাঁপিয়া উঠা। জাগরিতাবস্থায়, কষ্টনিবারণের জন্য শিশুকে সর্ব্বদা কোলে রাখিতে বাধ্য হওয়া। কখন কখন কেবলমাত্র কোলে থাকিলেই, শিশু, ঘুমাইবে। এক গাল লাল অন্য গাল মলিন। উদরাময়,—মল জলময় ও আমযুক্ত, অথবা ডিম-কুচিকুচির ন্যায় দেখিতে; পচা ডিমের ন্যায় মলের গন্ধ। শুষ্ক ও খক্‌খকানি কাশি। অত্যন্ত তৃষ্ণা; পানের পর মুখে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জল রাখিতে চাওয়া। ভাল ক্ষুধা না হওয়া এবং পাতলা ও অম্লগন্ধ-যুক্ত দুগ্ধ বমন করা। মাড়ী লাল ও বেদনাযুক্ত; অত্যন্ত অনিদ্রা। খোলা বাতাসে লইয়া যাইতে চাওয়া।

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda :—নিদ্রাশূন্যতা ও সহজে উত্তেজিত হওয়া; বোধ হয় যেন, শিশু, নিদ্রা যাইতে পারে না। শিশু অস্থির ও বিরক্ত, খিট্‌খিটে নহে, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না; এই হাঁসে, পরক্ষণেই কাঁদে। নিদ্রা না হওয়া ও তজ্জন্য জ্বরভাব।

কলসিন্থ (Colocynth) :– মাড়ীর সহিত অন্ত্রের বিশেষ সমবেদনা; অত্যন্ত শূলবেদনা, শরীর দোমড়াইয়া পড়া (doubling) ও শরীর বেঁকান চোরান (writhing and twisting)। মল, জলময়, ফেণাযুক্ত ও রক্তিম; মলনিঃসরণে বেদনা হেতু শিশুর শরীর দোমড়ান। কখন কখন, জোরে পেট চাপিলে বেদনার উপশম হওয়া। পেটের বায়ুর, জোরে নিঃসরণ।

ক্রিয়াজোট (Creosote) :– কষ্টে দাঁত উঠার একটী উৎকৃষ্ট

ঔষধ। কষ্টে দাঁত উঠা। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টার সময় কষ্টের বৃদ্ধি হইয়া প্রাতে ৬টা পর্য্যন্ত থাকা; এই সময়ে গা ডলিলে, গা চাপড়াইলে, বা কোলে দোলাইলে. শিশুর মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প তন্দ্রা হওয়া। দিনে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিয়া, রাত্রিতে আবার সেই রূপ কষ্ট হওয়া। মাড়ীর যে অংশ ঠেলিয়া উঠিতেছে. তাহা, কাল জলবৎ তরল পদার্থ পূর্ণ বোধ হয়। যে দাঁতগুলি বাহির হইয়াছে তাহা কাল, ও তাহাতে মাড়া পর্য্যন্ত খয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলে কোষ্টবদ্ধ; মল কঠিন ও শুষ্ক। উদরাময় থাকিলে, মল, কাল-পাটল (Dark brown) বর্ণ, জলময়, ও দুর্গন্ধযুক্ত; পচা মড়ার ন্যায় মলের গন্ধ (Cadaverous)। অসবন্নকারক মলনিঃসরণ ও তাহাতে মলদ্বারসন্নিকটস্থ চর্ম্মের অবদরণ (excoriation); মলেতে পরিপাকবিহীন ভক্ষিত পদার্থের দৃষ্ট হওয়া। এরূপ স্থলে এই ঔষধ প্রয়োগে শরীরের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে, অবশিষ্ট দাঁতগুলি কাল ও নষ্ট হয় না; এমন কি আক্রান্ত দাঁতগুলিরও অবস্থা ফেরে।

কুপ্রম্ অ্যাসিটিকম্ (Cuprum Aceticum):—মুখের শুষ্কতা ও অন্ত্রে শূলবেদনা। বমনোদ্যম; সবুজ. বেদনাযুক্ত ও রক্তিম মল। নিম্ন অঙ্গে থাল ধরিয়া খেঁচুনির উদ্রেক; খেঁচুনির সহিত হাতের ও পায়ের অঙ্গুলির কুঞ্চন, হাত পা ছোড়া, মুখ দিয়া গাঁজলা উঠা ও গলা রুদ্ধ হওয়া। আক্ষেপের পূর্ব্বে সজোরে শ্লেষ্মা বমন। একবার আক্ষেপের পর অন্য আর একবার আক্ষেপ হওয়া পর্য্যন্ত শিশুর চীৎকার করা ও অঙ্গ বিক্ষেপ করা। পীড়া, মস্তিষ্কের পরিচালিত বোধ হওয়া হেতু, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বা শোথের আশঙ্কা।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—বায়ুমণ্ডলের আর্দ্র ও শীতল পরিবর্ত্তন মাত্রেতেই, দাঁতউঠার কষ্টের বৃদ্ধি। এই সময়ে যে শিশুর ঠাণ্ডি লাগে তাহা নহে, কেবল পীড়ার বৃদ্ধি হয় মাত্র। শিশুর মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণের, উদরাময়ের, ও দাঁত উঠার, প্রবণতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহার ব্যবহার আরও প্রশস্ত।

ফিরম্ (Ferrum) :—এই পীড়া হেতু নিয়ত উদরাময়ের বর্ত্তমানতা; মলে শ্লেষ্মা ও পরিপাকবিহীন খাদ্য দৃষ্টি; বেদনা-বিহীন হইলেও কখন কখন, মলের ক্ষতকারক ও দুর্ব্বলকারক হওয়া। মুখ চক্‌চকে, অথবা তাহার উভয়পার্শ্ব লাল। প্রায়ই আহার করার পরই বমন। অতি ধীরে ধীরে দাঁত উঠা।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—মাথা, মুখ, কাণের পশ্চাতে, বা অন্যান্য স্থানে, স্ফোটের উদ্ভূতি, এবং তাহা হইতে পরিষ্কার গাঢ় বা জলবৎ রসস্রাব। কখন কখন ঐ সকল স্থান এককালে আক্রান্ত হওয়ায়, তথাকার ছাল উঠিয়া গিয়া তথা হইতে নিয়ত ঐ প্রকার রস ঝরা। এক একবার দাঁত উঠিবার সময় এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। প্রায়ই ইহার সহিত কোষ্টবদ্ধ; মল বৃহৎ ও কষ্টে নিঃসরিত। আক্রান্ত স্থান কখন কখন অত্যন্ত চুলকায়।

হেলিবোরস্ (Helleborus Niger) :—মস্তিষ্ক-লক্ষণের উদ্ভূতি। অক্ষিকণীনিকার বিস্তৃতি, মোহ, বিশেষতঃ যখন মল শাদা ও জেলির ন্যায় গাঢ়।

হেপার (Hepar Sulph) :—চর্ম্মের স্থানে স্থানে শুষ্ক স্ফোট উদ্ভূতি স্থলে ইহা একটী প্রধান ঔষধ। এইরূপ স্ফোট কনুই, বাহু, হাঁটুর পশ্চাৎ, মুখ বা মাথায় দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত চুলকানি। ইহার সহিত শাদা ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট মলযুক্ত

উদরাময়। প্রত্যেক বার দাঁত উঠিবার সময় এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। মাড়ী ক্ষত, স্পর্শনাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত। আঘাত হেতু মস্তিষ্ক-প্রদাহ।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus):—মাড়ীতে মাড়ীতে ঠেকান, মাড়ীতে হাত দেওয়া, মুখে আঙ্গুল দেওয়া এবং মাড়ীতে বেদনা থাকার অন্যান্য লক্ষণ। গিলিবার কষ্ট। মুখের মাংসপেশীর বিশেষতঃ চক্ষুর, স্পন্দন হইতে আরম্ভ হইয়া, খেঁচুনি দৃষ্ট হওয়া। অক্ষি-মণির বিস্তৃতি। মুখের, কাল ও স্ফীত ভাব; আক্ষেপ ছাড়িলে গাঢ় নিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া আমারা (Ignatia Amara):–চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে জাগা ও তাহাতে সমস্ত শরীর কাঁপা। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ঝাঁকুনি ও উৎক্ষেপ। ঘর্ম্মের সহিত মধ্যে মধ্যে উত্তাপের ঝলক বোধ হওয়া। প্রত্যেক এক সময়ে আক্ষেপের উদ্রেক ও তাহার সহিত সমস্ত শরীরের কম্পন। আক্ষেপের সহিত ক্রন্দন বা অনিচ্ছাক্রমে হাস্য। শ্লেষ্মাযুক্ত, বা রক্তের সহিত মিশ্রিত শ্লেষ্মাযুক্ত, মল; মলনিঃসরণকালে অত্যন্ত কোঁৎপাড়া ও সরলান্ত্রের বাহির হইয়া পড়া। কখন কখন মল নিঃসরিত না হইয়াও কোঁৎপাড়া ও সরলান্ত্রের বহিঃসরণ। কাঁদা ও চেঁচান; চেঁচানি থামিলেও অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদা ও খুঁৎ খুঁৎ করা।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—নিয়ত বিবমিষা ও মধ্যে মধ্যে বমন। উদরাময়। মল ফেনাবিশিষ্ট ও অনেক রঙ্গের, বা ঘাসের ন্যায় সবুজ। মুখ মলিন ও চক্ষু বেড়িয়া নীল ভাব। এই সকলের সহিত যদি ঠাণ্ডি লাগিয়া আর কিছু কিছু

প্রতিশ্যায় (catarrh) লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ইহা আরও আবশ্যক।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—অসুখভাবাপন্ন ও কষ্টকরাবস্থাপন্ন হইয়া শিশুর জাগরণ। কখন কখন নিদ্রা হইবামাত্রই খেঁচুনির আরম্ভ হওয়া। বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব খেঁচুনির, বা খেঁচুনি না হইয়াও কষ্টের সহিত জাগরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্বাসক্রিয়া, থামে। মাড়ীর যে অংশ ঠেলিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিতে কাল ও বেগুনে বর্ণ।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করিয়া ঘুমান, মাথা এপাশ ওপাশ করা ও গোঙ্গান। প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বক্ষণই কাঁদা ও চীৎকার করা; প্রস্রাব করার পর কাপড়ে লাল দাগ বা গুঁড়া পড়া। উদরের মধ্যে গোলমাল কল্‌কল্ বা ঘড়্‌ঘড়্ করা। বায়ু সরিলে বড় দুর্গন্ধ। অপরাহ্নে ৪ টার সময় কষ্টের বৃদ্ধি ও রাত্রি ৮।৯ টার সময় তাহার উপশম। প্রায়ই সমস্ত রাত্রি অস্থিরতা। এক কালে অতি অল্প মাত্র আহার করা ও তাহার জন্য বড় গ্রাহ্য না করা।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব (Magnesia Carb) :—দাঁতের, মাড়ী ভেদ না করা। অনেক দিন ধরিয়া সবুজ ও অম্লগন্ধ বিশিষ্ট মলযুক্ত উদরাময়ের বর্ত্তমানতা। শীর্ণতা; মল, কখন কখন, দেখিতে পাঁকের ন্যায়। অম্ল পদার্থের বারম্বার বমন। কখন কখন, কোষ্টবদ্ধ সহ অগ্নিলোপ ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট নিশ্বাস ত্যাগ, এবং দেখিতে স্বাভাবিকপ্রকার মলনিঃসরণের জন্য বারম্বার বেগ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়াটিকা (Magnesia Muriatica) :—অল্পে অল্পে দাঁত উঠা; পেট ফাঁপা ও কোষ্টবদ্ধ। যকৃৎপ্রদেশের

বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা। মল, বৃহৎ ও কঠিন এবং মলদ্বার পার হইবামাত্রই তাহার গুঁড়া হইয়া পড়িয়া যাওয়া; কখন কখন মল সবুজ হওয়া।

মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্ (Mercurius Solubilis):—মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালাস্রাব এবং কখন কখন জিহ্বা, মাড়ী, ও গালে, ছোট ছোট ফোস্কা দৃষ্ট হওয়া। মাড়ীর যে অংশ টুকু ঠেলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে বড় বড় ক্ষত দৃষ্ট হওয়া। এই সকল লক্ষণ সত্ত্বেও, আবার রাত্রিতে কষ্টের বৃদ্ধি। কখন কখন ঠাণ্ডি লাগিয়া লালা-ক্ষরণ বন্ধ হইলে খেঁচুনির আরম্ভ হওয়া। কাপড়ে কড়াগন্ধযুক্ত প্রস্রাবের হল্‌দে দাগ। পেট, কঠিন ও ফাঁপা। মলেতে আম ও রক্ত; মল সবুজ ও ইহার সহিত কোঁৎপাড়া। অনেক সময়ে এক মাত্রা ঔষধ সেবনেই এইরূপ পীড়ার আরোগ্য হয়।

নক্সভমিকা (Nux Vomica :—যাহাদিগকে কখন স্তনদুগ্ধ পান করান হয় নাই বা যাহাদের মাতা ও ধাত্রী গরম মসলায় প্রস্তুত আহার, সুরা ইত্যাদি সেবন করেন, এইরূপ শিশুদিগের দাঁত উঠিবার কালে উপযোগী। রাত্রি ৪ টার সময় লক্ষণের বৃদ্ধি। ক্ষুধালোপ, তৃষ্ণার বৃদ্ধি, এবং খিট্‌খিটে স্বভাব। কোষ্টবদ্ধের সহিত; বৃহৎ ও কষ্টে-নিঃসরিত মল, অথবা অল্পে অল্পে বা ঘন ঘন নিঃসরণযুক্ত, ডেলা ডেলা, বা তরল, মল। নিদ্রাবস্থায় রক্তমিশ্রিত লালা ক্ষরণে বালিস ভিজিয়া যাওয়া। কখন কখন মুখ টাটান ও নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া।

নক্সমশ্চাটা (Nux Moschata):—বিশেষতঃ যখন মল

হল্‌দে ও পাতলা হওয়া হেতু, কাঁথায় যেন চুষিয়া যায়। মল দুর্ব্বলকারক, এবং শিশুর নিদ্রাতুরতা।

পডফাইলম্ (Podophyllum) :—দাঁত কড়্‌মড়্ করা (যে সকল দাঁত বাহির হইয়াছে) কাঁদা ও চীৎকার করা এবং বেদনা-যুক্ত উদরাময়। এপাশ ওপাশ করিয়া মাথা নাড়া, এবং সবুজ মল। খড়ির ন্যায় শাদা অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল এবং ইহার সহিত গলা রুদ্ধ বোধ হওয়া ও তৃষ্ণা। প্রাতে উদরাময়; সফেন ও পরি-পাকবিহীন মল। প্রতিবার মল-নিঃসরণের সহিত সরলান্ত্র (rectum) বাহির হওয়া। কখন কখন সমস্ত দিনই, বারম্বার, স্বাভাবিক মল নির্গম হওয়া। রাত্রির প্রথম ভাগে, যেন স্নায়বীয় অস্থিরতা হেতু, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা। অপরিমিত ক্ষুধা ও অন্যান্য মন্দ লক্ষণসমূহ। আহার বা পানের পরই উদরাময়। আহারের অল্প পরই পেটে অম্ল জন্মান ও বমন হওয়া। গলারোধ বোধ এবং পচামড়ার ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট মলনিঃসরণ।

সোরিনম্ (Psorinum) :—প্রথমে দেখিতে, রোগ সল্‌ফার লক্ষণ বিশিষ্ট বোধ হয়; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে মলে, ঢেকুরে ও শ্বাস-বায়ুতে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ বর্ত্তমান।

রিয়ম্ (Rheum) অম্লগন্ধবিশিষ্ট উদরাময় ও মল-নিঃসরণে পেটে অত্যন্ত বেদনা। নড়া চড়ায় উদরাময়ের বৃদ্ধি।

সিপিয়া (Sepia) শুষ্ক দদ্রু; প্রতি বার দাঁত উঠিবার সময়ে সেইগুলির আরও উজ্জ্বল হওয়া। মুখ হইতে মন্দ গন্ধ-নিঃসরণ। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ সেবনে উদরামযের বৃদ্ধি। দুর্ব্বলকারক উদরাময়।

সিলিকা (Silica):—গণ্ডমালীয় ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের ক্রিমি-রোগ থাকিলে ও অধিক লালা-ক্ষরণ হইলে ইহার ব্যবহার। বারম্বার মাড়ী ধরিয়া টানা। মস্তকের উত্তাপের সহিত, সন্ধ্যাকালে ও সমস্ত রাত্রি জ্বর। কষ্টে মলনিঃসরণ। মাতা বা ধাত্রী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, যে, নিঃসরণের পূর্ব্বে মল অনেকটা বাহির হইয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করে। চরণে বড় দুর্গন্ধ, কিছুতেই তাহা যায় না। সন্ধ্যার সময় মাথায় অম্লগন্ধবিশিষ্ট অপরিমিত ঘর্ম্ম। ফণ্ট্যানেল বৃহৎ, এবং মস্তক শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা বৃহদায়তন। মাড়ীর যে টুকু ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা ফোস্কাযুক্ত ও স্পর্শনাসহিষ্ণু বোধ হওয়া। মল, অত্যন্ত পাতলা হইলে, প্রায়ই কাল, এবং কখন কখন অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

ষ্টানম্ (Stannum):—কোন কোন স্থলে লক্ষণানুযায়িক সিনাব ব্যবহার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া না যাইলে ইহা ব্যবহার্য্য; বিশেষতঃ যদি শিশু কোন কঠিন দ্রব্যের উপর, যথা কাঁদ, হাটু ইত্যাদি, উপড় হইয়া থাকিলে আরাম বোধ করে। মৃগীর ন্যায় খেঁচুনি ও তৎসহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে হাতের মুটার মধ্যে চাপিয়া ধরা। ষ্টানমের লক্ষণের সহ হার্ণিয়াও দৃষ্ট হইলে, ইহার ব্যবহার আরও প্রশস্ত।

ষ্টাফিজেগ্রিয়া (Staphisagria) শিশুর মানসিক বা শারীরিক চৈতন্যাধিক্য; কোন প্রকার বিকটভাবে তাকাইলে বা কর্কশ কথা বলিলে শিশুর চক্ষু বোজা ও কুঞ্চিত হওয়া (Winces and shrinks)। সামান্য বেদনাতেও চীৎকার করা। পেট-মোটা শিশু। বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু খোলসা হইয়া

মলত্যাগ হইলেও এই ইচ্ছার উপশম না হওয়া। যে দাঁত বাহির হইয়াছে তাহা কাল, অথবা তাহাতে কাল দাগ বর্ত্তমান। মাথায় ঘা; ঘা হল্‌দে মামড়ী দ্বারা আবৃত ও তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব (Moist scald head, with yellow scabs and very offensive)। শূলবেদনাসহ উদরাময়, মলের শেষ-ভাগে কেবল শ্লেষ্মানিঃসরণ।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium):—শিশুর মস্তিষ্ক এতদূর আক্রান্ত, যে ইহার নড়া চড়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে, ইহা কি চাহে, জানা যায় না। যে সকল দাঁত বাহির হইয়াছে, তাহার অত্যন্ত কড়্মড়্ করা। কোন দ্রব্য প্রথম দেখিলেই, যেন ভয় হইতেছে, এইরূপ ভাবে তাহা হইতে আপনা আপনি কুণ্ঠিত (shrinks) হওয়া। উজ্জ্বল আলোক সম্মুখে লইয়া যাইলে, আক্ষেপ উৎপন্ন হওয়া। ঈষৎ কাল, পাতলা ও পচা-গন্ধ (cadaverous) বিশিষ্ট মল। মুখের অত্যন্ত শুষ্কতা, অথবা তথা হইতে অপরিমিত লালাক্ষরণ। দাঁত কড়্মড়্ করা। নিদ্রা-বস্থায় আঙ্গুল নড়ান, যেন কিছুর অনুসন্ধান করা হইতেছে। কথা কহিবার চেষ্টা করার ও তোৎলামি করার প্রবণতা (disposition)। কখন কখন অধিক আলোকে থাকিবার ইচ্ছা, আবার অন্য সময়ে আলোকে লক্ষণের বৃদ্ধি, এমন কি খেঁচুনি উৎপন্ন হওয়া। খেঁচুনির সহিত এইরূপ চীৎকার করা যেন বিকট পদার্থ দেখিয়া শিশু ভয় পাইয়াছে। অত্যন্ত হাত পা ছোড়া। শরীরের উপরাংশের নড়াচড়াই অত্যন্ত অধিক। সর্ব্বদা আপনার মাতাকে কাছে চাওয়া।

সল্‌ফার (Sulphur):—উদরাময়, শাদা ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট মল

এবং মলদ্বার বেড়িয়া আরক্ততা; সবুজ বা রক্তিম মলনিঃসরণ হেতু চর্ম্মের অবদরণ (excoriation) এবং তজ্জন্য টাটানি, চীৎকার করা ও ছট্‌ফট্ করা। ভক্ষিত পদার্থের বারম্বার বমন। চর্ম্মেতে প্যাপিউল (Papule) স্ফোট ও অত্যন্ত চুলকানি। গা ধোয়ান না চাওহা; অধিকক্ষণস্থায়ী ও শ্রান্তিদায়ক নিদ্রা না হওয়া; বারম্বার জাগরণ; কেবল জাগিয়া থাকা। শিশুর মাঝে মাঝে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়া বোধ হওয়া। দিবসে দুইবার করিয়া লক্ষণের বৃদ্ধি।

সল্‌ফিউরিক আসিড (Sulphuric acid):—মুখ ও মাড়ীতে উপক্ষত (Apthæ) ও বেদনা। শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে, অস্থির, ও প্রায়ই সর্ব্বদাই কাঁদে। মল দেখিতে জাফ্রানবৎ বর্ণবিশিষ্ট কুচিকুচি শ্লেষ্মার ন্যায়। উপক্ষত না থাকিলেও মল দৃষ্টে ঔষধ নির্ণীত হইতে পারে।

ভিরেট্রম্ আল্বম্ (Veratrum Album:—কাটবমির সহিত বমন এবং বমনবিহীন কাটবমি। কপালে শীতল ঘর্ম্ম। সামান্য নড়াচড়ায় বমনের পুনরুদ্রেক। উদরাময়। প্রত্যেক মলত্যাগের পর অত্যন্ত অবসন্নতা। বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে আবৃত সত্ত্বেও শাখাঙ্গের আদ্রতা ও শীতলতা বোধ। নাড়ীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে শৈশব বিসূচিকা সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু দাঁত ওঠাতেও এই সকল লক্ষণ উদ্ভূত হইতে পারে।

উপক্ষত (Apthæ)

এথুজা (Æthusa) ঃ—উপক্ষত হেতু অত্যন্ত কষ্ট। মুখের অত্যন্ত শুষ্কতা বা তথা হইতে অপরিমিত লালাস্রাব (Salivation)। দুগ্ধবমন বা দুগ্ধের ন্যায দেখিতে একপ্রকার পদার্থ বমন। উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ; কখন কখন পরিপাক বিহীন মল। শূলবেদনায় কষ্ট পাওয়ার ন্যায় অত্যন্ত ক্রন্দন।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) ঃ—উপক্ষত দেখিতে মৃতবৎবর্ণ-বিশিষ্ট (livid) বা নীলাভ; শিশুর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia) ঃ—অপরিমিত লালাস্রাব। দুর্গন্ধ যুক্ত মল। শিশুর, তরল ভিন্ন আর কিছুই গিলিতে না পারা; এমন কি অতি ঘনদুগ্ধেও গলারোধ বোধ হওয়া।

বোরাক্স (Borax) ঃ—স্তন টানিবার কালীন মুখে লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে স্তন ছাড়িয়া দেওয়া। নিম্নদিকে নড়াচড়ায় ভয় হওয়া।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—মুখ, অত্যন্ত শুষ্ক; তৃষ্ণা; ওষ্ঠ শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা; শিশু স্তন্য টানিতে চাহে না. কিন্তু মুখ একবার দুগ্ধে ভিজিয়া গেলে রীতিমত স্তন্য টানিতে থাকে।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) ঃ—মুখের অত্যন্ত উষ্ণতা, জিহ্বার প্রায় না নড়াচড়া, এবং মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ লাল লালাক্ষরণ হওয়া।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) ঃ—শিশুকে অত্যন্ত অসুখযুক্ত দেখান এবং তাহাকে সকল সময়ে কোলে রাখিতে বাধ্য হওয়া।

মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্ (Mercurius Solubilis) :—অত্যন্ত লালাক্ষরণ, অথবা মুখের অতিরিক্ত আর্দ্রতা। সমস্ত মুখগহ্বরের প্রদাহ। মাড়ীতে ক্ষত।

ষ্টাফিজেগ্রিয়া (Staphysagria) :—উপক্ষত হইতে সহজে রক্তস্রাব হওয়া; মাড়ী দেখিতে স্পঞ্জের ন্যায় (Spongy gums)।

সল্‌ফার (Sulphur) :—পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় অধিকক্ষণ ধরিয়া না ঘুমান; প্রায়ই জাগা। চেহারা দেখিলেই শিশুকে সল্‌ফার-লক্ষণাক্রান্ত বোধ হওয়া।

সল্‌ফিউরিক আসিড (Sulphuric Acid) :—মুখে বেদনা; শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল। চর্ম্মের উপর কালিমা দাগ (Ecchymosed spots)।

(দাঁত উঠা ও অপরিপাক প্রস্তাবদ্বয় দেখ।)

কোষ্টবদ্ধ (Constipation)

একনাইট (Aconite) :—মস্তকে উত্তাপ; জ্বরভাব, নিদ্রা-শূন্যতা, অস্থিরতা, হাতকামড়ান; মলের কঠিনতা ও কষ্টে নিঃসরন।

এথুজা (Æthusa) :—কোষ্টবদ্ধের সহিত দুগ্ধবমন ও এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ। দুগ্ধ, শিশুর সহ্য না হওয়া।

এলুমিনা (Alumina) :—সরলান্ত্রের কার্য্যাক্ষমতা; মল-নিঃসরণে অত্যন্ত বেগ দিতে বাধ্য হওয়া, এমন কি মল নরম হইলেও ঐরূপ হওয়া।

এপিস্ (Apis) :—শিশু অস্থির, নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করে,

এবং তাহার চর্ম্মেতে লাল লাল ফুস্কুড়ী দেখা যায়। অল্প অল্প প্রস্রাব।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—মল, যেন পোড়া, এইরূপ শুষ্ক ও কাল; মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্টবদ্ধ ও উদরাময়।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) ঃ—পাতলা (light) বর্ণবিশিষ্ট পরিপাকবিহীন মল। খড়ির ন্যায় শাদা মল।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) মল অতিবৃহৎ; শরীরে, কর্ণের পশ্চাতে, মুখে, থুৎনিতে ও কুঁচকিতে আর্দ্রস্ফোট (humid eruptions); স্ফোট হইতে জলবৎ ও স্বচ্ছ তরল পদার্থের স্রাব।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) ঃ—লাল ও গুঁড়াযুক্ত প্রস্রাব; কাঁথায়, প্রস্রাব করিলে, লাল গুঁড়া পড়া; পেট ফাঁপা; কষ্টে মল নিঃসরণ, এমন কি নিঃসরণ প্রায় অসম্ভব হওয়া।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) ঃ—পারদের সাধারণ লক্ষণের বর্ত্তমানতা; মুখ হইতে লালাক্ষরণ, গলায় বেদনা, গ্রন্থির স্ফীতি, এবং মল ত্যাগের বারম্বার চেষ্টা; যত বার ঠাণ্ডি লাগে ততবার এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষিত হওয়া। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ও তদ্দ্বারা কাপড়ে হল্‌দে দাগ হওয়া।

নাইট্রিক আসিড (Nitric Acid) ঃ—মল ত্যাগের সময় ও তৎপরে যেন মলদ্বার ফাটিয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ হওয়া; মলত্যাগ করিতে শিশুর বড় আশঙ্কা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica) ঃ—শূল বেদনার সহিত, বৃহৎ ও কষ্টে নিঃসৃত মল, অথবা বেদনার সহিত বারম্বার অল্প অল্প মলনিঃসরণ। মাতার গরম মসলা প্রস্তুত আহার ভক্ষণ করা অভ্যাস; শিশুর নিদ্রাশূন্যতা ও অস্থিরতা।

ওপিয়ম (Opium) ঃ—কঠিন, গোল গোল, কাল কাল, দলাবিশিষ্ট মল।

প্ল্যাটিনা (Platina) ঃ—মল, নরম কাদার ন্যায় মলদ্বারে লাগিয়া থাকে ও সহজে পড়িয়া যায় না।

প্লম্বম্ (Plumbum) ঃ—ভেড়ার নাদির ন্যায়, অনেক গুলি গুঠলের একবারে নিঃসরণ।

সিপিয়া (Sepia) ঃ—মলের কষ্টে নিঃসরণ; বোধ হয় যেন মল সরলান্ত্রে রহিয়াছে এবং ধাত্রীর সাহায্য বিনা বাহির হয় না।

সিলিকা (Silica) ঃ—অতি কষ্টে মলদ্বার পর্য্যন্ত বহির্মুখ হইয়া, মল, সরলান্ত্রের ভিতর পুনঃ প্রবেশ করে।

সলফার (Sulphur) ঃ—শিশুর, অহিপুতন (intertrigo), ফুস্কুড়ী, চর্ম্মের স্ফীতি, ও মলদ্বারের টাটানি বর্ত্তমান; এই টাটানি হেতু শিশু প্রতিবার মলত্যাগের সময় চীৎকার করে। বোধ হয় যেন ইহার অর্শ আছে।

ভিরেট্রম্ (Veratrum Album) ঃ—বোধ হয় যেন সরলান্ত্রের পাক্ষাঘাতিক অবস্থা বর্ত্তমান ও তজ্জন্য অত্যন্ত কোঁৎ পাড়িতে হয়; কোঁৎ পাড়িবার সময় কপালে শীতল ঘর্ম্ম এবং প্রতিবার মলত্যাগের পর শিশুর অবসন্ন হইয়া পড়া।

অভ্যাসগত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কলিন্‌সোনিয়া (Collinsonia) হাইড্র্যাষ্টিস্ (Hydrastis) ও ফাইটোলাক্কা (Phytolacca) বিশেষ উপকারক।

উদারাময় (Diarrhœa)

একনাইট (Aconite) :—চর্ম্মের শুষ্কতা ও উষ্ণতা ; শিশুর অস্থিরতা ও উত্তেজমানতা ; জলবৎ ও প্রায়ই কাল, মল। জ্বর থামিলে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয় না উদরাময় আপনা হইতেই আরাম হয়।

এথুজা (Æthusa) :—অপরিপাক ও দাঁত ওঠার লক্ষণ দেখ।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum) :- জিহ্বা শাদা ; অল্প বিবমিষা ও জলবৎ মলত্যাগ ; কখন কখন জলবৎ স্রাবের সহিত মলের কঠিন কঠিন ডেলা বাহির হওয়া। তৃষ্ণাহীনতা।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitricum) :—মলত্যাগের সহিত উচ্চ শব্দে বায়ুর নিঃসরণ। মল, ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—অবসন্নতা ও শীর্ণতা ; পরিপাক বিহীন মল ; আহার করার পরই দুর্গন্ধ ও বেদনাযুক্ত মলত্যাগ। এককালীন বমন ও রেচন।

বেলাডনা (Belladonna) শিশুর তন্দ্রাভাব ; অর্দ্ধ জাগরিত ও অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থা ; অত্যন্ত গোঙ্গান। অসাড়ে মল ত্যাগ।

ব্রাওনিয়া (Bryonia) :—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা গ্রীষ্মাগমে উদরাময়ের বৃদ্ধি। রক্তিম মল।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea carb) :—বৃহৎ মস্তক ও অরুদ্ধ ফণ্ট্যানেল। অত্যন্ত মাথা ঘামায় বালিস ভিজিয়া যাওয়া। মাংসপেশী, কোমল ও থল্‌থলে। রাত্রি ৩টার সময় শিশুর জাগিয়া উঠা।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) :—লক্ষণানু যায়িক প্রয়োগে ব্রাইওনিয়া দ্বারা কোন উপকার না হইলে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—মল জলবৎ বা সবুজ বা ডিম ফেণানের ন্যায় (like eggs beaten up) ; শিশু কেবল কোলে থাকিতে চাহে ; ইহা জ্বরভাবযুক্ত ও খিট্খিটে। পচা ডিমের ন্যায় মলের গন্ধ। অত্যন্ত তৃষ্ণা।

চায়না (China) :—বেদনা ও পরিপাকবিহীন এবং পচা গন্ধযুক্ত মল ; অধিক পরিমিত মল. একদিনান্তর তাহার বৃদ্ধি।

কলসিন্থ (Colocynth) : অল্প অল্প ও ঘন ঘন মল ত্যাগ ; মলত্যাগে অত্যন্ত বেদনা ও তজ্জন্য অঙ্গবিকৃতি ও শরীর-দোমড়ান।

ক্রোটন (Croton) :— দুগ্ধপান মাত্রই শূলবেদনা ও বমন। হঠাৎ ও জোরে মলনিঃসরণ।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—বায়ুমণ্ডলের শীতলতার পরিবর্ত্তন মাত্রেই উদরাময়ের উদ্রেক ; ঠাণ্ডা লাগিলে বা শীতল ও আদ্র স্থানে থাকিলেও ঐরূপ হওয়া।

ইলেটিরিয়ম্ (Elaterium) :—জলপাইয়ের ন্যায় ঈষৎ সবুজ মল (Dull olive green)। পিত্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মার কাল কাল দলার নিঃসরণ। নিয়ত বিবমিষা ও বমন চেষ্টা।

ফিরম্ (Ferrum) :—ভক্ষিত পদার্থের সংজে বমন ও প্রায়ই মুখের আরক্ততাসহ পরিপাকবিহীন মল।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphitis) :—বারম্বার অল্প অল্প মলত্যাগ ; চর্ম্মে স্ফোট ও তথা হইতে গাঢ় রসক্ষরণ। মল অম্লগন্ধযুক্ত ও তাহার নিঃসরণে মলদ্বারের বহিঃস্থ স্থানে লোনূছা যাওয়া।

গমিগটি (Gumm-Gutt.) ঃ—শ্লেষ্মা বা রক্তমিশ্রিত, পাতলা হল্‌দে বা সবুজ জলবৎ, মল; অত্যন্ত বেগ থাকা হেতু অতি শীঘ্র ও এক কালে সমস্ত মলের নিঃসরণ হওয়া।

হেপার (Hepar) ঃ—দুর্গন্ধযুক্ত মল, শিশুর গায় অম্লগন্ধ।

ইপেকাকুযানা (Ipecacuanha) ঃ—অত্যন্ত বিবমিষা বা বমন; প্রায় নিয়ত বিবমিষা; ফেণাযুক্ত মল, বিশেষতঃ স্তন্য ছাড়াইবার সময়, যখন অন্য দুগ্ধ শিশুব তত সহ্য হয় না।

আইরিস্ (Iris) ঃ—পাটলবর্ণ (brown) ও দুর্গন্ধযুক্ত মলের সহিত কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা, বিবমিষা ও বমন; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) ঃ—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল; কষ্টহেতু শিশুর নিদ্রাভঙ্গ। মলে কিছু কিছু কাল রক্তও দেখা যায়।

লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা (Leptandria) ঃ—অধিক পরিমিত, কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত মলের স্রোতের ন্যায় বাহির হওয়া। দুগ্ধ সরের ন্যায গাঢ়, অধিক পরিমিত কাল মল।

ম্যাগ্‌নিসিয়া কার্ব্ব (Magnesia Carb) ঃ—মল দেখিতে পাঁকের ন্যায়—, মল সবুজ ও আমযুক্ত, বা জলবৎ ও অম্লগন্ধ বিশিষ্ট।

মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্ (Mercurius solubilis) ঃ—মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা, পরে অনেক উপশম। মল ফেণাযুক্ত, আমযুক্ত, রক্তিম, কাল সবুজ (dark green); মলত্যাগে অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া। শিশুর উরু ও পা শীতল ও আটা আটা ঘামযুক্ত, বিশেষতঃ রাত্রিতে। কখন কখন মলদ্বার বেড়িয়া ছাল ওঠা।

নক্স্‌ভমিকা (Nux Vomica) ঃ—পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্টবদ্ধ। অপরিপাচ্য আহারই উদরাময়ের কারণ; অল্প অল্প ঘন ঘন ও বেদনাযুক্ত মল; অত্যন্ত খিট্‌খিটে ভাব। রাত্রি ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি।

ওপিয়ম্‌ (Opium) ঃ—ভয় হেতু উদারাময়।

ফস্ফরিক আসিড (phosphoric Acid) ঃ—অধিক কাল-স্থায়ী উদরাময়েতেও শিশুর দুর্ব্বল না হওয়া; মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন যে এতকাল ধরিয়া পীড়া সত্ত্বেও শিশু এরূপ সবল রহিয়াছে।

পডফাইলম্‌ পেল্টেটম্‌ (Podophyllum Peltatum) ঃ—প্রাতে উদরাময়; মল সবুজ বা জলবৎ, অথবা অতি ঘন ঘন স্বাভাবিক মল। হালিস্‌ বাহির হওয়া ও উদরাময়।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla) ঃ—অতি পরিবর্ত্তনশীল মল; কোন দুই মল ও এক প্রকারের নহে; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।

রিয়ম্‌ (Rheum) ঃ—বেদনাযুক্ত ও অত্যন্ত অম্লগন্ধবিশিষ্ট মল। কোন প্রকার ধোয়ান বা পরিষ্কার করায় শিশুর শরীরের অম্লগন্ধ না যাওয়া।

রস্‌টক্‌স্‌ (Rhus Tox) ঃ—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বিশেষরূপ মন্দ ভাবাপন্নতা; সেই সময়ের পর অত্যন্ত অস্থিরতা।

সিপিয়া (Sepia) ঃ—মলদ্বার হইতে প্রায় নিয়ত মল চুঁইয়া পড়া।

সল্‌ফার (Sulphur) ঃ—সুকুমার ব্যক্তিদিগের সন্তানগণের। মলদ্বার বেড়িয়া অধিক আরক্ততা বা উরু ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ছাল উঠা। ছোট ছোট ফুস্কুড়ী (Pimples); অন্যান্য ঔষধে উপশম হইয়াও পীড়ার পুনরুদ্রেক হওয়া।

ভিরেট্রম্ (Veratrum Album) :—মলত্যাগ কালীন চর্ম্মে ও বিশেষতঃ কপালে, শীতল ঘর্ম্ম এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

রক্তামাশয়। DYSENTERY.

একোনাইট (Aconite) :—অত্যন্ত জ্বর; শুষ্ক উত্তাপ; অস্থিরতাযুক্ত কষ্ট; সমস্ত শরীরের প্রাদাহিক (inflammatory) বা ঔপদাহিক (irritable) ভাব। এরূপ অবস্থায় ইহা প্রায় অমোঘ ঔষধ বলিলেও হয়।

এলোজ (Aloes) :—জেলির ন্যায় মলের গাঢ়তা; খানিকটা পরিষ্কার জেলি, সবুজ বা শাদা। কখন কখন অধিক বেদনার সহিত অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া।

এলুমিনা (Alumina) :—প্রস্রাব করিতে হইলেও বাহ্যে করার ন্যায় কোঁৎ পাড়িতে হয়; এইরূপ করিলেই প্রস্রাব হয়।

এপিস্ (Apis) :—বেদনাবিহীন ও ঘন ঘন রক্তিম মল। তৃষ্ণাহীনতা; অস্থিরতা; নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে। অত্যন্ত টাটানি বেদনার সহিত, রক্তিম মল, বা কাল ও রক্তিম শ্লেষ্মা।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—অত্যন্ত অবসন্নতার লক্ষণ; কোন প্রকার উদ্যমের (effort) পর, (যথা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কাঁথা বদলান ইত্যাদি,) শিশুর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়া। কাল, সবুজ শ্লেষ্মাপূর্ণ, ঘন ঘন, মল; অথবা পিত্তমিশ্রিত জলের ন্যায় দেখিতে, অত্যন্ত কাল, ও জলময় মল। মল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ-

যুক্ত, কখন কখন ক্ষতকারক (excoriating)। ঘন ঘন, কিন্তু অল্প অল্প, পান। অত্যন্ত অবসন্নতার সহিত অত্যন্ত অস্থিরতা, পাশ-ফেরা ও ছট্‌ফট্ করা। আহার ও পানে পীড়ার বৃদ্ধি। শীঘ্র শীঘ্র অধিক শীর্ণতা। প্রায়ই জলপান করিবামাত্রই বমন।

ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia) ঃ—ভয়ানক শূল বেদনার পর, রক্তিম শ্লেষ্মার নিঃসরণ ও তৎপরে উপশম। কখন কখন মল কাল পাটল, ও দেখিতে, তাহাতে মল পদার্থ আছে বোধ হয়।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—উদরের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, সামান্য ধাক্কাতেও (jar) বড় কষ্ট। মুখ চক্‌চকে, চক্ষু লাল; অত্যন্ত কোঁৎপাড়া বেদনা। নিদ্রিত বা জাগৃতাবস্থায় গোঙ্গান ও অঙ্গোৎক্ষেপ। মল, প্রথমতঃ উজ্জ্বল রক্তিম শ্লেষ্মাময়, পরে সবুজ শ্লেষ্মাময়। মলত্যাগ কালীন ও তৎপরে কোঁৎপাড়া শিশুর বারম্বার, কিন্তু অল্প অল্প পান করিতে চাওহা।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—শীতল জল পানে বা গ্রীষ্মাগমে পীড়ার উদ্রেক। মল, পাতলা ও রক্তিম; শুইতে ও স্থির থাকিতে চাওহা; উঠিয়া বসিলে বিবমিষা ও মোহ ভাব; তৃষ্ণা ও একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিবার ইচ্ছা। আহারের পরই ভক্ষিত পদার্থের বমন। মুখ শুষ্ক ও ঠোঁট ফাঁটা।

ক্যান্থারিস্ (Cantharis) ঃ—নিঃসৃত পদার্থ, কেবল মাত্র অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী চাঁচা (scrapings from the intestines) এবং তাহাও রক্ত চিহ্নিত। অল্প পরিমিত প্রস্রাব ও তাহাতে জ্বালা; অত্যন্ত বেদনার সহিত টোপে টোপে প্রস্রাব ত্যাগ। কখন কখন মূত্রনাশ ও তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) ঃ—কঠিন

রোগীতে; নিশ্বাস শীতল; মস্তকে উত্তাপ; হাওয়া খাইবার ইচ্ছা; দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; নীলিমার (Venous condition ;) ক্রমশঃ প্রবলতা।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—এক গাল লাল, অন্য গাল মলিন; অত্যন্ত খিট্‌খিটে; তৃষ্ণাভাব; রক্তিম ও শ্লৈষ্মিক মল। সকল সময় কোলে থাকিতে চাওয়া। ঘাম বন্ধ হইয়া পীড়ার উদ্রেক, প্রায়ই প্রাতে পিত্তবমন।

চায়না (China) :—একদিনান্তর রোগের বৃদ্ধি; পেট ফাঁপা, বিশেষতঃ অপরাহ্নে। মল কাল ও পচার ন্যায় ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত অবসন্নতা, বিশেষতঃ মল ত্যাগের পর।

কল্‌চিকম্ (Colchicum) :—বর্ষাকালীন রক্তামাশয়; কেবল মাত্র স্বচ্ছ শ্লেষ্মাময়, বা জলের ন্যায়, বা রক্তিম শ্লেষ্মাময়, মল নিঃসরণ; কথন কথন মল ত্যাগের পর সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে অধিককাল স্থায়ী ভয়ানক যন্ত্রনা হেতু শিশুর চীৎকার করা।

কলসিন্থ (Colocynth) :—অত্যন্ত খামচিয়া ধরা বেদনা হেতু, শিশু, প্রতিবার মলত্যাগ কালীন আপনার শরীর দোমড়ায়। কোঁৎপাড়া, যৎ সামান্য বা কিছুই নাই। মল, কেবল শ্লেষ্মাময় বা রক্তিম শ্লেষ্মাময়।

ডাল্কামারা (Dulcamara) :—ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া উদ্ভূত হইলে, অথবা ঋতুর শীতলতার বৃদ্ধি অনুসারে পীড়ার বৃদ্ধি।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) :—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন বা নিয়ত বিবমিষা; অম্ল দ্রব্য বা অপক্ক ফলাহারে পীড়ার উদ্রেক। খাদ্য মাত্রেরই প্রতি অরুচি; ময়লা জিহ্বা। আমযুক্ত, রক্তিম ও দুর্গন্ধযুক্ত মল, সন্ধ্যাকালে ইহার বৃদ্ধি। মলত্যাগ

কালীন বা তৎপরে বা উভয়কালে কোঁৎপাড়া। বর্ষাকালীন উদরাময়।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) ঃ—পচা মড়ার ন্যায় গন্ধযুক্ত কাল মল। উদর অত্যন্ত উষ্ণ; জিহ্বা লাল ও আগায় ফাটা, অথবা পাটলবর্ণ ও রক্তিম। যেন অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া, ও দেখিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্দাবস্থাপন্ন, এরূপ ভাবে শিশুর জাগরণ।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius Corrosivus) ঃ—অধিক কোঁৎ-পাড়িয়া, মলের সহিত অধিক পরিমাণে পরিষ্কার রক্তস্রাব।

মার্কুরিয়স্ সলুবিলিস্ (Mercurius solubilis) ঃ—রক্ত-স্রাব হউক বা না হউক, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কোঁৎপাড়িয়া রক্তিম শ্লেষ্মানিঃসরণ। মলত্যাগের পরই কষ্টের অনেক উপশম। আর্দ্রজিহ্বা ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। উদরে শীতলতা-বোধ, এবং কখন কখন ঊরু ও পা বাহিয়া সেইরূপ ভাবের অবনমন। শীতল ঘর্ম্ম। বাহ্যে হইয়া গেলেও, শিশু, কখন কখন উঠিতে চাহে না, বোধ হয় যেন আর একটু বাহ্যে হইবে।

নক্স্‌ভমিকা (Nux Vomica) ঃ—রক্ত ও আমের সহিত কিছু পরিমাণে মলনিঃসরণ; ক্ষুধা না থাকা; শেষ রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। অল্প অল্প, ও ঘন ঘন মলত্যাগ। নিষ্ফল কোঁৎপাড়া।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) ঃ—মলদ্বার সর্ব্বদা খোলা এবং সবুজ ও রক্তিম সমুৎসর্গ (Evacuations)। কথা কহিতে পারিলে, শিশু, উদরে খালি ভাব বোধ হয়, বলে।

পডফাইলম (Podophyllum) ঃ—সবুজ ও রক্তিম আম

নিঃসরণ এবং এপাশ ওপাশ করিয়া মাথা নাড়া; পূর্ব্বাহ্ণে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—রক্তচিহ্নিত শ্লেষ্মা; সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে ইহার বৃদ্ধি; তৃষ্ণা না থাকা। মলের পরিবর্ত্তনশীলতা, কোন দুই প্রকার মল এক ভাবের নহে। শিশু অস্থির ও খোলা বাতাসে থাকিতে চাহে; গৃহের ভিতর তাহার দম বন্ধ হইয়া যাওয়া বোধ হয়।

রস্‌টক্স (Rhus Tox):—প্রতিবার মলত্যাগে বেদনা, রেখা-ক্রমে অঙ্গ বহিয়া নামে। বিকার-লক্ষণযুক্ত রোগী। মধ্যরাত্রির পর, শিশু, প্রায়ই মন্দ ভাবাপন্ন।

সল্‌ফার (Sulphur):—মলত্যাগ হেতু, মলদ্বার বেড়িয়া চর্ম্মের, লাল হওয়া। গণ্ডমালীয় ধাতুবিশিষ্ট শিশু; সমস্ত শরীরে অল্প বা অধিক পরিমিত স্ফোট। রোগের বারম্বার পাল্‌টিয়া পড়া; অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইয়া, দৃশ্যমান কোন কারণ না থাকিলেও, আবার খারাপ হইতেছে।

ভিরেট্রম্ আল্‌বম্ (Veratrum Album):—প্রতি মলত্যাগে অত্যন্ত অবসন্নতা ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

শৈশব-বিসূচিকা (Cholera Infantum.)

এথুজা (Æthusa):—শিশু হাত পা ছড়াইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। মণি বিস্তৃত ও দৃষ্টি স্থির। নাকে রেখা (Linea Nasalis)। মুখ কখন মলিন, কখন লাল; মুখাভ্যন্তর শুষ্ক বা আর্দ্র; শাদা ও সফেন পদার্থের বমন। অত্যন্ত অবসন্নতার

সহিত বমন ও রেচন। নাড়ী, কখন কখন, প্রায় অপ্রাপ্ত। খেঁচুনিকালীন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুঠোর মধ্যে ধরা ও চক্ষুমণির অধোলক্ষ্য। অপরিমিত দুগ্ধ বমন, খাইবামাত্র দুগ্ধ বমন; কোন প্রকার দুগ্ধ সহ্য না হওয়া, খাইবামাত্রই তাহার বমন। নিয়ত তৃষ্ণা ও অত্যন্ত অবসন্নতা। জমাট হইয়া দুগ্ধের বমন হওয়া।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum):—জিহ্বা শাদা; বিবমিষা, কাঠবমি, ও কাশি; বমন ও জলবৎ উদরাময়; তৃষ্ণাবিহীনতা। শিশু খিট্‌খিটে; ইহার প্রতি তাকাইলে বা ইহাকে স্পর্শ করিলে ইহা মুখ ফেরায় ও কাঁদে।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল; সামান্য উদ্যমে, যথা বমন ইত্যাদিতে, ইহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং পান করিবামাত্রই বমন। সর্ব্বদা জলপানের ইচ্ছা থাকিলে একবারে কেবল এক ঢোক মাত্র জল পান করে। এককালীন বমন ও রেচন। শাখাঙ্গের শীতলতা। মুখ মলিন ও মৃতবৎ বর্ণবিশিষ্ট; চর্ম্ম শুষ্ক ও কোঁকড়ান। শিশু, অস্থির এবং সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করে। মধ্যরাত্রির পর সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।

বেলাডনা (Belladonna):—মস্তকে অত্যন্ত উত্তাপ এবং মুখ ও ঠোঁট শুষ্ক; জিহ্বা শাদা, কিন্তু তাহার ধার লাল। শিশু নিদ্রাবস্থায় চম্‌কিয়া উঠে, প্রলাপ বকে; অথবা অত্যন্ত নিদ্রাভাবাপন্ন হইয়াও, তাহার নিদ্রা হয় না। নিদ্রাবস্থায় মাংসপেশীর হঠাৎ উৎক্ষেপ।

বেন্‌জয়িক আসিড (Benzoic Acid):—অধিক পরিমিত,

দুর্ব্বলকারক, দুর্গন্ধযুক্ত, ও শাদা জলময় মল। মলত্যাগের সময় বেগ দেওয়া ও কোঁৎপাড়া। প্রস্রাবে কড়া গন্ধ এবং উহা প্রায়ই কালাচে। কষ্টদায়ক, শুষ্ক, থক্‌থকানি কাসি। জিহ্বা শাদা শ্লেষ্মাবৃত বা ক্ষতযুক্ত।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—গ্রীষ্মাগমে পীড়ার উদ্ভূতি হইলে। ভক্ষণ মাত্রেই বমন করা। উদরাময়ে ডেলাডেলা মল; শূলবেদনার সহিত অত্যন্ত তৃষ্ণা ও এককালে অধিক জলপানের ইচ্ছা; ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) ঃ—শ্লেষ্মাপ্রধান-ধাতুযুক্ত শিশুতে, দাঁত উঠিবার কালীন। উদরের স্ফীতি ও কাঠিন্য; মাংসপেশী থল্‌থলে; চর্ম্ম শুষ্ক ও কোঁকড়ান; চুল শুষ্ক, ও দেখিতে কোষ্টার ন্যায়। নিদ্রাবস্থায় কপালে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। মল শাদা, জলবৎ ও পরিপাকবিহীন।

ক্যাম্ফর (Camphor) ঃ—চর্ম্ম, মার্ব্বেলের ন্যায় হিম, তথাপি গায় কাপড় সহে না; অত্যন্ত অবসন্নতা ও উদরাময়। কথন কথন রাত্রিতে, এইরূপ শীতলভাবের (Cold spells) উদ্রেক দেখা যায়, কিন্তু প্রাতে তাহা থাকে না। কথন কথন বমন ও রেচন কিছুই না থাকিয়া কেবলমাত্র শীতলতা ও অত্যন্ত অব-সন্নতা দৃষ্ট হয়।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) ঃ—ব্রাইও-নিয়ার ন্যায় কার্য্য; ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ সত্ত্বে তদ্দ্বারা রোগের উপকার না হইলে ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। অসাড়ে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ; মলের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত বা গন্ধবিহীন বায়ু-নিঃসরণ। বাতাস খাইতে ইচ্ছা।

চায়না (China) ঃ—পেটফাঁপা ও উদরাময়; মলের সহিত ভক্ষিত পদার্থের নিঃসরণ; মল, দুর্গন্ধযুক্ত, ও আহারের পরই তাহার নিঃসরণ। ফল আহার, পীড়ার উৎপত্তি-কারণ হইতে পারে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ঘর্ম্ম হওয়ার চেষ্টা; অথবা মলত্যাগের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

ক্রোটন টিগ্লিয়ম্ (Croton Tiglium) ঃ—হঠাৎ মলনিঃসরণ; একবারে ইহার শেষ। ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা। মলত্যাগের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

ডল্কামারা (Dulcamara) ঃ—ঋতুর শীতলতায় পরিবর্ত্তনে বা কোন রাত্রি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে পীড়ার প্রাথমিক বা পুনরুদ্রেক।

গ্র্যাটিওলা (Gratiola) ঃ—হরিদ্রাবর্ণ পদার্থের, সজোর বমন ও রেচন এবং অত্যন্ত পেটফাঁপা।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) ঃ—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন, বা নিয়ত বিবমিষা; এই সকল লক্ষণই বিশেষ প্রবল। মল জলবৎ, সবুজ বা ফেনাযুক্ত।

লরসিরেসস্ (Laurocerasus) ঃ—নাড়ী ধীর, অনিয়মিত বা অপ্রাপ্য। খালি কুঁপোয় জল ঢালিলে যেরূপ শব্দ হয়, জলপানে গলা বহিয়া সেইরূপ ঘড়্ঘড়্ শব্দ।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis) ঃ—শূলবেদনা, কোঁৎপাড়া, এবং আমযুক্ত ও রক্তিম মলত্যাগ; মলত্যাগের পরক্ষণেই বেদনার উপশম। অত্যন্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ উরুতে; উরু, শীতল ও আঠাআঠাঘামযুক্ত; প্রথম রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি ও শিশুর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া।

নক্স্ভমিকা (Nux Vomica) :—আহারের ব্যতিক্রমে অপরিপাক উৎপন্ন হওয়া স্থলে ; ইপেকাকুয়ানা ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—পীত পদার্থ, উদরে গিয়া উষ্ণ হইলেই বমিত হয়। মল জলবৎ ও তাহাতে চর্ব্বির ন্যায় দেখিতে ডেলাডেলা পদার্থ বিদ্যমান।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid) :—অত্যন্ত অবসন্নতা ; চক্ষু বসা ও তাহার ধার নীল ; প্রায়ই বেদনা-বিহীন মল।

পডফাইলম্ (Podophyllum) :—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, প্রাতে অত্যন্ত ঘন ঘন। মলের সহিত হালিস বাহির হওয়া। *নিদ্রাবস্থায় চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত, গোঁঙ্গান এবং এপাশ ওপাশে* মাথা নড়ান। গলরোধ বা নিস্ফল বমনচেষ্টা।

সিকেলি কর্ন্নুটম্ (Secale Cornutum) :—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বমন ও উদরাময় ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ; মুখ মলিন, চক্ষু বসা, শুষ্ক উত্তাপ, নাড়ী দ্রুত, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা। অসাড়ে মল-ত্যাগ। উষ্ণ হইতে বা বস্ত্রাবৃত হইতে না চাওয়া।

সল্ফার (Sulphur) :—রোগীর বারম্বার পাল্টাইয়া পড়া, বা পীড়ার অধিককাল স্থায়ী হওয়া; ইহার সহিত মলদ্বার বেড়িয়া স্থানে, ছালউঠা ও লাল হওয়া ; চর্ম্মস্ফোট ; মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বল-ভাব বোধ ; নিদ্রিত হইয়াও বারম্বার জাগরণ। শেষ রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি।

ভিরেট্রম্ আল্বম্ (Veratrum Album) :—সামান্য নড়াচড়ায় বিবমিষার বৃদ্ধি। বমন হেতু কপালে শীতল ঘর্ম্ম ও অবসন্নতা।

নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না। সামান্য জলপানে বমনের উদ্রেক ও তৎপরে কপালে শীতল ঘর্ম্ম। অবসন্নতা, শীতল ঘর্ম্ম ও শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস। মল, সবুজ জলের সহিত ছেক্‌ড়া। শীতল জলের আকাঙ্ক্ষা। (ইলেটি, গমি গটি, ও লেপ্‌ট্যা; উদরাময় দেখ)।

বমন (Vomiting.)

(ক) রক্তবমন :—ইহা স্তনের বোঁটার রক্ত চুষিত হইয়া হইয়াছে কিনা দেখ।

আর্ণিকা (Arnica):—যদি শিশু আঘাত পাইয়া থাকে।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—রক্তবমনের সহ নিয়ত বিবমিষা।

নক্স্‌ভমিকা (Nux Vomica):—কোষ্ঠবদ্ধ। উজ্জ্বল লাল রক্তের সজোরে বমন।

(ক) দুগ্ধবমন :—এথুজা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, সিনা, আইওডিয়ম্, ইপেকাকুয়ানা, লাইকোপোডিয়ম্ নক্‌স্‌-ভমিকা, সিলিকা, সল্‌ফার।

(খ) ভক্ষিত পদার্থের বমন :—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যামমিল্লা, চায়না, ইপেকুয়ানা, আইরিস, লাইকোপোডিয়ম্, নক্স্‌ভমিকা, ফস্ফোরস্, পল্‌সেটিল্লা, সল্‌ফার, সিলিকা।

(গ) পৈত্তিক বমন :—

আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যামমিল্লা, চায়না, ইপেকাকুয়ানা, মার্কুরিয়স্, নক্স্‌ভমিকা, পল্‌সেটিল্লা, সিপিয়া, ভিরেট্রম্।

(ঘ) মল পদার্থ বমন ঃ—

বেলাডনা, নক্স্‌ভমিকা, ওপিয়ম্, প্লম্বম্।

সর্দ্দি (Coryza.)

একোনাইট (Aconite) ঃ—জ্বরভাব। উপযুক্ত সময়ে ব্যবহারে ইহা এক কালে রোগ দূরীভূত করিবে।

এলিয়ম্ সিপা (Allium Cepa) ঃ—নাসিকা হইতে অজস্র, ক্ষতকারক, ও জলবৎ স্রাব হেতু ঠোঁটে লোম্‌ছা যাওয়া। চক্ষু হইতে ঐরূপ স্রাব।

এমোনিয়ম্ কার্ব্ব (Ammonium Carb) ঃ—শুষ্ক সর্দ্দি, কিন্তু নাসিকা বন্ধ, বিশেষতঃ রাত্রিতে; চক্ষু হইতে জলস্রাব।

এরম্ ট্রাইফাইলম্ (Arum Triphyllum) ঃ—অপর্য্যাপ্ত তরল সর্দ্দি স্রাব; স্রুত তরল ক্ষতকারক ও জ্বালাকারক হেতু নাসিকা ও ঠোঁটের টাটানি; জ্বরভাব, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম। শিশু কেবল আপনার শরীর খুঁটিয়া খুঁটিয়া ঘা করে।

ক্যল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) ঃ—ক্যামমিল্লার লক্ষণ সত্ত্বে, তদ্দ্বারা যদি কোন উপকার না হয়।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) ঃ—সন্ধ্যার সময় সর্দ্দি।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) ঃ—জলবৎ ও শ্লৈষ্মিক স্রাব।

কোলে করিয়া বেড়াইলে শিশু স্থির থাকে। এক গাল লাল, অন্য গাল মলিন।

ডল্কামারা (Dulcamara):—ঋতুর প্রত্যেক শীতলতায় পরিবর্ত্তনে, বা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইলে, পীড়ার বৃদ্ধি। শুষ্ক কাসি।

ইউফ্রেসিয়া (Euphrasia):—অপর্য্যাপ্ত তরল সর্দ্দি ও চক্ষু হইতে উগ্র (Acrid) জলস্রাব; চক্ষু অধিক আক্রান্ত; অক্ষি-পুটের ধার ক্ষত।

কেলি বাইক্রমিকম্ (Kali bichromicum):—নাসিকার স্রাব, সূত্রবৎ ও টানিলে সহজে ছিন্ন হয় না; কখন কখন বোধ হয় যেন, স্রাব, গলা পর্য্যন্ত প্রবেশ করে ও গলা রোধ করে।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius):—নাসিকা লাল, তথায় ছাল-ওঠা ও ক্ষত। ঘন ঘন হাঁচি ও অপর্য্যাপ্ত তরল সর্দ্দিস্রাব।

নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica):—রাত্রিতে সর্দ্দির বৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রত্যূষে, অথবা প্রাতে। রাত্রিতে নাসিকা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—সন্ধ্যায় সর্দ্দির বৃদ্ধি ও প্রাতে তাহার হ্রাস। স্রাব ঈষৎ হল্‌দে, সবুজ, গাঢ়, ও কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত; সন্ধ্যায় ইহার বৃদ্ধি।

স্যাম্বুকস্ (Sambucus):—নাসিকা সম্পূর্ণ শুষ্ক ও রুদ্ধ। শিশু প্রতিনিয়ত নাক ফোঁস ফোঁস করিলে (Snuffles) ইহার ব্যবহার।

ষ্টিক্‌টা (Sticta Pulmonaria):—নাসিকা ঝাড়িবার জন্য নিয়ত শুড়্‌শুড়ানি, কিন্তু ঝাড়িলে, কিছুই বাহির না হওয়া।

সল্‌ফার (Sulphur):—জলের ন্যায় পরিষ্কার ও তরল সর্দ্দির অপর্য্যাপ্ত স্রাব।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic):—নাসিকারোধ ও সেই সময়ে বায়ুনলে অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ানি।

বায়ুনলপ্রদাহ (Bronchitis.)

একনাইট (Aconite):—অত্যন্ত জ্বর; উষ্ণ চর্ম্ম; অত্যন্ত কষ্ট ও অস্থিরতা। এই সকল বর্ত্তমানে রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার ব্যবহারে পীড়া এককালে দূরীভূত হয়।

আর্নিকা (Arnica):—কাসিতে যেন ভয় হয়, এই বোধে শিশু প্রতিবার কাসিবার পূর্ব্বে ও তৎকালে কাঁদে।

আর্সেনিকম্ (আর্সেনিকম্):—অত্যন্ত অবসন্নতা; মধ্য রাত্রির পর অস্থিরতা; বারম্বার ও অল্প অল্প পান; মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম।

বেলাডনা (Belladonna):—কুর্‌কুর্ শব্দ ও বড় বড় শ্লৈষ্মিক শব্দ, স্বরভঙ্গ কাসি; অত্যন্ত গোঙ্গানি; প্রতিবার শ্বাসক্রিয়ায় গোঙ্গানি, চম্‌কান ও মাংসপেশীর উৎক্ষেপ (Jerking).

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—চাপা বোধযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; ওষ্ঠ, শুষ্ক ও ফাটা; পানের পর কাসির বৃদ্ধি; কোষ্ঠবদ্ধ,-শুষ্ক, কাল. ও দেখিতে পোড়ার ন্যায়, মল। শিশু যেন বিশ্রাম চাহে; প্রতিবার নড়াচড়ায়, যেন ইহার কষ্টের বৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):—বক্ষে অধিক

শ্লেষ্মার সঞ্চয়। শ্লেষ্মাপ্রধানধাতুযুক্ত শিশু; ফণ্ট্যানেল বৃহৎ ও অরুদ্ধ; অত্যন্ত মাথা ঘামা হেতু বালিস ভেজা।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) ঃ—শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে; একগাল লাল, অন্য গাল মলিন; কোলে লইয়া বেড়াইলে শিশু ঠাণ্ডা থাকে।

সিনা (Cina) ঃ—নাক খোঁটা, প্রভৃতি, কৃমির লক্ষণ বর্ত্তমান; কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া; সর্ব্বদাই ক্ষুধাযুক্ত।

ড্রসেরা (Drosera) ঃ—স্বরভঙ্গ কাসি; রাত্রি দুইপ্রহরের পর কাসি ও জ্বরের বৃদ্ধি।

ডল্কামারা (Dulcamara) ঃ—আর্দ্র ও শীতল বায়ু লাগিয়া পীড়ার উদ্রেক।

হেপার (Hepar Sulph) ঃ—কাসি, ঘুংড়ীকাসির ন্যায়; সরল ও গলরোধক শ্লেষ্মা। কাসিতে কাসিতে দম বন্ধ হওয়া।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) ঃ—অত্যন্ত বিবমিষা ও শ্লেষ্মা বমন; বায়ুনলে অত্যন্ত শ্লেষ্মাসঞ্চয় হেতু কাসিতে কাসিতে গলরোধ হওয়া; মুখ নীল হওয়া।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) ঃ—বুক চাপা বোধ; নাসিকার বাহ্য ছিদ্রের পর্য্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হওয়া।

নক্স্ ভমিকা (Nux-Vomica) ঃ—রাত্রি ৪টার পর পীড়ার বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ; অগ্নিমান্দ্য; শুষ্ক কাসির সহিত বুক চাপা বোধ; অল্প একটু শ্লেষ্মা তুলিলে কাসির উপশম।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) ঃ—অধিকক্ষণ স্থায়ী ও কষ্টদায়ক কাসি; যতঃক্ষণ পারে, শিশু ততঃক্ষণ কাসি নিবারণের

চেষ্টা করে। সন্ধ্যায় পীড়ার বৃদ্ধি এবং তদ্ভাবে সমস্ত রাত্রি থাকা। অত্যন্ত জ্বর; নাড়ী, দ্রুত।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla) :—সরল কাসি; জ্বরের সহিত তৃষ্ণা, যৎসামান্য বা কিছুই নহে। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি এবং পার্শ্বে শুইলে শ্বাস কষ্টের আধিক্য।

সিলিকা (Silica) :—মোটাপেট; মস্তকে ঘর্ম্ম; গণ্ডমালীয়-ধাতুবিশিষ্টতা।

সল্‌ফার (Sulphur) :—চর্ম্মেতে স্ফোট; চর্ম্ম ক্ষত হওয়ার প্রবণতা; বক্ষে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ানি; নিদ্রা যাইয়াও ঘন ঘন জাগরণ।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) :—অত্যন্ত তৃষ্ণা; অল্প অল্প কিন্তু বারম্বার জলপান করিতে চাওয়া। কাসিলে বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ানি শুনিতে পাওয়া যায়; অধিক শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন (expectoration) হইবে বোধ হয় কিন্তু কিছুই হয় না।

ভিরেট্রম ভিরিডি (Veratum Viride) :—উষ্ণ হইতে শীতল বায়ুতে যাইলে, কাসির বৃদ্ধি।

ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ। (Pneumonia.)

একনাইট (Aconite) :—জ্বর, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও বক্ষে চাপ বোধ। কষ্ট এত অধিক যে শিশু কাসিতে পারে না। শ্বাস-ক্রিয়া, ক্ষণস্থায়ী ও ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দযুক্ত; নিয়ত কাসি; প্রায় নিয়ত কাসির সহিত উদ্বেগজ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি ও অত্যন্ত অসুখ।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—মুখ ও চক্ষু লাল। প্রতিবার শ্বাসক্রিয়ায় শিশু গোঙ্গায় ; গা এত গরম, যে, গায় হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় বোধ হয়। মাংসপেশীর কম্পন ও উৎক্ষেপ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—নড়া চড়া সহ্য করিতে না পারা, তাহাতে শিশুর কষ্টের বৃদ্ধি। ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা ; মুখ শুষ্ক ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মল, যেন পোড়া এইরূপ কঠিন ও শুষ্ক, এবং প্রায়ই কাল। পানে কাসির বৃদ্ধিস্বত্বেও, শিশু অধিক পরিমাণে জল পান করিতে চাহে।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) ঃ—নাসিকার বহিশ্ছিদ্রের পর্য্যায়ক্রমে আকুঞ্চন ও বিস্তৃতি।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) ঃ—অত্যন্ত জ্বর ; তৃষ্ণা ; মুখ হইতে লালাক্ষরণ ; অত্যন্ত ঘর্ম্ম, অথচ তাহাতে কষ্টের কোন উপশম না হওয়া ; অধিক কাসি ও তৎসহ কষ্ট।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) ঃ—দীর্ঘ ও শীর্ণ শিশুদিগের ; সজোর শুষ্ক, বা সরল কাসি ; খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসক্রিয়া (Panting respiration) ; সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ।

সল্ফর (Sulphur) ঃ—গায় ফুস্কুড়ী ; চর্ম্মের খরস্পর্শতাও ছাল ওঠা বোধ এবং সল্ফরের অন্যান্য লক্ষণের বিদ্যমানতা।

ক্যাল্কেরিয়া (Calcarea) ও (Hepar) ঃ—সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। ক্যাল্কেরিয়া মোটা শিশুদের পক্ষে।

ঘুংড়ীকাসি (Croup)।

একোনাইট (Aconite) ঃ—সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার্য্য। অত্যন্ত জ্বর, চর্ম্মের শুষ্কতা, অস্থিরতা, ও কষ্ট। শ্বাসত্যাগের সময়, শ্বাস-

গ্রহণে নহে, কাসি ও উচ্চ শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া। কর্কশ ও থক্‌থকানি কাসিতে, শ্বাসত্যাগের, শেষ হওয়া।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—অত্যন্ত অবসন্নতা, সামান্য উদ্যমে রোগীর নির্জীব হইয়া পড়া; শিশুর শরীর শীতল, সে গায় কাপড় দিয়া থাকিতে চাহে। কাসি অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক ও মধ্য রাত্রির পর বৃদ্ধিযুক্ত; পানের পর কাসির বৃদ্ধি, কাসির সহিত কথন কথন সফেন শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। আমবাত হওয়ার পূর্ব্বে বা পরে ঘুংড়ীকাসি।

বেলাডনা (Belladonna) :—স্বরভঙ্গ কাসি হেতু মুখ চক্‌চকে ও চক্ষু লাল হওয়া। এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমানে ইহা বিশেষ উপকারক।

ব্রোমিন (Bromine) :—স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ; শ্বাস রোধক কাসি; অনেক চেষ্টায় ভগ্ন, শিষ দেওয়ার ও ঘুংড়ীকাসির (whistling and croupy) ন্যায় শব্দ হওয়া; ঘড়্ ঘড়্ করা; সাঁই সাঁই করা ও হাঁ করিয়া শ্বাস গ্রহণ; বাধাযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; মুখে উত্তাপ; স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলে (Trachea) নূতন পর্দ্দার উদ্ভূতি; কাসিবার সময় স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ানি। শেষ লক্ষণ বর্ত্তমানে অতি কঠিন রোগেতেও ব্রোমিন দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। ১।২ ঘণ্টা অন্তর, ব্যবস্থব্য, ও আবশ্যক মতে, ইহার ব্যবহার অনেকক্ষণ চলিতে পারে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—কোলে করিয়া ঘরের ভিতর বেড়াইতে হইবে; কেবল মাত্র এই লক্ষণ দেখিয়া আমি এক কঠিন রোগীকে আরাম করিয়াছিলাম।

হেপার (Hepar) :—শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধিযুক্ত, ঘড়্‌ঘড়ানি-

শব্দযুক্ত ও শ্বাসরোধক কাসি। শেষ রাত্রিতে বা প্রত্যূষে ঘুংড়ী কাসির উদ্রেক বা বৃদ্ধি। কাসিতে কাসিতে শিশুর দম আটকিয়া যায়। প্রতিবার কাসিতে দম আটকায়।

আইওডিন (Iodine):—বক্ষে ও স্বরযন্ত্রে বেদনা। সাঁই সাঁই ও করাত চেবার ন্যায় শব্দবিশিষ্ট শ্বাসক্রিয়াযুক্ত, পর্দ্দা-যুক্ত, ঘুংড়ীকাসি। অল্প বয়স হেতু আপনার কষ্ট ব্যক্ত করিতে না পারিলে, শিশু হাত দিয়া বেদনাযুক্ত স্থান চাপিয়া ধরে। শরীর মলিন। মাংসল শিশুদিগের মুখের শীতলতা। স্বর, গভীর, ভগ্ন ও কর্কশ। অধিক শ্লেষ্মা তোলা।

কেলি বাইক্রমিকম্ (Kali Bichromicum):—ঘুংড়ী-কাসিতে, তুশ্ছিন্নও টানিলে স্থতার ন্যায় লম্বা হয় এইরূপ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। পর্দ্দাযুক্ত ঘুংড়ীকাসি। আস্তে আস্তে পীড়ার উদ্রেক। শ্বাসগ্রহণে ধাতবনলের ভিতর দিয়া বায়ু যাইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হওয়া। সূত্রবৎ শ্লেষ্মা।

ল্যাকোসিস্ (Lachesis):—নিদ্রাবস্থায় পীড়ার এত বৃদ্ধি, বোধ হয় যেন শিশু মরিতেছে। যতঃক্ষণ জাগিয়া থাকে, শিশু ততঃক্ষণ বেশ থাকে, ঘুমাইবামাত্র, ঘুংড়ীর উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; তখন দমবন্ধ হইবার উপক্রম হওয়াতে, শিশু, জাগিয়া উঠে, হাঁফায় ও সময়ে সময়ে তাহার খেঁচুনি হয়। অতি কঠিন রোগীও ইহার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—স্বরভগ্নতা, পীড়ার আরোগ্যের অবশিষ্ট; পাল্টাইয়া পড়িবার প্রবণতা। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি।

স্পঞ্জিয়া (Spongia):—সূক্ষ্ম শব্দযুক্ত (Sibilant) শুষ্ক কাসি; অথবা প্রতিবার কাসিবার সময় করাত চালানের

ন্যায় শব্দ। শুষ্ক ও স্বরভঙ্গ কাসিহেতু গলায় বেদনা, কিন্তু কাসিতে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ানি নাই।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) ঃ—শব্দ শুনিয়া বোধ হয় যেন শাখা বায়ুনলের ভিতর অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চিত আছে, কিন্তু কিছুই উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না। দৃশ্যমান শ্বাসরোধের আশঙ্কা।

হুপাখ্যকাসি (Whooping Cough.)

একোনাইট (Aconite) ঃ—সর্ব্বদা জ্বরভাব; প্রতিবার কাসিবার সময় যেন টুঁটিতে বেদনা, এইভাবে শিশু গলা চাপিয়া ধরে।

আর্ণিকা (Arnica) ঃ—প্রত্যেকবার কাসির পূর্ব্বে ক্রন্দন। শিশু কাসিবার সময়ও কাঁদে। রক্তিম নিষ্ঠীবন।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) ঃ—অত্যন্ত অবসন্নতা; চর্ম্মের শীতলতা ও মলিনতা। সফেন শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবনসহ প্রায়ই শ্বাস-রোধ ঘোধ। পানে কাসির উদ্রেক।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—কাসিলেই মুখ লাল হওয়া; কাসিলে মুখের রক্তাধিক্য হেতু চক্ষু লাল হওয়া।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—আহার বা পানের পর কাসির বৃদ্ধি ও তৎসহ ভক্ষিত পদার্থের বমন। যৎসামান্য নড়াচড়ায় কাসির উদ্রেক। ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা; তৃষ্ণা ও অধিক জলপান।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) ঃ—প্রতিবার কাসির পর অবসন্নতা, চর্ম্মের নীলিমা (blueness), মস্তকের ও মুখের উত্তাপ। জোরে বাতাস করিলে এই সকলের উপশম।

কষ্টিকম্ (Causticum):—অনেক কাল ধরিয়া একটু শুষ্ক কাসি থাকে; শিশু উত্তমরূপে আরাম হয় না। দুর্ব্বল ও সুকুমার শিশুদিগের বিশেষ উপযোগী।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla):—শুষ্ক কাসি; শিশু খিট্‌খিটে ও কোলে করিয়া বেড়াইলে ঠাণ্ডা থাকে; এক গাল লাল।

চেলিডোনিয়ম্ (Chelidonium):—অনেককাল ধরিয়া অত্যন্ত সরল ও ঘড়্‌ঘড়ানিযুক্ত একটু কাসি থাকে, তাহা আর ভাল হয় না।

সিনা (Cina):—নাক খোঁটা; অথবা প্রত্যেকবার কাসিবার সময় শরীর শক্ত হওয়া; অযাপ্য ক্ষুধা।

কোকস্ (Coccus cacti):—প্রতিবার কাসিবার পর অধিক পরিমিত টানা টানা শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন।

কোনায়ম্ (Conium):—দমে দমে সজোরে কাসি, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

কোরালিয়ম্ রুব্রম্ (Corallium Rubrum):—কোন কোন প্রকার সজোর আক্ষেপিক কাসিতে। সমস্ত দিন প্রায় প্রতি মিনিটে শুষ্ক ও কুকুরের ডাকের ন্যায় শব্দ বিশিষ্ট কাসি; সন্ধ্যার সময় এক দমে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাসি হয়।

কুপ্রম্ (cuprum):—প্রতিবার কাসিতে, শিশু, ক্যাটালেপ্সির (catalepsy) ন্যায় অবস্থাপন্ন; শিশু দেখিতে প্রকৃত মৃতবৎ বোধ হয়। কাসির উদ্রেকের পূর্ব্বে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ানি। অনেকক্ষণ ধরিয়া দমে দমে কাসি। কাসি থামিলেই শিশু ঠাণ্ডা

জল খাইতে চায়, বোধ হয় যেন তাহাতে, শিশুর কষ্টের কিছু উপশম হয়।

ড্রসেরা (Drosera):—অত্যন্ত জ্বর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শিশুর পীড়ার বৃদ্ধি; দমে দমে এরূপ সজোরে কাসি যেন শিশুর শ্বাস রোধ হইবে; কখন কখন নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব।

ডাল্কামারা (Dulcamara):—বায়ুমণ্ডলের উষ্ণ হইতে শীতলতায় পরিবর্ত্তনে বা শীতল ও আর্দ্র বায়ু লাগিযা, পীড়ার বৃদ্ধি।

ফিরম্ (Ferrum):—প্রতিবার কাসির পর ভক্ষিত পদার্থের বমন; ব্রাইওনিয়ার ন্যায় তত অধিক বমন নহে এবং তৃষ্ণা ও মুখের শুষ্কতাও থাকে না, কিন্তু অধিক মলিনতা ও দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান।

হেপার্ (Hepar):—কাসির সহিত, হুপাখ্যকাসির, আলাহিদা উপসর্গ; শেষ রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি; কাসির শব্দ ঘৃংড়ীকাসির, ন্যায়, এবং বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে, রোগীর শ্বাস রুদ্ধ হইবে।

হাইয়োসিয়ামস (Hyoscyamus):—শুইলে কাসির বৃদ্ধি ও উঠিয়া বসিলে তাহার উপশম।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ হইয়া মুখ নীল হওয়া। বুকের ভিতর অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয় কাসির উদ্রেকের সহ বিবমিষা ও বমন।

কেলি বাইক্রমিকম্ (Kali bichromicum):—শ্বাসরোধক কাসির সহিত ও দুশ্ছিন্ন ও সুতার ন্যায় লম্বা হয় এইরূপ শ্লেষ্মার

উৎক্ষেপ ; শ্লেষ্মা, গলা মুখ ও ঠোঁটে লাগিয়া থাকে এবং ঠোঁট হইতে সুতার ন্যায় ঝোলে।

কেলি কার্ব্ব (Kalicarb):—পাতলা কেশ বিশিষ্ঠ শিশুদিগের চক্ষুর উপর থলিয়ার ন্যায় স্ফীতি।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis):—কাসিতে কাসিতে জাগরণ; দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা।

মিফাইটীস্ (Mophitis):—কোন কোন প্রকার আক্ষেপিক কাসিতে ইহা এক প্রকার অমোঘ ঔষধ।

মার্কুরিয়াস্ (Mercurius) :—রাত্রিতে অত্যন্ত ঘামা; প্রতিবার কাসিতে কাসিতে নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়া। রাত্রিতে হয়ুক, যখনই কাসি হয়, তখনই এক দমে দুইবার কাসি হওয়া।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত কঠিন ও শুষ্ক কাসি; রাত্রি ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি। মুখ নীল হওয়া ও নাক মুখ দিয়া রক্তপড়া।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—অত্যন্ত স্বরভগ্নতা; কাসিহেতু প্রায় স্বর লোপ। সন্ধ্যার পীড়ার বৃদ্ধি।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—শ্লেষ্মাবমনসহ, অত্যন্ত সরল কাসি; উদরাময়; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।

সিপিয়া (Sepia) :—প্রাতে কাসির বৃদ্ধি; তৎকালে উহা সরল, এবং বমনচেষ্টা বা বমনে উহার পরিণতি।

সিলিকা (Silica):—ক্রিমিধাতুস্থ ব্যক্তিতে সিনাদ্বারা কোন উপকার না হইলে।

সল্‌ফার (Sulphur) :—দৃশ্যমান কারণ বিনা, বা গণ্ডমালীয় ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া, রোগের বার বার পাল্টাইয়া

পড়া। শুষ্ক, বসিয়া যাওয়া ও গলারোধক, অথচ স্পষ্ট শব্দিত নহে, এরূপ একপ্রকার কাসিতে ইহার ব্যবহার প্রায় অব্যর্থ।

স্কুইল (Squill):—কাসিতে কাসিতে হাঁছা, এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে জল ঝরা; কাসিবার কালীন হাত দিয়া নিয়ত চক্ষু, নাক ও মুখ রগড়ান। "শীতল জলপানে কাসির উদ্রেক" (ডাং সাণজার)

ভিরেট্রম্ (Veratrum):—কাসি থামিলেই, শিশু অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তৎকালে তাহার কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

গ্লটিসের আক্ষেপ।

(Spasm of the Glottis; Laryngismus Stridulus)

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অস্থিরতা।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখ ও চক্ষু অত্যন্ত লাল; মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ।

জেল্‌সিমিয়ম্ (Gelsemium):—হটাৎ অত্যন্ত শ্বাসকষ্টের উদ্রেক; ইহার সহিত কাকডাকার ন্যায় শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম ও মুখের কালাচে ও চক্‌চকে ভাব।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—অত্যন্ত বিবমিষা বা যেন শ্লেষ্মা সঞ্চয় হেতু শ্বাসরোধ।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis):—শিশু যতবার নিদ্রা যায়, ততবারই তাহার পীড়ার উদ্রেক হয়।

লরসিরেসস্ (Laurocerasus):—হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার অস্বাভাবিক ভাব ধারণ হেতু এইরূপ পীড়ার উদ্রেক।

মস্কস (Moschus):—লরসিরেসসের ন্যায়, পীড়ার প্রকার, কিন্তু তাদৃশ সজোর উদ্রেক নহে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—দীর্ঘ ও শীর্ণ শিশুতে কখন কখন ব্যবহার্য্য।

স্যাম্বুকস্ নাইগার (Sumbucus Niger):—শিশু শ্বাসরুদ্ধ-প্রায় হইয়া হটাৎ জাগিয়া উঠে; শয্যায় উঠিয়া বসে ও নীল হইয়া পড়ে; নিশ্বাসের জন্য খাবি খাওয়া ন্যায় চেষ্টা করে, (gasps for breath.) ও অবশেষে শ্বাসগ্রহণ করিতে পারে; এইরূপ ভাব থামিয়া গিয়া শিশু আবার বিছানায় শোয় ও অল্প পরেই ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্তে আবার জাগরিত হয়।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium):—প্রলাপ বকা আছে, শিশুর তাহা বোধ নাই; কথা কহিতে পারিলেই, শিশু, বাপ মা নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করে।

পুরাতন রোগীতে (গ্রীবার ও বায়ুনলীয় গ্রন্থিসকলের স্ফীতিহেতু উদ্ভূত), লক্ষণানুসারে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বণিকা, আইওডিয়ম্, আইওডাইড অব মার্কার, ও স্পঞ্জিয়া ব্যবহার্য্য।

ফুস্‌ফুসের অসম্পূর্ণ বিস্তৃতি।

(Atelectasis Pulmonum.)

একনাইট (Aconite):—শ্বাসগ্রহণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; শিশু অত্যন্ত অস্থির ও কষ্টযুক্ত; মাথা ও ঘাড় তুলিলে অধিক সুস্থির।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখ লালনীলাভ, অথবা

এইরূপ ভাবের সহিত মলিনতার পর্য্যায়ক্রম; চক্ষু লাল; শ্বাস ক্রিয়া কষ্টযুক্ত; খুঁৎ খুঁৎ করা ও ক্রন্দন; যেন শ্বাস প্রশ্বাস করিতে ভয় পাওয়া।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—লালনীলাভ মুখ; শ্বাসগ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট, বোধ হয় যেন ফুস্ফুস্ বিস্তৃত হইতেছে না; শোইয়াইলে ও স্থির রাখিলে শিশু ভাল থাকে।

ক্যাম্ফর (Camphor) :-মুখের বর্ণ ঈষৎ নীল; শরীর, স্পর্শে শীতল; শ্বাসগ্রহণে যেন অধিক কষ্ট; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শুইলে ভাল থাকা।

চায়না (China) :—মুখ মলিন; রক্তস্রাব হেতু কষ্টের উদ্ভব।

কুপ্রম্ (Cuprum) :—মুখ ঈষৎ নীল; শ্বাসকষ্ট; শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ানি, ও আক্ষেপ (Spasm) হওয়ার প্রবণতা; হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে আক্ষেপের প্রথম আরম্ভ।

হাইয়োসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—মুখের বর্ণ ঈষৎনীল; শ্বাসগ্রহণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য,—শিশুকে উঠাইয়া ধরিয়া রাখিতে হয়; মাংসপেশীসমূহের উৎক্ষেপ ও কম্পন হওয়ার প্রবণতা (tendency)।

ফস্ফোরস (Phosphorus) :—মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল; স্বরভঙ্গ; আকৃতি দীর্ঘ ও শীর্ণ।

স্পঞ্জিয়া (Spongia) :—মুখ ঈষৎ নীল; কাক ডাকার ন্যায় শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; শ্লৈষ্মিক ঘড়্ঘড়ানির অবর্ত্তমানতা; উঠাইয়া বসাইলেই শ্বাসক্রিয়া করিতে পারা।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) :—মুখ অত্যন্ত মলিন;

শ্বাসত্যাগে অধিক কষ্ট; মস্তক উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মযুক্ত; শ্লেষ্মার ঘড়্-ঘড়ানি, গলার মধ্যে তাহার আধিক্য।

ভিরেট্রম্ আল্বম্ (Veratrum Album):—মুখ ঈষৎ নীল; অত্যন্ত অবসন্নতা; কপালে বা শরীরের অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম; প্রায় নাড়ীবিহীনতা।

দৃশ্যমান মৃত্যু (Apparent Death), গ্লটিসের আক্ষেপ, ঘৃংড়ীকাশি, প্রতিশ্যায়, বায়ুনলপ্রদাহ, ও ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের ঔষধাবলী দেখ।

আরক্ত জ্বর। (Scarlet Fever.)

একনাইট্ (Aconite):—অত্যন্ত কষ্ট, অস্থিরতা, উত্তাপ, তৃষ্ণা, ও নিদ্রাশূন্যতা; স্ফোট (Rash) মসৃণ নহে। একনাইট্ দ্বারা স্নায়বীর ও রাক্তিক উত্তেজনার উপশম ও স্ফোটের উত্তমরূপে আবির্ভাব হয়। কিছু কালাচে ভাবের বিন্দু বিন্দু স্ফোট (Miliary Rash); ভয়জ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি। রোগী একা থাকিতে চাহে না; শুইলে মুখ লাল কিন্তু উঠিলে মলিন।

এল্যান্থস গ্ল্যাণ্ডুলোসস্ (Ailanthus Glandulosus):—পাটকিলা বর্ণের বিন্দু বিন্দু স্ফোট দ্বারা শরীর সর্ব্বত্র বা স্থানে স্থানে আবৃত; প্রলাপ; অল্প বা অধিক তামসী নিদ্রা; অত্যন্ত চঞ্চলতা; অত্যন্ত তৃষ্ণা, জিহ্বা ও ওষ্ঠ অল্প বা অধিক ফাটা; দাঁতে পাটকিলা বর্ণের ছাতা পড়া; চর্ম্ম, স্পর্শনে, উষ্ণ বা শীতল বোধ হইতে পারে; নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম। স্ফোটের বর্ণ ও রোগীর অবসন্নতা এই ঔষধের জ্ঞাপক লক্ষণ।

য়্যাম্মোনিয়ম্ কার্ব্ব (Ammonium Carb):—সচরাচর

সময়াপেক্ষা স্ফোট অধিককাল স্থায়ী; টন্‌সিল (tonsil) গ্রন্থির পচাক্ষত (Gangrenous ulceration) হওয়ার প্রবণতা, বা নীলাভাযুক্ত বিবৃদ্ধ টন্‌সিলে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চয়। স্ফোট পরিষ্কাররূপে উদ্ভূত নহে ও উহার সহিত তন্দ্রা, তামসী নিদ্রা (Stupor), মুখের শুষ্কতা ও গলার মধ্যে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

এপিস্ (Apis):—পীড়ার প্রাক্‌কালে, যখন গলার মধ্যে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা ও তৃষ্ণাশূন্যতা বর্ত্তমান; স্ফোট,—শরীরের যেখানে সেখানে ছড়ান, লাল বিন্দু; অল্প পরিমিত ও গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট প্রস্রাব; অধিক শ্বাসকষ্ট; অত্যন্ত অস্থিরতা ও অসুখ; নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার করা; টেরাভাবে দৃষ্টি; চর্ম্মের ফুলোভাব, উষ্ণতা বা শীতলতা; হয়তো, স্ফোট হঠাৎ বিলুপ্ত উক্তপ্রকার লাল বিন্দু কেবলমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; সাধারণ শোথ হওয়ার আশঙ্কা।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitricum):—নীল বা কালাচেভাবযুক্ত স্ফোটের; সহিত খেঁচুনি হওয়ার পূর্ব্বে অস্থিরতা ও ছট্ ফট্ করা; অধিক বায়ু নিঃসরণ, ও ইহার সহিত কিছু পরিমাণে ঈষৎ সবুজ আমেরও নিঃসরণ।

আর্নিকা (Arnica):—বিকারাবস্থায় নাসিকা বা ফুস্-ফুস্ হইতে রক্তস্রাব, কাসিলে তাহার বৃদ্ধি, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা বর্ণের কালিমা (ecchymoses) দাগ বা এমন কি ছোট ছোট ফোড়াও দৃষ্ট হয়।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—স্ফোট মলিন বা তাহার মধ্যে রক্তস্রাব (petechæ) ও তৎসহ শ্বাসকষ্ট। স্ফোট হটাৎ বসিয়া

যাওয়া হেতু অত্যন্ত অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা, অথবা গলায় পচা ধরা। বারম্বার কিন্তু অল্প অল্প জলপান; অত্যন্ত অস্থিরতা ও প্রতিবার নড়াচড়ায় অত্যন্ত অবসন্নতা। শরীর শীতল; কখন কখন তথায় শীতল ঘর্ম্ম; রোগীর বস্ত্রাবৃত হইতে না চাওয়া। নাড়ী ক্ষীণ।

এরম্ ট্রাইফাইলম্ (Arum Triphyllum):—ওষ্ঠের, মুখছিদ্রের কোণের, ও নাসারন্ধ্রের, ছাল ওঠা ও রক্তযুক্ততা; এইরূপ ক্ষতের গভীরতায় ও আয়তনে বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা। নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত উগ্রস্রাব থাকিতে ও না থাকিতে পারে। গলার মধ্যে অত্যন্ত টাটানি ও পচনশীল হওয়া, নিয়ত জ্বর। এইরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় ইহাই একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

অরম্ (Aurum):—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মাস্রাব; অথবা কর্ণ হইতে ঐরূপ পূযস্রাব, বিশেষতঃ তৎসহ যদি অস্থিখণ্ড বাহির হয়।

ব্যারাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb.):—গলার মধ্য স্ফীত ও বেদনাযুক্ত থাকিলেও, উহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল না হইয়া মলিন হইয়া থাকে; সবম্যাগ্জিলারি ও প্যারটিড (Submaxillary and Parotid) গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত; শিশু, খর্ব্বাকৃতি ও গণ্ডমালীধাতুবিশিষ্ট।

বেলাডনা (Belladonna):—স্ফোট, মসৃণ ও ঘোর লাল; চক্ষু লাল; চর্ম্ম এত উষ্ণ যে গায় হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় বোধ হয়; প্রলাপ; শিশু, নিদ্রিতাবস্থায় শয্যায় ঝাঁপিয়া উঠে, এবং নিদ্রিত থাকিলেও বেড়াইতে চাহে; মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; ক্যারটিড ধমনীর দপ্দপানি; মাথার, পশ্চাতে ঝাঁকি লাগা; ওষ্ঠ, মুখ ও

গলা, অত্যন্ত লাল; গেলা, কষ্টসাধ্য; শিশু খুঁৎ খুঁৎ করে ও খিট্‌খিটে্‌ হইয়া পড়ে।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—স্ফোটের সম্পূর্ণরূপে বাহির না হওয়া—ইহা মলিন বোধ হওয়া; বারম্বার শ্বাসকষ্টের উদ্রেক; উঠিয়া বসিলে বিবমিষা ও মোহ; কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যন্ত তৃষ্ণা; শিশু আগ্রহসহকারে, গ্লাস ধরিয়া একবারে অনেকখানি জল খায়; অস্থিরতা সত্ত্বেও শিশু স্থির থাকিবার চেষ্টা করে, কারণ তদবস্থায় ইহার কষ্টের লাঘব হয়। হইতে পারে যে, স্ফোট বসিয়া যাওয়ায়, ঐ সকল লক্ষণ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):— শ্লেষ্মাপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের আরক্ত জ্বরে নাসিকার ক্ষত ও রুদ্ধ হওয়া; গ্রীবার গ্রন্থি সকলের স্ফীতি; সন্ধ্যায় বৃদ্ধিযুক্ত মন্দ মন্দ জ্বর; শিশু, মলিন ও দুর্ব্বল বোধ হয়, সহজে সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। মুখ, স্ফীত ও স্ফোটবিহীন বোধ হয়; গলা প্রদাহযুক্ত, টন্‌সিল ও গ্রন্থিতে শাদা শাদা দাগ; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও বুক চাপাবোধ, বোধ হয় যেন ফুস্‌ফুস্‌ আর বায়ুধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং ইহার সহ শ্লেষ্মার উচ্চ ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ।

ক্যাম্ফর (Camphor) :—শাখাঙ্গ, শীতল ও নীল; গলায় ঘড়্‌ঘড়ানি; উষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাস; কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম, ও শিশুর বস্ত্রাবৃত হইতে না চাওয়া।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) :—স্ফোট মিলিয়া যাইলেও, যদি গলার মধ্যে টাটানি বর্ত্তমান থাকে। গলার ভিতর পচা ক্ষত; তালুপার্শ্বের স্ফীত অংশের কতক কতক পচিয়া খসিয়া যাওয়া। গলার মধ্যে ঘড়্‌ঘড়ানি; শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-

শক্তির হ্রাস ; শীতল শ্বাস প্রশ্বাস ; শাখাঙ্গ শীতল ও আটা আটা ঘর্ম্মাবৃত সত্ত্বেও, শিশুর কেবল হাওয়া খাইতে চাওয়া।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—শিশু অত্যন্ত ছট্‌ফটে এবং কেবল কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থির থাকে ।

চায়না (China) :—উদরাময় বা ঐ প্রকাব পীড়াহেতু শিশুর রক্তশূন্যতার আশঙ্কা হইলে।

সিনা (Cina) :—নাকখোঁটা ; শিশু খিট্‌খিটে, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না; থিতিয়া থাকিলে প্রস্রাবের শাদা হওয়া; শূলবেদনা; শিশুর প্রায় প্রতিনিয়ত ক্ষুধা।

কফিয়া (Coffea) :—কখন কখন অত্যন্ত সজাগ অবস্থা-স্থলে, ইহার ব্যবহারে স্ফোট রীতিমত বাহির হইতে পারে। এখানে রাক্তিক উত্তেজনা অপেক্ষা স্নায়বীয় উত্তেজনা বর্ত্তমান হেতু, একনাইটের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার ।

কল্‌চিকম্ (Colchicum) :—রক্তিম বা অত্যন্ত কাল ও য়্যাল্‌বুমেনযুক্ত প্রস্রাব দৃষ্ট স্থলে।

কোনায়ম্ (Conium) :—প্যারটিড্ ও সব্‌ম্যাগ্‌জিলারি (Parotid and Submaxillary) গ্রন্থিদ্বয়, স্ফীত ও প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ; ঠোঁটে ও দাঁতে কাল ছাতা (sordes) পড়া ; চর্ম্ম উষ্ণ ; রোগী জ্ঞানবিহীন বা প্রলাপযুক্ত।

কুপ্রম্ য়্যাসিটিকম্ (Cuprum Aceticum) :—স্ফোট বসিয়া যাওয়া বা পীড়ার মস্তিষ্কে চলিয়া যাওয়া হেতু (metastasis to brain) খেঁচুনি, বমন বা গলারোধ (Gagging) ; মুখ মলিন ও তাহার মাংসপেশীর কম্পন ; অত্যন্ত অস্থিরতা, ছট্‌-ফটানি ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন ; মোহ ও প্রলাপ, মস্তিষ্কের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত।

ডল্কামারা (Dulcamara) :— অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ অবর্ত্তমানে, শীতল ও আর্দ্র বায়ু লাগিয়া ক্ষোট বসিয়া যাইলে।

জেল্‌সেমিনম্ (Gelseminum) :—অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা ; হাত ও পা শীতল ; মুখে অরুণবর্ণের চাক্‌চিক্য ; টন্‌সিল অত্যন্ত স্ফীত ও লাল ; নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত ; বেলাডনার ন্যায় শারীরিক উত্তাপ বা মাংসপেশীর উৎক্ষেপ বর্ত্তমান না থাকা।

হেলিবোরস্ (Helleborus) :—আরক্ত জ্বরের সহিত,শোথ, অল্প পরিমিত ও কাল প্রস্রাব, এবং তাহাতে গুঁড় কাফির ন্যায় অধঃক্ষেপ ; ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া ; চক্ষুর মণির বিস্তৃতি।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—জড়তা (stupidity) তন্দ্রা বা ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া তাকান ; অস্পষ্ট স্বরে কথা কহা ও কোন প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া, অথবা অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস (illusions of Imagination) ও বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা;মুখের শুষ্কতা ও আরক্ততা,গিলিবার অসামর্থ্য; পেট ফাঁপা ; অসাড়ে ও অজানিতরূপে মল নিঃসরণ ; এপাশে ওপাশে মাথা ঘুরান ; শরীরের এখানে ওখানে এক একটী মাংস পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপ—ইহা ভবিষ্যৎ আক্ষেপোদ্ভূতি জ্ঞাপক।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) :—নিয়ত বিবমিষা ও মধ্যে মধ্যে বমন।

কেলি কার্ব্ব (Kali Carb):—দক্ষিণ প্যারটিড গ্রন্থীর বিশেষ স্ফীতি ; অত্যন্ত জ্বর ও অস্থিরতা ; রাত্রি ৩ টার সময় লক্ষণের বৃদ্ধি ; চর্ম্মের রুক্ষতা ; চক্ষুর উপরপাতার উপর থলিয়ার ন্যায় স্ফীতি ; ছুঁই বেঁধা বা চিড়িক মারা বেদনা।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis):—সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, গ্রীবার ও গ্রন্থির অত্যন্ত স্ফীতি ও এত দূর বেদনা, যে যৎসামান্য স্পর্শও অসহ্য; গলার উপর সামান্য পাতলা কাপড়ও রাখিতে পারা যায় না; গলার বেদনা ও পর্দ্দা (যদি তাহা থাকে) বাম টন্‌সিলে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ টন্‌সিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রস্রাব গাঢ়বর্ণবিশিষ্ট।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—রোগের প্রাক্কালে গলার বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে। নাক বুজিয়া যাওয়া; গলার ঘড়্‌ঘড়ানি; জড়তা; জাগরণের পর শিশুর অশান্তভাব; শিশু, গার কাপড় ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় ও তাহাকে রাগান্বিত দেখায়; স্ফোট কাল লাল বর্ণের এবং তাহা কখন কখন কেবল মাত্র হাতে, মুখে ও পৃষ্ঠে দেখা যায়; প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ ও সফেন।

মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্ (Mercurius Solubilis):—মুখে ক্ষত ও বিন্দু বিন্দু ফুস্কুড়ী। গলার মধ্যে ক্ষত; মুখ ও জিহ্বার অত্যন্ত আর্দ্রতা; জিহ্বায় হল্‌দে ময়লা; শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। অত্যন্ত তৃষ্ণা; গ্রীবার গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি; মুখ হইতে লালানিঃসরণ; গলা খাঁকার দেওয়া ও ছেপ-ফেলা; চুলকান ও অস্থিরতা; ঘর্ম্ম হেতু শিশুর অবস্থা মন্দীভূত হওয়া।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius Protoiodatus):—গলার প্রদাহ অত্যন্ত অধিক হইলে কোন কোন স্থলে ব্যবহার্য্য; লক্ষণ বর্ত্তমানেও মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্ বা মার্কুরিয়স্ ভাইভস্ যেখানে দেওয়া যায় না, বা দেওয়ায় ফল হয় না; অথবা যথায় পূর্ব্বে

পারদের অপব্যবহার হইয়াছে। ল্যাকেসিসের পর, তাহার কার্য্য শেষ হইলে, ইহা উত্তমরূপে ব্যবহার্য্য।

মিউরিয়াটিক আসিড (Muriatic Acid) :—শরীরের সর্ব্বত্র, অত্যন্ত লাল স্ফোট ও ইহার সহিত অত্যন্ত তন্দ্রা; অথবা অল্প অল্প স্ফোট ও তাহার অন্তরস্থানে চর্ম্মের নিম্নে রক্তস্রাব (Petechiæ); মুখের কালাচে লাল ভাব, কিন্তু শরীরের অবশিষ্টাংশ বেগুণে রঙ্গের; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা; সন্ধ্যায় সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। তালুপার্শ্বের কালাচে লাল বা নীলাভলাল ভাব এবং অত্যন্ত টাটানি; দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস; নাসিকা হইতে উগ্র (Acrid) স্রাব হেতু, নাসিকা ও উপরোষ্ঠের ক্ষত; অত্যন্ত গোঁগানি ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা; রোগী প্রায়ই বিছানা বহিয়া পায়ের দিকে সরিয়া যাইয়া পড়ে।

নাইট্রিক আসিড (Nitric Acid) :—স্ফোট দেখিতে বিন্দু বিন্দু ঘামাচির ন্যায়; চর্ম্মের অত্যন্ত উষ্ণতা; সবিরাম শ্বাসক্রিয়া; টন্‌সিল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং গিলিবার অত্যন্ত কষ্ট; প্রদাহ, গলা হইতে নাসিকা ও নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত, বিস্তৃত এবং ঐ স্থান হইতে পাতলা সপূয পদার্থের স্রাব; জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—মুখে ও তালুপার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষত; মুখের বিশেষ টাটানি, রক্তিম লালাক্ষরণ ও গিলিবার কষ্ট।

ওপিয়ম্ (Opium) :—মস্তিষ্কের কার্য্যের অবসাদ (Brain seems to be oppressed); গাঢ় তন্দ্রা; নাক ডাকার

সহিত শ্বাসপ্রশ্বাস (Sterterous Breathing); বমন; খেঁচুনির সহিত তামসী নিদ্রা (Coma) ও নাকডাকা শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; উভয়ই আক্ষেপের অন্তরকালেও বর্ত্তমান।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—দৃশ্যমান কোন কারণ বিনা স্ফোট হঠাৎ বসিয়া যাইলে। মিউরিয়াটিক আসিডের পর বক্ষের লক্ষণসমূহ আশঙ্কাজনক হইলে, ইহা ব্যবহার্য্য। রোগী জড়ভাবাপন্ন; কিছুই চাহে না; কিছুর জন্য গ্রাহ্য করে না; ইহা সত্ত্বে অত্যন্ত অস্থিরতা বর্ত্তমান।

রস্ টক্স্ (Rhus Tox):—স্ফোট অত্যন্ত চুলকায় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা বর্ত্তমান; অথবা গলার গ্রন্থিসকলের স্ফীতি এবং নাসিকা হইতে পাতলা ও উগ্র (Acrid) বা গাঢ় ও হল্‌দে স্রাব নিঃসরণ। কোন কোন স্থলে তৃতীয় দিবসেই ইহার ব্যবহার আবশ্যক হয়; জ্বরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি; জিহ্বা লাল ও মসৃণ; তন্দ্রা ও প্রলাপ; কয়েক মিনিট অন্তর অবস্থান পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ রাত্রিতে; অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের স্ফীতি; প্যারটিড (Parotid) গ্রন্থির স্ফীতি ও পরে পাকিয়া তথা হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয নিঃসরণ; ইহা প্রায়ই প্রথমতঃ বামে, পরে দক্ষিণপার্শ্বে হওয়া।

সিলিকা (Silica):—গ্রন্থিসমূহের আক্রান্তি ও পরিপক্কতা। (গণ্ডমালীয় ধাতুগ্রস্থতা প্রস্তাবে ইহার লক্ষণসমূহ দেখ)।

সল্‌ফার (Sulphur):—চর্ম্মপীড়ার প্রবণতাযুক্ত সোরা (Psora) ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের উপযোগী। রোগী অজ্ঞান অবস্থায়, যেন নিদ্রিতভাবে, স্থির হইয়া শুইয়া আছে। স্ফোটের অল্প অল্প আবির্ভাব; চর্ম্ম কখন কখন উষ্ণ ও চুলকানযুক্ত;

ঝলকে ঝলকে উত্তাপের বহির্গমন বোধ হওয়া এবং তখনই গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে বাধ্য হওয়া।

জিংক (Zinc) :—স্ফোটের বসিয়া যাওয়া; শিশু অজ্ঞান ও নড়াচড়াহীন; মাংসপেশীর অসাড়ে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ; দাঁত কড়্ মড়্ করা; মধ্যে মধ্যে চীৎকার; বাক্‌রোধ; মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ অত্যন্ত উষ্ণ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত; মুখের বিকৃতি; শরীর ও অঙ্গ শীতল এবং নীললালাভ; নাড়ী সূত্রবৎ ও তাহার সংখ্যাগণন কষ্টসাধ্য।

আরক্ত জ্বরের পর শোথ।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—মলিন বর্ণের সাধারণ শোথ; বারম্বার কিন্তু অল্প অল্প জলপান; অত্যন্ত অস্থিরতা, বিশেষতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, সামান্য উদ্যমেও অত্যন্ত শ্রান্ত; পরিপাক-বিহীন মল; শুইলে শ্বাসরোধ-বোধ; হৃৎকম্পন। প্রস্রাবে য়্যাল্‌বুমেন (Albuminuria)।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis mellifica) অতি অল্প পরিমিত প্রস্রাব; হাত পা মলিনবর্ণবিশিষ্ট ও ফুলাযুক্ত; তৃষ্ণাবিহীনতা; শরীরের যেখানে সেখানে হুলফোটান বেদনা; শ্বাসকষ্ট, বোধ হয় যেন এইটীই শেষ নিশ্বাস; শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য শিশুকে খাড়া হইয়া বসিতে হয়।

এপোসাইনম্ ক্যানেবাইনম্ (Apocynum Cannabinum) :—সাধারণ শোথ; বক্ষের জলপূর্ণতা (Hydrothorax); গাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট ও অল্প পরিমিত প্রস্রাব; পাকস্থলীর অধিক

বিশৃঙ্খলা; নাড়ী, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত। কোন স্থলে য়্যাল্বু-মিনিউরিয়া (Albuminuria)।

ব্যারাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb):—গ্রীবার কৌষিক বিধানের (Cellular tissue) স্ফীতি; সব্ম্যাক্সিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থীর স্ফীতি।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখের অত্যন্ত মালিন্য; গোঁঙ্গান ও দাঁত কড় মড় করা। জড়তা, অর্দ্ধ জাগরণ ও অর্দ্ধ নিদ্রা।

হেলিবো'রস্ (Helleborus):—প্রস্রাব, অল্প পরিমিত ও কাফিগুঁড়ার ন্যায় কাল অধঃক্ষেপ যুক্ত; মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা; চক্ষুর মণির বিস্তৃতি।

কেলি কার্ব্ব (Kali carb):—চক্ষুর উপরপাতার উপরে থলিয়ার ন্যায় ফুলা হইয়া শোথের আরম্ভ হয় এবং এই ফুলা পীড়া যাবৎ বর্ত্তমান থাকে; মুখ মলিন ও যন্ত্রণাযুক্ত; রাত্রি ৩ টার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। প্রস্রাবে য়্যাল্বুমেন (Albuminuria)।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—প্রস্রাব পরিষ্কৃত হইলেও, তাহা হইতে লাল গুঁড়া অধঃক্ষিপ্ত হয়; প্রস্রাব অল্প বা অধিক লাল হইতে পারে; পেটের ভিতর অত্যন্ত ভুট্ ভাট্ করা; অপরাহ্নে ৪টার সময় হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শিশুর অবস্থা অত্যন্ত মন্দ থাকে; তাহার পর অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। প্রস্রাবে য়্যাল্বুমেন।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—প্রস্রাবে ছেয়ে গুঁড়ার অধঃক্ষেপ। অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের অত্যন্ত স্ফীতি; শরীরের সাধারণ শোথ হেতু রোগীকে উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। প্রস্রাবে য়্যাল্বুমেন।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—এককাণে অধিক বেদনা ও কিছু বধিরতা; অল্পপরিমিত প্রস্রাব; মুখে মন্দাস্বাদ, রোগী যাহা কিছু খায় তাহারও মন্দাস্বাদ; সন্ধ্যায় ও সমস্ত রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি। প্রস্রাবে য়্যাল্‌বুমেন।

রস্‌টক্‌স্ (Rhus Tox):—চক্ষুর পাতায় থলিয়ার ন্যায় ফুলা এবং শিশু সমস্ত রাত্রি অস্থির, বিশেষতঃ শেষরাত্রিতে। চক্ষুর ফুলাহেতু রোগীর প্রায় কিছুই দেখিতে না পাওয়া; জিহ্বা শুষ্ক, অত্যন্ত তৃষ্ণা; সাধারণ শোথ। প্রস্রাবে য়্যাল্‌বুমেন।

স্কুইল (Squill):—অত্যন্ত প্রস্রাববেগ, এবং জলের ন্যায় পরিষ্কৃত প্রস্রাবের অধিক পরিমাণে নিঃসরণ; চক্ষুতে অত্যন্ত চুলকান বোধ হেতু, শিশু হাত দিয়া চক্ষু রগড়ায় ও চক্ষু হইতে অধিক অশ্রুর নিঃসরণ হয়; হাঁছি ও অত্যন্ত সর্দ্দি. সর্দ্দি স্রাব হেতু নাসিকার ক্ষত হওয়া; সাধারণ শোথ; বক্ষে জলপূর্ণতা (Hydrothorax).

ভিরেট্রম্ (Veratrum):—বমন ও রেচনের সহিত অত্যন্ত অবসন্নতা।

(অন্যান্য শোথপীড়ার ঔষধাবলী দেখ)।

আরক্ত জ্বরের পর—বাত।

এপিস্, বেলাডনা, ব্রাইওনিয়া, ল্যাকেসিস্, রস্‌টক্‌স্ ও অন্যান্য ঔষধ।

ঐ—স্নায়ুশূল।

ল্যাকেসিস্ কল্‌চিকম্, মার্কুরিয়স্ সোলিউবিলিস্. আর্সে-

নিকম্, ডিজিটেলিস্, ক্যান্যাবিস্, রস্টকস্. জেলসিমিয়ম্ ইত্যাদি।

ঐ—গণ্ডমালীয় পীড়া।

সিলিকা, গ্র্যাফাইটিস্, হেপার, বেরাইটা কার্ব্ব্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফোরিকা, ও মার্কিউরিয়স্ আইওডেটস্।

ঐ—কর্ণ হইতে পূযস্রাব।

ক্যাল্কেরিয়া, বোভিষ্টা, পল্সে., মার্ক্, সল্. সিলিকা, ও সল্ফার।

হাম জ্বর (Measles).

একোনাইট (Aconite):—চর্ম্মের শুষ্কতা ও উষ্ণতা; মস্তকে উত্তাপ, অস্থিরতা। অধিকাংশ স্থলে জ্বর. প্রতিশ্যায় লক্ষণ, কাসি, পাকস্থলী ও অন্ত্র লক্ষণ প্রভৃতিতে একনাইট বিশেষ উপযোগী।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum):—কাণে বেদনা, জিহ্বা শাদা ও অত্যন্ত বমন।

এপিস্ (Apis mellifica):—তৃষ্ণাবিহীনতা; অল্প-পরিমিত প্রস্রাব; অত্যন্ত অস্থিরতা ও অনিদ্রা; চর্ম্মে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বোধ করা; শ্বাসকষ্ট; হামের পরিস্ফুটরূপে বাহির না হওয়া।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—অত্যন্ত অবসন্নতা; ঘন ঘন, কিন্তু অল্প অল্প পান; চর্ম্মের অত্যন্ত উত্তাপ। হঠাৎ স্ফোট

বসিয়া যাওয়া; মলিনতা, অত্যন্ত অস্থিরতা; এককালীন বমন ও রেচন; দুর্ব্বলকারী কাসি; জলপানের পর, জলবমন; মধ্যরাত্রির পর পীড়ার বৃদ্ধি।

বেলাডনা (Belladonna):—গিলিবার কষ্ট; দমে দমে সজোর কাসির উদ্রেক, কাসিবার সময় মুখ লাল হওয়া; নিয়ত গোঙ্গান ও তন্দ্রা; চক্ষুর আরক্ততা; মস্তকে রক্তাধিক্য।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—স্ফোটের রীতিমত বাহির না হওয়া;স্ফোট মলিন এবং ইহার সহিত শ্বাসকষ্ট ও সজোর কাসি; অথবা এই প্রকার লক্ষণসহ স্ফোটের আংশিক ভাবে বসিয়া যাওয়া হইতে পারে; নড়া চড়ায় লক্ষণের বৃদ্ধি। ভক্ষিত পদার্থের বমন।

ক্যাম্ফর (Camphor):—চর্ম্মের শীতলতা ও নীলিমা; মুখের মলিনতা; শিশুর, বস্ত্রাবৃত হইতে না চাওয়া; স্ফোটের বাহির না হওয়া। এরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফরব্যবহারে স্ফোট বাহির হইবে ও সমস্ত লক্ষণের উপশম হইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র।

কফিয়া (Coffea):—চর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় সকলের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য; ক্রন্দন; খিট্‌খিটেভাব; অত্যন্ত উত্তেজনা ও সজাগভাব।

ডল্‌কামারা (Dulcamara):—শীতল ও আর্দ্র বাতাস লাগিয়া স্ফোটের বসিয়া যাওয়া।

ড্রসেরা (Drosera):—পীড়ার সহিত বা তৎপরে মধ্যরাত্রিতে বৃদ্ধিযুক্ত ভগ্নস্বরবিশিষ্ট কাসি।

ইউফ্রেজিয়া (Euphrasia):—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যন্ত জলপড়া এবং অত্যন্ত আলোকাসহিষ্ণুতা।

হেপার (Hepar) :—ঘুংড়ীকাসির ন্যায় এবং গলারোধক কাসি, মধ্যরাত্রির পর বা প্রাতে তাহার বৃদ্ধি।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) :—বিবমিষা ; ঘন ঘন ও দ্রুত শ্বাসক্রিয়া। প্রতিবার শ্বাসপ্রশ্বাসে সজোর কাসি। সুকুমার শিশুতে এই লক্ষণ সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর হয়; ইপেকাকের দ্বারা ইহার আশ্চর্য্যরূপ উপশম। হামের রীতিমত বাহির না হওয়া।

কেলি বাইক্রমিকম্ (Kali Bichromicum) :—ছিন্নভিন্ন ও টানিলে সূতার ন্যায় লম্বা হয় এরূপ নিষ্ঠীবণযুক্ত কাসি।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius)—গলার গ্রন্থী সকল স্ফীত ; গিলিবার কষ্ট ; রক্ত চিহ্নিত শ্লৈষ্মিক মল ; কোঁথপাড়া।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :— কষ্টদায়ক, অবসন্নকর, ও শুইলে বৃদ্ধিযুক্ত কাসি, উঠিয়া বসিলে কাসির উপশম। রীতিমত স্ফোট বাহির না হওয়া। অত্যন্ত আক্ষেপিক ক্রিয়া।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—হাম বাহির হয় না, নিদ্রাবস্থায় না জাগা পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও কাসি ; বোধ হয় যেন কাসি ও শ্বাসকষ্টের পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতেছে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—বায়ুনলপ্রদাহলক্ষণ ; অতি প্রবল ও অবসন্নকর কাসি (ইপেকাক তুলনা কর)।

পলসেটিল্লা (Pulsatilla) :—অত্যন্ত সরল ও ঘড়ঘড়ানি কাসি ; চক্ষু হইতে জল পড়া ; চক্ষুতে আলোক অসহ্যতা ; গাঢ় ও হরিদ্রাবর্ণ সর্দ্দিস্রাব ; তৃষ্ণাবিহীনতা ; মন্দাস্বাদ ; রাত্রিকালীন উদরপীড়া ; অতি বিলম্বে হাম বাহির হওয়া ; সন্ধ্যাকালে লক্ষণের বৃদ্ধি।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium) :—হাম বাহির হয় না; প্রথম দেখিবা মাত্র, সকল দ্রব্যেতেই শিশুর ভয় হয় ও তজ্জন্য, শিশু তাহা হইতে কুণ্ঠিত হয়; আক্ষেপ হওয়ার প্রবণতা; অথবা, দেখিতে স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রিত থাকিলেও, শিশুর মুখ লাল থাকে, ও সে মধ্যে মধ্যে বালিস হইতে মাথা তোলে।

সল্‌ফার (Sulphur) :—স্ফোট বাহির হয় না; সল্‌ফারের অন্যান্য লক্ষণসহ প্রতিশ্যায় লক্ষণের বৃদ্ধি।

হামের উপসর্গ ও অবশিষ্টের চিকিৎসা।

উদরাময় :—পীড়ার সমকালীন বা তৎপরবর্ত্তী ব্রাইওনিয়া, মার্কুরিয়স্, পল্‌সেটিল্লা, ও সল্‌ফার। (উদরাময় দেখ)।

বায়ুনলপ্রদাহ :—ব্রাইওনিয়া, ইপেকাকুয়ানা, ফস্ফোরস্, পল্‌সেটিল্লা ইত্যাদি। (বায়ুনলপ্রদাহ দেখ)।

ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ :—বেলাডনা, ব্রাইওনিয়া, ফস্ফোরস্, সল্‌ফার ইত্যাদি (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ দেখ)।

সাংঘাতিক হাম (Malignant Rubeola) :—আর্সেনিকম্, হ্যামামিলিস্, ল্যাকেসিস্, ফস্ফোরিক আসিড, পল্‌সেটিল্লা, রস্।

চর্ম্মের চুল্‌কান :—ডলিকস্ (Dolichos Pruriens), রস্‌ ও সল্‌ফার।

রোজিওলা (Roseola)।

এক., বেলা., ব্রাই., মার্ক, সল., পল্‌সে., রস্, ও সল্‌ফার। লঘু আহার। (হাম ও আরক্ত জ্বর দেখ)।

মিলিয়েরিয়া—(Miliaria)।

একনাইট (Aconite) :—অস্থিরতা, উত্তাপ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—উষ্ণকালে ; স্থির রাখিলে শিশু ভাল থাকে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) : —শিশু খিট্‌খিটে ও কোলে রাখিলে স্থির থাকে।

হেপার (Hepar) :—স্ফোট চাকা চাকা হইয়া বাহির হয়। সিপিয়ারও এই লক্ষণ।

সল্‌ফার (Sulphur) :—অসাধ্য পীড়া ; চর্ম্ম কর্কশ ও ছালযুক্ত (scaly)।

পেম্ফাইগস্ (Pemphigus-Pompholyx)।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) : সাংঘাতিক পীড়া, বিশেষতঃ রস্‌টক্সের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তদ্দ্বারা পীড়ার উপশম না হইলে।

রস্ টক্স্ (Rhus Tox) :—প্রত্যেক ফোস্কা বেড়িয়া চর্ম্মের আরক্ততা।

থুজা (Thuja) : —প্রায় সকল প্রকার পীড়াতেই উপযোগী, বিশেষতঃ যদি তাহা বেদনাযুক্ত থাকে।

এতদ্ব্যতীত ক্যাম্ফর র‍্যানন্‌কুলস্ বল্বোসস্, সেবাইনা, সিকেলি কর্ণুটম্ আবশ্যক হইতে পারে।

ফোস্কার ভিতর রক্তস্রাব হইয়া ফোস্কা কাল হইলে, বেলাডনা, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্, বা ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্য্য।

বসন্ত (Variola ; Small-pox ; Varioloid)।

একনাইট (Aconite):—কোন কোন স্থলে বিশেষ আবশ্যক, বিশেষতঃ পীড়ার প্রথমাবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থার প্রথম প্রথম। আতঙ্কা, আরাম না হইবার ভয়; অত্যন্ত জ্বর; অত্যন্ত অস্থিরতা; রক্তাধিক্যযুক্ত শিশুদিগের উপযোগী।

এমোনিয়ম্ মিউরিয়াটিকম্(Ammonium muriaticum):—শরীরের কাণ্ডে ও ঊর্দ্ধ শাখাঙ্গে বসন্তগুটিকা উত্তমরূপে স্ফুটিত, কিন্তু নিম্ন শাখাঙ্গে অতি অল্প সংখ্যক গুটিকা দৃষ্ট। গলায় বেদনা ও গ্রীবার স্ফীতি; রক্তস্রাব।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum):—অধিক বমন; জিহ্বা শাদা ও পুরু লেপাবৃত।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis mellifica): – প্রথম অবস্থায়:—উপযোগী হইতে পারে; বৈষর্পীয় (erysipelatous) স্ফীতি ও হুল ফোটানের ন্যায় বেদনা; গলার টাটানি; তৃষ্ণা বিহীনতা। শেষাবস্থায়:—এতদূর শ্বাসকষ্ট যে রোগীর বোধ হয় যে এই বারের নিশ্বাসই তাঁহার শেষ নিশ্বাস; অত্যন্ত অস্থিরতা; প্রস্রাবস্বল্পতা; গলার মধ্যে ঝি ঝি করা; গুটিকা বসিয়া যাওয়া বোধ হয়।

আর্ণিকা (Arnica):—গুটিকার আংশিক স্ফুটন ও স্থানে স্থানে কালিমা দাগ (ecchymosed spots); অত্যন্ত অস্থিরতা; থেঁৎলান ও টাটানি বোধ; নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ; মস্তক উষ্ণ, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা।

আর্সেনিক (Arsenic):—গুটিকার মধ্যে রক্তস্রাব, কাল

গুটিকা, ও অন্যান্য প্রকার অনিয়মিতরূপে স্ফুটিত গুটিকা,—ইহাদের সহিত বিকারলক্ষণের প্রবণতা; গুটিকা কাল রক্তিম তরল পূর্ণ; গুটিকা অত্যন্ত চেপ্টা; রোগী অত্যন্ত অস্থির, অথচ অত্যন্ত অবসন্ন; তৃষ্ণা, ঘন ঘন কিন্তু অল্প অল্প জলপান।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Tinctoria):—বিকারলক্ষণ; দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস; ওষ্ঠে ও দাঁতে আঁইসের ন্যায় ছাল; অধিক লালাক্ষরণ; নাসিকার ভিতরেই অনেক গুটিকা দেখা যায়, অন্য কোথাও এত নহে; আপনাকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত বিবেচনা হয়, ও সেই খণ্ডগুলি একত্র করিতে পারা যায় না।

বেলাডনা (Belladonna):—রক্তাধিক্যযুক্ত ও মাংসল ব্যক্তিদিগের উপযোগী। রোগী তন্দ্রাযুক্ত ও জড়ভাবাপন্ন; চর্ম্ম উষ্ণ; স্ফোট দেখা দেয় না; মুখ চক্‌চকে, চক্ষু লাল, ক্যারটিড ধমনীর দপ্‌দপানি, ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের অন্যান্য লক্ষণ; মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—মাথা ফাটিয়া যাইবে এইরূপ মাথা ব্যাথা; অধিক জলপানের আকাঙ্ক্ষা; উঠিয়া বসিলে অত্যন্ত বিবমিষা, মোহ ও এমন কি মাথা ঘোরা; ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা; রোগী স্থির হইয়া থাকে, কারণ নড়াচড়ায় তাহার কষ্ট ও লক্ষণের বৃদ্ধি হয়; চক্ষের নীচে মলিন স্ফোট দেখা যায়।

ক্যাম্ফর (Camphor):—হঠাৎ হিমাঙ্গ হওয়া; গুটিকা সকলের এককালীন কুঁকড়িয়া যাওয়া বোধ হয়; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং বস্ত্রাবৃত হইতে চাহে না। প্রতিক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত।

ক্যান্থারিস্ (Cantharis):—মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও রক্তিম প্রস্রাব

প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা ও কাটার ন্যায় বেদনা; অত্যন্ত কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া ও পৃষ্ঠে বেদনা; গুটিকা রীতিমত স্ফুটিত নহে, অথবা স্ফুটিত হইয়া রক্তিমবর্ণ ধারণ করে।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) :—গুটিকা সকল কালাচে ও রক্তিম তরলপূর্ণ; শ্বাস প্রশ্বাস শীতল। অত্যন্ত অবসন্নতা ও জীবনীশক্তির অবসাদ। আর্সেনিকের জ্ঞাপক তৃষ্ণার অভাবই, ইহাকে, উক্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—খিটখিটেভাব ও কোলে না রাখিলে স্থির থাকে না, এইরূপভাব নিবারণ করিবার জন্য ইহার সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

চায়না (China) :—গুটিকা কাল তরলপূর্ণ; দুর্ব্বলকারক ও বেদনা বিহীন উদরাময়; শিশু, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।

সিমিসিফিউগা (Cimicifuga Racemosa) :—মাংস-পেশীর বেদনা, অত্যন্ত অধিক ও বাত বেদনার ন্যায়।

হ্যামামিলিস্ (Hamamelis) :—গুটিকার মধ্যে নিশ্চেষ্ট (Passive) শৈরিক রক্তস্রাব।

হেপার সল্ফ (Hepar Sulph) :—পীড়া কালীন ঘুংড়ী-কাসির ন্যায় কাসির উৎপত্তি এবং প্রতিবার কাসিবার সময় গলারোধ বোধ। এই উপসর্গ, হেপার দ্বারা, অতি সহজে উপশমিত হয়।

হাইড্রাষ্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্ (Hydrastis Canadensis) :—গুটিকা, কালাচে ও তৎকালীন অত্যন্ত অবসন্নতা; মুখ, নাক, চুলকায়, ও চিন্‌চিন্ করে, এবং তাহাতে শোথ, বিশেষরূপে রক্তিম; গলার অভ্যন্তরে অত্যন্ত টাটানি।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—দমে দমে রাগ, উদ্বেগ ও প্রলাপের উদ্ভূতি; রোগী নিয়ত শয্যা ছাড়িতে বা অনাবৃত বস্ত্র হইতে চাহে; স্ফোট রীতিমত সময়ে বাহির হয় না।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) :—নিয়ত বিবমিষা।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—নিদ্রিতাবস্থায় সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি; শিশু, কষ্ট পাইয়া জাগে, ও জাগরণের পর ইহার কষ্টের উপশম হয়; তৎপরে নিদ্রা হওত, আবার পূর্ব্ববৎ জাগে।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis) :—গুটিকা পাকিবার কালে ইহার ব্যবহার। জিহ্বা আর্দ্র; মুখ হইতে লালাক্ষরণ, অত্যন্ত তৃষ্ণা; জিহ্বার স্ফীতি; চক্ষু নাসিকা, ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লাল ও ছালওঠাযুক্ত; উদরাময়, রক্তামশয়ের সহিত কোঁৎপাড়া ও মার্কিরিব অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—ক্ষীণ ও দীর্ঘকায় শিশু। শুষ্ক ও দুর্ব্বলকারক কাসির সহিত বুকে বেদনা ও ছাল ওঠা-বোধ; ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব; উদরে এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ; গুটিকার রক্তপূর্ণ হইতে আরম্ভ।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric acid) :—গুটিকা সকল প্রকৃতরূপে পূর্ণ হয় না; সে গুলি দেখিতে ফোস্কার ন্যায়, এবং ফাটিয়া যাইয়া তাহাদের স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয়। রোগী জড়ভাবাপন্ন, কিছুই চাহে না. কিছুই গ্রাহ্য করে না ও কিছুই লক্ষ্য করে না। উচ্চৈস্বরে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, রোগী চক্ষু খুলিয়া প্রশ্নকারকের প্রতি স্থিরভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকায় এবং অবশেষে ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয়; অন্যথা সে কথা কহে না।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla) :—তৃষ্ণাবিহীনতা; রোগী নিয়ত টাট্‌কা বাতাস চাহে; অবস্থাবোধের পরিবর্ত্তনশীলতা, রোগী এই ভাল, আবার মন্দ; ক্রন্দনশীল স্বভাব; মন্দাস্বাদ, ভক্ষিত পদার্থের ভাল আস্বাদন নাই।

রস্‌টক্স্‌ (Rhus Tox) :- পীড়ার বিকার লক্ষণ প্রাপ্তির প্রবণতা। রোগী অত্যন্ত অস্থির, সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতেছে, ও সরিয়া সরিয়া বেড়াইতেছে; দাঁতে ও ঠোঁটে ছাতা পড়া (sordes), জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; স্ফোট কোঁকড়াইয়া যায় ও শববৎ বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়; সংযুক্ত বসন্ত (confluent small-pox)।

· স্যারাসিনিয়া (Sarracenia Purp) :—বসন্ত রোগে ইহার বড় প্রশংসা, কিন্তু ইহার কোন বিশেষ জ্ঞাপক লক্ষণ নাই। ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা।

সিকেলি কর্ণুটম্‌ (Secale Cornutum):—রোগীর বস্ত্রাবৃত থাকিতে না চাওয়া; অত্যন্ত তৃষ্ণা; স্থিরভাবে থাকা; গুটিকা, দেখিতে অস্বাভাবিক ও অসুস্থ ভাবাপন্ন (unhealthy appearance) এবং শীঘ্র রক্তিম রসপূর্ণ হয়, না হয় অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

সিলিকা (Silica) :—পরিপক্কতাবস্থা, অধিককাল স্থায়ী ও অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী; গুটিকা সকল শীঘ্র শুকায় না।

ষ্ট্রামোনিয়ম্‌ (Stramonium) :—গুটিকা দেখা দেয় না; রোগী যেন স্বভাবিক অবস্থায় নিদ্রিত আছে, এইরূপ স্থিরভাবে শুইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু ভয় জ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠে; মুখ লাল ও ফুলো; বারম্বার খেঁচুনি; মুত্ররোধ।

সল্ফার (Sulphur) :—গুটিকা বাহির করা, পাকান, বা তাহাকে শুকাইবার জন্য, পীড়ার সকল অবস্থায়, আবশ্যক হইলে, ইহার ব্যবহার হইতে পারে। মস্তিষ্কাক্রান্তি বা অন্য কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে পীড়ার পরিবর্ত্তন স্থলে (metastasis) ইহা বিশেষ উপযোগী। গুটিকা মলিন রক্তিম রস পূর্ণ।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) :—বিবমিষা ও বমন; ঘন ঘন ও অল্প অল্প জলপান; অতি বিলম্বে গুটিকার বাহির হওয়া; রোগী তন্দ্রাযুক্ত, এবং নিদ্রা যাইলে বমনারম্ভ। স্ফোট বসিয়া গিয়াছে। পীড়ার বিকার ও পচাভাব প্রাপ্তি।

থুজা (Thuja) :—সচরাচর পীড়া স্থলে স্ফোট বাহির হইলে (বিশেষতঃ যদি সেইগুলি স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে), ইহার ব্যবহার চলিতে পারে।

ভ্যাক্সিনিয়ম্ ও ভ্যারাইওলিনম্ (Vaccinium and Variolinum) :—কোন কোন স্থলে উপকারক।

চুম্বক।

রক্তস্রাব উপসর্গ থাকিলে :—১ বেলা., ক্যাস্থা, চায়. ইপে. মার্ক.স., ফস্ফো., পল্‌সে., সল্‌ফ.। ২, এক., এণ্টি. ক্রু., আর্ণি. আর্সে., ব্রাই, কার্ব্বো ভে., ক্যাম., হাইওসি., রস্ ট., সিকে., সিলি. ষ্ট্রামো. ৩, য়্যামো. মি., ব্যাপ্টি., হ্যামা., হাইড্রা. ফস্ফো. অ্যা., থুজা.।

গুটিকাগুলি দেখিতে কাল ও রক্তিম :—১, এপিস্ আর্সে. কার্ব্বো ভে., হ্যামা, ল্যাকে., রস্। ২, বেলা., ক্যানা. চায়, হাইড্র্যা., ফস্ফো।

গোবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া (Vaccination)

টীকা দেওয়ার চতুর্থ দিবসে একমাত্রা সলফার দেওয়া উচিত; গুপ্ত সোরা (Psora) হেতু কোন প্রকার নূতন স্ফোট উদ্ভূত হইলে সিলিকার উচ্চ ক্রমের একমাত্রা দেওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে লক্ষণানুসারেঃ সোরিনম্, গ্র্যাফাইটিস্, পেট্রোলিয়ম্ ইত্যাদি।

পান বসন্ত (Varicella; chicken-pox)

একনাইট (Aconite):—অত্যন্ত জ্বর।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখ ও চক্ষুর আরক্ততা, শিরঃপীড়া, ইত্যাদি বর্ত্তমান।

কফিয়া (Coffea):—অস্থিরতা ও অনিদ্রা।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis):—মুখ হইতে লালাক্ষরণ; তৃষ্ণা। গুটিকা হল্‌দে হয় ও পাকে; মুখে ফোস্কা হয়।

রস্ টক্‌স্ (Rhus Tox):—গুটিকা, বিস্তীর্য্যমান ফোস্কার আকার ধারণ করে ও অত্যন্ত চুলকায়; শিশু অত্যন্ত অস্থির।

সল্‌ফার (Sulfur):—গুটিকাগুলি শুকায় না, চুলকায় ও রীতিমত ক্ষত হয়। ডাঃ হার্টমান স্থানীয় লক্ষণ দৃষ্টে ইহার ব্যবহার করিতে বলেন।

টার্টার এমেটিকা (Tartar Emetic):—স্ফোট দেখা দেয় না ও কেঁচুনি আরম্ভ হয়।

রোগের লক্ষণের সহিত বেলাডনা, সিপিয়া, ডল্কামারা ও ক্লিম্যাটিসের লক্ষণের সহিত বিশেষ করিয়া তুলনা করা উচিত।

গুটিকা ক্ষত হইলে ও পীড়া মন্দভাব ধারণ করিলে, তাহার সহিত মার্কুরিয়স্, সল্ফার, হেপার, গ্র্যাফাইটিস্, ক্যাল্কেরিয়া ও সিপিয়ার লক্ষণ গুলির তুলনা করা কর্ত্তব্য।

বিসর্প (Erysipelas Neonatorum)

একোনাইট (Aconite) :—অত্যন্ত জ্বর।

এপিস্ (Apis) :—যেন হুলফোটান হইয়াছে, শিশু এইরূপ ভাবে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে; রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; স্ফোটের, শিশুর শরীরের সর্ব্বত্র, বিস্তৃতির বা পচা ধরার প্রবণতা।

আর্ণিকা (Arnica):—থেঁৎলান বা জোর করিয়া নাড়ী টানা হেতু পীড়ার উদ্ভূতি।

বেলাডনা(Belladonna):—স্ফোট লাল ও ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় কেন্দ্র হইতে ছড়িয়া পড়িয়াছে; ঝাঁকুনি ও গোঙ্গান; চর্ম্ম উষ্ণ বোধ হয়; প্রলাপ; মস্তিষ্কাক্রান্তির লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—প্রদাহিত অংশ কঠিন, মলিন ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়। ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা। সামান্য চড়ায় কষ্টের বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—ফুস্কুড়ীর ন্যায় স্ফোট, অথবা তথা হইতে স্বচ্ছ ও গাঢ় রসনিস্রব। অথবা পীড়া পুরাতন ভাব ধারণ করিতে পারে—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ, মল বৃহতায়তন ও তাহার নিঃসরণ অতি কষ্টসাধ্য।

কেলি কার্ব্ব (Kalicarb) :—রাত্রি ৩টার সময় রোগের বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—পীড়িত স্থানের বেগুণে বর্ণ;

নিদ্রা যাইবামাত্র রোগীর প্রলাপ; বাম হইতে দক্ষিণে পীড়ার বিস্তৃতি।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—দক্ষিণ হইতে বামে বিষর্পের বিস্তৃতি; প্রত্যহ অপরাহ্নে ৪ টার সময় শিশুর মন্দ-ভাবাপন্নতা; প্রস্রাবে লাল গুঁড়া।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—উপদংশ হইতে পীড়ার উৎপত্তি; মুখ হইতে লালা ক্ষরণ; তৃষ্ণা।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric acid):—অস্থিবেষ্টে আঘাত লাগিয়া পীড়ার উদ্ভূতি; শিশুর ঔদাসিন্য।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla) :—পীড়া প্রথমে পাছায়, উদ্ভূত হইয়া, তথা হইতে শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়।

রস্‌টক্স্ (Rhus tox) :—বিষর্প বিস্তৃত হয়, কিন্তু ইহার ধার লাল থাকে; ফুস্কুড়ী বা অন্য কোন প্রকার ভাবাপন্ন বিসর্প; বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে বিষর্পের বিস্তৃতি।

রস্ র‍্যাডিক্যান্‌স্ (Rhus Radicans) :— উপর হইতে নিম্নে, ও শরীরের কৌষিক বিধানের (Cellular tissue) মধ্যে পীড়ার বিস্তৃতি।

রুটা (Ruta) :—আঘাত হইতে পীড়ার উদ্ভূতি।

সল্‌ফার (Sulfur) :—হার্পিস্ ধাতুগ্রস্থতা (Herpetic constitution)।

আমবাত।

একনাইট (Aconite):—অত্যন্ত জ্বর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা।

এপিস্ (Apis):—চর্ম্মের স্থানে স্থানে আরক্তত্তা, প্রদাহ, ও পুরু হওয়া; এবং তথায় জ্বালা ও হুল ফোটানের ন্যায় বেদনা। কঠিন রোগেতেও ইহা উপকারী।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—রাত্রিতে অত্যন্ত ছট্‌ফটানি ও অধিক আমবাত বাহির হওয়া। অনুপযুক্ত আহার হেতু পীড়া উদ্ভূত হইলে ইহা উপকারক।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখ ও চক্ষু লাল; স্ফোট লাল; নিদ্রাবস্থায় চমকান ও গোঙ্গান; মস্তক উষ্ণ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—স্ফোটের আংশিক বসিয়া যাওয়া; উহা দেখিতে মলিন, ও সেই সঙ্গে বক্ষে চাপিয়া ধরা বোধ এবং ঘন ঘন ও কষ্টযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা (Calcarea Carb:—শাদা ও উন্নত স্ফোট; ইহা কঠিন ও অতিশয় চুল্‌কায় বলিয়া শিশু অসুখী হয়।

ডল্কামারা (Dulcamara)—যতবার শিশুকে শীতল ও আর্দ্র বায়ুতে বাহির করা যায়, ততবারই এরূপ স্ফোট দৃষ্ট হয়।

হেপার Hepar Sulph):—স্ফোটের সহিত বক্ষ, মস্তক, প্রভৃতির প্রতিশ্যায় (Catarrh)।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—আমবাতের সহিত পাকস্থলীর গোলমাল, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla:—আমবাতের সহিত, রাত্রিতে বৃদ্ধিযুক্ত, উদরাময়।

রস্ টক্স (Rhus Tox):—চুল্‌কাইলে আমবাতের বৃদ্ধি।

সিপিয়া (Sepia):—ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমবাত দেখা দেয় ও উষ্ণ গৃহে তাহা লুপ্ত হয়।

সল্‌ফার (Sulfur):–বোধ হয় যেন আমবাত বসিয়া যাওয়া হেতু, শিশু কষ্ট পাইতেছে।

অর্টিকা ইউরেনস্ (Urtica Urens):—জলবিছুটি গায় রগড়াইলে যেরূপ হয়, আমবাত দেখিতে সেইরূপ মলিন এবং তাহা সর্ব্বদা চুল্‌কায়।

পামা (Eczema)।

একনাইট (Aconite):—জ্বর, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও স্থানীয় প্রদাহ।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum):—শুষ্ক ও ছালযুক্ত (scaly) স্ফোট; কেশযুক্ত স্থানে ইহার উদ্ভূতি হইলে, ইহা, সময়ে সময়ে, তথাকার কেশ বিনষ্ট করিয়া, সেই স্থানকে খরস্পর্শ ও দেখিতে অপরিষ্কৃত করিয়া রাখে।

বেরাইটা কার্ব্বনিকা (Baryta Carbonica):—বিশেষতঃ, উপসর্গস্বরূপে গ্রীবার, সব্‌ম্যাক্সিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থীর স্ফীতি, বর্ত্তমান থাকিলে।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—নড়াচড়ায় বৃদ্ধিযুক্ত অন্য কোন পীড়ার উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে। স্পর্শে, করোটি ত্বচে, বেদনা; শিশু, চুল আঁচড়ানও সহ্য করিতে পারে না।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট শিশুতে পুরু মামড়ীযুক্ত স্ফোট ও মামড়ীর নিম্নে হল্‌দে পূয়। মল দেখিতে ফুলখড়ির ন্যায়। কখন কখন স্ফোট দাদের আকার ধারণ করে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla):—শিশুকে উষ্ণ রাখিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত খিট্‌খিটে; ইহাকে অধিকক্ষণ কোলে লইয়া বেড়াইতে হইবে।

সিকুটা (Cicuta Virosa) :—চিবুক ও উপরৌষ্ঠেতে পুরু ও ঈষৎ শাদা ছাল দেখা দেয়; তাহা হইতে অল্প অল্প রসস্রাব হইয়া উহাকে কেবলমাত্র আর্দ্র রাখে; কখন কখন নাক হইতে ঐরূপ ছাল উঠে।

ক্লিম্যাটিস্ (Clematis) :—কাল, জ্বালা ও অত্যন্ত চুল্কানযুক্ত, এবং ঘামাছির ন্যায় দেখিতে, স্ফোট; ইহা হইতে আবার অল্প অল্প রস নির্গমন; পীড়ার যতই বিস্তৃতি হয়, রসও সেই পরিমাণে শুকিয়া গিয়া মামড়ীর আকার ধারণ করে।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—মুখ, কপাল, রগ ও চিবুকে পুরু ও পাটকিলা বর্ণের চটা; চটার প্রান্ত ঈষৎ লাল ও ঐ স্থানে চুল্কাইলে রক্তস্রাব।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—স্ফোট হইতে স্বচ্ছ ও গাঢ় রসক্ষরণ; ইহা হেতুক চটা খসিয়া পড়ে, আবার নূতন চটা হয় এবং পুনরায় ঐরূপে উহা খসিয়া পড়ে; ইতি মধ্যে স্ফোট ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। যদিও সর্ব্বত্র এইরূপ স্ফোট উদ্ভূত হইতে পারে, তথাপি চিবুক ও কর্ণের পশ্চাতে তাহা বিশেষ দৃষ্ট।

হেপার (Hepar) :—পীড়িত স্থান বেড়িয়া নূতন ফুস্কুড়া হয় এবং উহা পীড়িত স্থানের সহিত মিলিয়া যায়; এইভাবে পীড়ার ক্রমশঃ বিস্তৃতি।

জ্যাসিয়া (Jacea) :—অত্যন্ত চুল্কানযুক্ত স্ফোট এবং রাত্রিতে চুল্কানির বৃদ্ধি; বিড়ালের প্রস্রাবের ন্যায়, প্রস্রাবে, গন্ধ।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) ঃ—স্ফোটে দুর্গন্ধ ও তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব ; দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামে পীড়ার বিস্তৃতি।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis) ঃ—মুখ হইতে অত্যন্ত লালাক্ষরণ এবং স্কর্ভি (scurvy) রোগের ন্যায় মাড়ীর অবস্থা।

ফাইটোলাক্কা (Phytolacca) ঃ—অত্যন্ত চুল্‌কায় ও রস পড়ে ; মাথা, মুখ ও বাহুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা।

সোরাইনম্ (Psorinum) ঃ—দেখিতে অসাধ্য পীড়ায়, ইহার ব্যবহার। অসহ্য চুলকানি ও চুল্‌কাইলে রক্ত পড়া।

রস্ টক্স (Rhus Tox) ঃ—স্ফোট বেড়িয়া অল্পপ্রদাহযুক্ত প্রান্ত ; অত্যন্ত চুল্‌কানি, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

সার্সাপ্যারিল্লা (Sarsaparilla) ঃ—স্ফোটের নিম্নস্থ সমস্ত স্থান প্রদাহিত ; শিশু, অসুস্থ ও অত্যন্ত কাঁদে। খোলা বাতাসে চটা গুলি খসিয়া যায় এবং নিকটস্থ চর্ম্ম ফাটিয়া যায়।

সিপিয়া (Sepia) ঃ—আর্দ্র স্ফোট এবং তাহা হইতে প্রায় নিয়ত পূর্যবৎ পদার্থ ক্ষরণ ; যেন অত্যন্ত চুল্‌কায় বলিয়া, শিশু প্রায়ই এদিক ওদিক মাথা ঝাঁকায়।

ষ্ট্যাফিজেগ্রিয়া (Staphysagria) ঃ—হল্‌দে, আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত চটা ; অত্যন্ত চুল্‌কানি।

সল্‌ফার (Sulfur) ঃ—মস্তকে, পীড়ার প্রধানতঃ অবস্থান হইলেও, শরীরের সর্ব্বত্র, অল্প বা অধিক পরিমাণে, স্ফোটের বিস্তৃতি ও তৎসহ অত্যন্ত চুল্‌কানি হয়।

ভাইওলা (Viola Tricolor) ঃ—পুরু চটার নিম্ন হইতে

হল্‌দে রসের অধিক পরিমাণে ক্ষরণ ও তজ্জন্য চুলের জটা বাঁধা।

খুস্কি (Pityriasis—Dandruff)

আর্সেনিক (Arsenic) :—শুষ্ক ও ছালযুক্ত স্ফোট; নিয়ত খুস্কি ওঠা ও তজ্জন্য প্রায়ই চুল নষ্ট হওয়া।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—মাথার চৈতন্যাধিক্য; খরস্পর্শ ও অসমান খুস্কি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—মাথার সর্ব্বত্র সমান খুস্কি থাকায়, মাথা মসৃণ ও পুরু বোধ হয়। ইহার দ্বারা প্রায় অধিকাংশ পীড়ারই আরোগ্য সাধিত হয়।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—ঋতুর প্রত্যেকবার শীতলতায় পরিবর্ত্তনে, শিশুর, পীড়ার বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—মধ্যে মধ্যে মাথার উপর স্বচ্ছ ও গাঢ় রসস্রাব।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—মাথায় বড় দুর্গন্ধ।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—খুস্কির সহিত মার্কারির লক্ষণ বর্ত্তমান।

সোরিনম্ (Psorinum) :—সল্ফার বা ক্যাল্করিয়া দ্বারা কোন ফল পাওয়া না যাইলে।

সিপিয়া (Sepia) :—দাদের ন্যায় চাকা চাকা হইয়া খুস্কি উঠে।

সিলিকা (Silica) :—ক্যাল্কেরিয়ার ন্যায় লক্ষণযুক্ত রোগীতে ইহার ব্যবহার; ইহাতে শিশুর, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্টতার, ক্যাল্কেরিয়ার ন্যায়, আধিক্য নহে।

সল্‌ফার (Sulfur) :—খুস্‌কির সহিত সল্‌ফরের সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান।

নিভস্ (Nœvus-mother's mark—Moles)।

কৈশিক ধমনী আক্রান্ত হইলে :—

বেলাডনা (Belladonna) :—লাল রেখাসমূহ, ব্যাসার্দ্ধের ন্যায়, কেন্দ্র হইতে সকল দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু।

লাইকোপোডিয়ম (Lycopodium) :—বিবৃদ্ধ, ধমনীয় ও শৈরিক, কৈশিক অর্ব্বুদ।

কৈশিক শিরাসমূহ আক্রান্ত হইলে :—

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis : – সামান্য মাত্র উপদাহে অত্যন্ত রক্তস্রাব।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—সামান্য আঘাতে অধিক রক্তস্রাব; রক্তস্রাব, ধমনীয় বা শৈরিক। নকস্ ভমিকা ও সল্‌ফার দেখ।

ফ্লুয়রিক আসিড (Fluoric Acid) :—অত্যন্ত চুল্‌কান থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

কোষার্ব্বুদ (Encysted tumour)।

রোগীর সাধারণ লক্ষণ দেখ। এই ঔষধ গুলি অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয় :—বেরাইটা কার্ব্ব., ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব., হেপার, গ্র্যাফাইটিস্, ফস্ফোরস্, সিলিকা ও সল্‌ফার।

আচুঁলি (Warts-Wens).

রোগীর সাধারণ লক্ষণ দেখ। এই ঔষধ গুলি প্রায়ই আবশ্যক হয় :—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব., কষ্টিকম্, ডল্কামারা, লাই-কোপোডিয়ম্, নাইট্রিক আসিড, সোরিনম্, রস্‌টক্স, সিপিয়া, সল্‌ফার ও থুজা।

ফিগওয়ার্টস (Figwarts) :—

থুজা; লাইকো.; ডল্কামারা।

নবপ্রসূত শিশুর মস্তকে রক্তিম অর্ব্বুদ হইলে, একমাত্রা উচ্চক্রমের ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব. ব্যবহারে আরাম হয়। ডাক্তার হার্টম্যান রস্ বা আর্নিকা ৩০ ক্রম ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

ক্ষতকর স্রাব ও অস্থিপচন আরম্ভ হইলে,—চায়না, পরে—সিলিকা। প্রথম হইতে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব. ব্যবহার করিলে অন্য কিছুই ব্যবহার করিতে হইবে না।

কালিমাচিহ্ন (Ecchymosis) :—আর্নিকা প্রয়োগ।

র‍্যানুলা (Ranula)

অস্ত্রচিকিৎসা। ঔষধ দ্বারাতেও অনেক স্থলে আরাম হয়। (ডাঃ গরেন্‌সি অস্ত্রপ্রয়োগ বারণ করেন; আমরা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না)।

আম্ব্রা ((Ambra grisea) :—জার (Jahr) ইহার প্রশংসা করেন।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব. (Calcarea Carb) :—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট শিশুতে পীড়ার বিদ্যমানতা।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—লালাক্ষরণ। উপদংশ দোষ সন্দেহ।

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্ (Natrum Muriaticum) :—ডাঃ হার্টম্যান, আম্ব্রা অপেক্ষাও ইহার প্রশংসা করেন।

রস্‌টক্স (Rhus. Tox) :—আমি অন্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার দ্বারা অধিকাংশ রোগী আরাম করিয়াছি।

সল্‌ফার (Sulfur) :—রোগীর স্বভাব ও পীড়ার কারণের সহিত ইহার লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে।

থুজা (Thuja) :—নীলবর্ণ ও উপদংশ পীড়ার উপসর্গযুক্ত অর্ব্বুদ।

অহিপুতন (Intertrigo)

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব. (Calcarea Carb) :—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু ও মাংসল শিশু।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) :—পরস্পর সংঘর্ষক অংশের ছাল উঠা ও তথায় ক্ষত হওয়ার প্রবণতা, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে, অত্যন্ত কাঁদে ও সর্ব্বদা তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphites) :—পীড়িত স্থান হইতে স্বচ্ছ ও গাঢ় রসক্ষরণ, বিশেষতঃ কাণের পশ্চাৎ ও উরু হইতে।

হেপার (Hepar) :—পীড়িত ধারে ফুস্কুড়ী হইয়া ফাটিয়া যায় ও ঐ স্থানের সহিত ি ায় এবং তৎপরে তাহার ধারে আবার নূতন ফুস্কুড়ী হয় ; প ক্রমশঃ পীড়ার বৃ দ্ধ।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycoj m) :—পীড়িত স্থানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও তথা হইতে রক্ত বেলা ৪ টার পর মন্দ-ভাবাপন্নতা ও রাত্রি ৮টার পর : বের উপশম।

মার্কুরিয়স্ সোল্যুবিলস্ ercurius Solubilis) :—রাত্রিতে কষ্টের বৃদ্ধি ; পীড়িত ন ছাল উঠা ও উহার রক্তিম দর্শন ; শিশুর ভাল নিদ্রা না হ ।

পল্‌সেটিল্লা বা ইগ্নেসিয়া ulsatilla or Ignatia) :—মাতা বা ধাত্রীর অধিক পরিম ক্যামমিল টি (chamomile tea) পান করা হইলে।

সিপিয়া (Sepia) :—(দুমার চর্ম্ম ; সামান্য আঘাতেই ক্ষত হওয়ার প্রবণতা।

সল্‌ফার (Sulfur) : চর্ম্মের সর্ব্বত্র চুল্‌কানি, বিশেষতঃ পীড়িত স্থানে।

স্তনের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

কারণ লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা।

একনাইট (Aconite) :—প্রথম হইতেই অত্যন্ত জ্বর।

আর্ণিকা (Arnica) :—স্তন কেবলমাত্র কঠিন, তাহাতে দৃশ্যমান কোন প্রকার প্রদাহ নাই বা আরক্ততা এখনও দেখা দেয় নাই।

বেলাডনা (Belladonna) :—বিষর্পভাবাপন্ন প্রদাহ ;

যতই প্রদাহ বিস্তৃত : স্থানের কেন্দ্র হইতে ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় লাল রেখাক্রমে ছড়ি লিয়া য

ব্রাইওনিয়া (Bryo এইরূ কঠিন ও মলিন লালাভাযুক্ত।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব diuu Carb) :—কোন কোন স্থলে, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু স্রাব ; ইহার প্রয়োজন ; ফণ্ট্যানেল বৃহৎ, বর্ণ সুন্দর ; ন্দভাকিন্তু লাল নহে।

ক্যামমিল্লা (Chamo. (M—শিশু খিট্‌খিটে ; কোলে রাখিলেই ইহা স্থির থাকে স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

হেপার (Hepar) :— ওয়ার পূয় হইলে ইহার আবশ্যকতা।

সিলিকা (Silica) :—(P র পর ইহার কথন কথন আবশ্যকতা ; বিশেষতঃ ক্ষত নে করিবার জন্য।

পৈত্তিক স্ব দংশ।

(Syphilis Neonatorum- editary Syphilis.)

অরম্ (Aurum) :—নাসিকা তালুর অস্থি আক্রান্ত। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধিস্রাব।

চায়না (China) বা ফস্ফরিক এসিড (Phosphoric Acid) :—শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল ও তাহ চর্ম্ম শীতল।

হেপার (Hepar) :—মাতাকে, য়্যা লাপ্যাথিক চিকিৎসায় যথেষ্ট পরিমাণে পারদ সেবন করান হইবে।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—উপদংক্ষত বর্ত্তমান।

নাইট্রিক আসিড (Nitric Acid) :—উপক্ষত বা লালাক্ষরণ বর্ত্তমান।

চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ঔপদংশীয় প্রদাহ।

(Syphilitic Opthalmia.)

মার্কুরিয়স্, থুজা, নাইট্রিক আসিড, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্, ফাইটোলাকা। (চক্ষুপ্রদাহের ঔষধাবলি দেখ)।

ঔপদংশীয় চর্ম্মরোগ।

নাইট্রিক আসিড, হেপার থুজা, সলফার, ফস্ফরিক আসিড, ডল্কামারা ও ফাইটোলাকা।

কণ্ডিলোমা (Condylomata)

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis):— মার্করির সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমা

নাইট্রিক আসিড (Nitric Acid):—শরীরে পারদের লক্ষণ বর্ত্তমান।

থুজা (Thuja):—অধিকাংশস্থলে ইহার ব্যবহার।

ফাইটোলাক্কা (Phytolacca):—ভয়ানক চুল্‌কানি।

ব্রন (Comedones—Acne Punctata)

ইউজিনিয়া জাম্বস, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব., নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্, গ্রাফাইটিস্, সেবাইনা, সল্‌ফার ও থুজা।

নীলিমা (Cyanosis)

একনাইট (Aconite):—কোন কোন সময়ে রাক্তিক উত্তেজনা, উত্তাপ, বা অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহার আবশ্যকতা হইতে পারে; এইরূপ স্থলে, ঔষধের উপকার কাল পর্য্যন্ত

অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

আর্নিকা (Arnica): মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, গলারোধ ও শ্বাস রোধ বোধ হওয়া; রোগীর আর বাঁচিবার সম্ভব বোধ হয় না। এরূপ স্থলে কয়েকমাত্রা ঔষধেই উপকার হইবে।

আর্সেনিকম (Arsenicum) :—সামান্য পরিশ্রমে লক্ষণের বৃদ্ধি। অত্যন্ত শীর্ণতা; শীতল ঘর্ম্ম; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcare arb.) :—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট শিশু; বৃহৎ ও অরুদ্ধ ফণ্টেনেল; অত্যন্ত মাথা ঘামা।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Ca. Vegetabilis) :—শিরাগুলি পূর্ণরূপে ও বিশেষ নালরূপে

চায়না (China) :—হিমাঙ্গ অবস্থা; চর্ম্ম অত্যন্ত শীতল ও মলিন।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) :—শিশু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে বা তাহাকে নড়াইলে, তাহার মোহ বা প্রায় মোহভাব হয় এবং প্রায়ই বমন হয়। চক্ষুর পাতা, ঠোঁট, জিহ্বা, ও নখগুলি নীল; নাড়ী অসমান বা অতি ধীর।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—নিদ্রার পর শ্বাসরোধের উদ্রেক ও নীলিমার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত মাংসপেশীর অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা; শিশুর গায় হাত দিবার যো নাই; সামান্য স্পর্শেতেই তাহার লাগে, এবং থেঁৎলান আঘাতের ন্যায় নীল দাগ পড়ে।

লরাসিরেসস্ (Laurocerasus) :—আমরা চিকিৎসায়,

ইহার দ্বারা নিম্নলক্ষণবিশিষ্ট অনেক কঠিন রোগের আরোগ্য হইয়াছে :—

সামান্য পরিশ্রমেই নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতে হয়, ও নীলিমার বৃদ্ধি হয়। আঙ্গুলের আগাগুলি গোল ও অন্যান্যাংশ অপেক্ষা মোটা; স্থির হইয়া থাকিলে শিশু ভাল থাকে।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় শিশু, শ্বাসকষ্ট ও চরণ ফোলা।

সিকেলি (Secale):—কোঁকড়ান চর্ম্মযুক্ত ও শীর্ণ শিশুতে উপযোগী; বিশেষতঃ মাংসপেশীর আক্ষেপ, হঠাৎ ক্রন্দন, জ্বরভাব ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে।

সল্ফার (Sulfu):—সল্ফার লক্ষণবিশিষ্ট অনেক রোগীতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শিশুদিগের পাণ্ডুরোগ (Infantile Jaundice.)

কোন ঔষধের প্রয়োজন হইলে (প্রায় তাহা হয় না), এক মাত্রা একনাইটে সমস্ত অসুখের আরাম হয়। কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত প্রকৃত পাণ্ডুরোগ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধাবলীর মধ্য হইতে ঔষধ বাছিয়া লইতে হইবে। অনেক সময়ে স্তন-দুগ্ধের দোষে, পাকস্থলী ও অন্ত্রের ন্যায় শিশুর যকৃতেরও ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়; এরূপ স্থলে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা স্তনদুগ্ধের দোষ নিরাকরণ করিলে শিশুর পীড়াও দূরীভূত হইবে। মাতা বিশেষরূপে পীড়িতা হইলে, শিশুকে অন্য কাহারও স্তনপান করান বা গোদুগ্ধ ও গর্দ্দভদুগ্ধ সেবন করান

উচিত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জানিতে হইবে যে দুগ্ধ হইতেই এই সমস্ত অসুখ হইতেছে, অন্য কি হইতে নহে।

একনাইট (Aconite) :—শিশু রুক্ষ, অস্থির, নিদ্রাশূন্য ও জ্বরযুক্ত।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—পরিপাকবিহীন, পাতলা বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত মল; মাথার সর্ব্বত্র শুষ্ক ফুস্কড়ী; হল্‌দে চর্ম্ম।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—পানের অল্প পরেই দুগ্ধ বমন; শিশু স্থির থাকিতে চাহে। হল্‌দে চর্ম্ম।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcaria Carb) :—চক্ষের হরিদ্রাবর্ণ। অন্যান্য লক্ষণ দাঁত ওঠা প্রস্তাবে দেখ।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—বোধ হয় যেন ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া উদ্ভূত হইয়াছে; পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত মল; শিশু খিট্‌খিটে; কোলে করিয়া বেড়ান চাহে।

চায়না (China) :—যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা; পেট ফাঁপা। পরিপাক ও বেদনা বিহীন মলের অধিক পরিমাণে নিঃসরণ।

কলসিন্থ (Colocynth) :—শূলবেদনা হেতু অঙ্গভঙ্গি ও শরীরকুঞ্চন করা।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) :—মল, প্রায় শাদা; অল্প পরিমিত পাটকিলা বর্ণের প্রস্রাব; বারম্বার কাটবমি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—বায়ুমণ্ডলের শীতলতার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে শিশুর অবস্থা মন্দ হওয়া।

হেপার (Hepar) :—শুষ্ক ফুস্কুড়ী স্ফোটযুক্ত, শিশু।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia) ঃ—আক্ষেপ হওয়া, শিশুর একটী বিশেষ লক্ষণ ; বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) ঃ—প্রায় নিয়ত বমন।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis) ঃ— মার্করির সাধারণ লক্ষণ, যথা মুখ হইতে লালাক্ষরণ, গ্রন্থীব স্ফীতি, আমযুক্ত মল, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট প্রস্রাবের অধিক পরিমাণে নিঃসরণ।

নাইট্রিক আসিড (Nitric Acid) ঃ—কড়াগন্ধবিশিষ্ট ও অল্প পরিমিত প্রস্রাব ; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অস্থিরতা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica) ঃ—কোষ্ঠবদ্ধ ; ভোরবেলা নিদ্রা হওয়া ; শূল ; ধাত্রী বা মাতা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করেন বা অধিক কাফি পান করেন।

পল্সেটিল্লা (Pulsatilla) ঃ—এককালে ক্ষুধালোপ ; শ্লেষ্মা বমন ; তৃষ্ণা বিহীনতা ; প্রতিমূর্ত্তির প্রায়ই পরিবর্ত্তন ; সন্ধ্যায় মন্দভাবাপন্নতা।

সল্ফার (Sulfur) ঃ—শিশুর প্রায়ই জাগরণ ; নানা প্রকার চর্ম্মপীড়া হওয়ার প্রবণতা।

যকৃত প্রদাহ (Hepatitis).

যকৃতের পুরাতন পীড়া (Chronic Disease of the Liver)।

পৌনঃপুনিক জ্বর (Intermittent fever)।

একনাইট (Aconite) ঃ—অত্যন্ত জ্বর ; শুষ্ক উত্তাপ ; অস্থিরতা ও উদ্বেগ।

বেলাডনা (Belladonna) :—অত্যন্ত গোঙানি। নড়ান সহ্য হয় না। দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস হয় না; মুখ চক্‌চকে; চক্ষু লাল; আপনার কষ্ট বলিতে পারিলে, দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা বলে।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—অত্যন্ত হ্রস্ব শ্বাসপ্রশ্বাস; সামান্য নড়াচড়াও সহ্য করিতে পারে না; মুখ ও ঠোঁট শুষ্ক; মল, যেন পুড়িয়া গিয়াছে এইরূপ কাল শুষ্ক ও কঠিন।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—মাথায় ঘাম; খড়ির ন্যায় দেখিতে মল; শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু।

চায়না (China) :—যকৃৎ প্রদেশ,স্ফীত ও কঠিন; অত্যন্ত পেটফাঁপা; পরিপাকবিহীন মল।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) :—প্রায় শাদা বর্ণের মল; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; বিবমিষা; ধীর বা অনিয়মিত নাড়ী।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) :—নিদ্রিতাবস্থায় মন্দভাবাপন্নতা; কষ্ট হওয়ার পর জাগরণ।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—পেটফাঁপা ও পেটের ঘড়্‌ঘড়ানি; এই পীড়ায় ও অন্যান্য পীড়ায় ইহা একটী জ্ঞাপক লক্ষণ।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—উদরের স্পর্শনাসহিষ্ণুতা; উদর কঠিন ও টন্‌টনে। আমযুক্ত মল বা অত্যন্ত ফিকে হল্‌দে ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। মুখ হইতে লালাক্ষরণ। কড়া গন্ধ যুক্ত প্রস্রাব।

নক্সভমিকা (Nux Vomica) :—কোষ্টবদ্ধ, বৃহদায়তন ও কষ্টে নিঃসৃত মল; অগ্নিমান্দ্য; নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ রাত্রি ৩টার পর।

পলসেটিল্লা (Pulsatilla) :—ঠাণ্ডা স্বভাবযুক্ত শিশু; মলিন মুখ; সুন্দর বর্ণ; অগ্নিলোপ গুরুপাক বা অধিক ঘৃত-পক্ক দ্রব্য আহারে পাকস্থলীর গোলমাল হেতু পীড়ার উদ্ভূতি।

সলফর (Sulfur) :—রোগী একটু সামলায় আবার খারাপ হয়; কোন উপকার না হইয়াও রোগীর মন্দ হওয়ার প্রবণতা।

গণ্ডমালীয় ধাতু (Scrofula)

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—অত্যন্ত শীর্ণতা; মলিনতা; সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তি; রাত্রিকালীন অস্থিরতা। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট। গণ্ডমালীয় ধাতুহেতু শরীর শুকাইয়া যাওয়া।

বেরাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb) :—ঘাড়ের বা চোয়ালের নিকটস্থ গ্রন্থীসমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীতি ও কাঠিন্য। মধ্যান্ত্রিক (mesenteric) গ্রন্থীসমূহ আক্রান্ত এবং শরীর শুকাইয়া যাওয়া।

বেলাডনা (Belladonna) :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; পেট ফুলা; গলার ভিতর প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বেদনা; চক্ষুর মধ্যে প্রদাহ; মুখ ফুলো; ভাল রকম নিদ্রা না হওয়া; নিদ্রিতাবস্থায়, যাহা কিছু হয়, সকলই শুনিতে পাওয়া।

কাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—মাথা, বড়; ফণ্ট্যানেল, অরুদ্ধ বা অতি বিলম্বে রুদ্ধ ; মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

গ্রীবা ও অন্যান্য স্থানে সমবেদনাযুক্ত স্ফীতি; পেটের বিবৃদ্ধায়তন।

সিনা (Cina) ঃ—খিট্‌খিটে ও অশিষ্ট স্বভাবযুক্ত শিশু; সর্ব্বদা নাক খোঁটা; ধরিয়া রাখিলে, প্রস্রাব, দুগ্ধের ন্যায় শাদা হয়; কিছুতেই শিশু সন্তুষ্ট হয় না; রাত্রিতে শয্যায় কেবল অঙ্গভঙ্গি ও ছট্‌ফট্ করে এবং জল চায়; অযাপ্য ক্ষুধা। সিনা (১০০০) দ্বারা অনেকস্থলে এইরূপ পীড়াব আরোগ্য হইয়াছে।

হেপার (Hepar) ঃ—অনেকস্থলে উপযোগী। (রিকেটস্ প্রস্তাব দেখ)।

আইওডিন (Iodine) ঃ— গ্রন্থিস্ফীতি বিদ্যমানে অনেকস্থলে ইহার প্রয়োগ। ইহার লক্ষণাবলী দেখ। ইহার সহিত ব্রোমিনের অধিক সাদৃশ্য।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius solubilis) ঃ—রাত্রিতে নিম্ন শাখাঙ্গে শীতল ও আটা আটা ঘাম। রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম; গ্রন্থীর স্ফীতি, প্রদাহ, ও ক্ষত হওয়ার প্রবণতা। মুখ হইতে লালা ক্ষরণ। মাড়ীর অবস্থা স্কর্ভি (scurvy) পীড়ার ন্যায়। আর্দ্র ও শীতল ঋতুতে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।

মিজিরিয়ম্ (Mezereum) ঃ—নাক ও গলা হইতে সর্ব্বদা ছাল ওঠা।

সোরিনম্ (Psorinum) ঃ—অনেকস্থলে সল্‌ফারের সদৃশ।

সিলিকা (Silica) ঃ—পেট মোটা; পায়ের গোঁড়ালিতে জোর নাই; মাথায় অত্যন্ত ঘাম এবং সর্ব্বদা মাথা খুলিয়া রাখিবার চেষ্টা।

সল্‌ফার (Sulfur) ঃ—খোলা বা ঠাণ্ডা হাওয়া কোন ক্রমেই

সহ্য হয় না; শিশু, স্নান করিতে, জল স্পর্শ করিতে, চুল আঁচড়াইতে বা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। চর্ম্ম কর্কশ ও আঁইস বা ছালযুক্ত। চরণে আগুনের ন্যায় জ্বলা; রাত্রিতে অল্প অল্প তন্দ্রা; ছোট ছোট ফোস্কার ন্যায় স্ফোট।

রিকেট্স্ (Rickets)

আহারের উপর বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; মাতার স্তন দুগ্ধের উপর সন্দেহ হইলে, শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত,বা তাহাকে উত্তম গোদুগ্ধ সেবন করান উচিত। কিঞ্চিদধিক বয়স্ক হইলে, শিশুকে অধিক পরিমাণে মাংসাহার দেওয়া উচিত। দাঁত ভাল না থাকিলে, আহারীয় দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে হইবে। পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন।

বেরাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb):—ক্ষুদ্রকায় শিশু বা যাহাদের উত্তমরূপে শারীরিক পুষ্টি হয় নাই।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia):—শুষ্ক ও ফাটা ঠোঁট; আহারের পরই বমন; কোষ্ঠবদ্ধ, যেন পুড়িয়া গিয়াছে এইরূপ কঠিন ও শুষ্ক মল। স্থির থাকিতে চাওয়া।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):—ইহার লক্ষণ থাকিলে, সপ্তাহে এক বা দুই মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিলেই হইবে।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—সর্ব্বদা বিবমিষা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ প্রত্যুষে; কোষ্ঠবদ্ধ, বৃহদায়তন ও কষ্টে নিঃসৃত মল।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid) :—মলিন ও পীড়াগ্রস্থ প্রতিমূর্ত্তি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; বেদনাবিহীন উদরাময়; চলিবার সময় পা টলিয়া পড়া।

রুটা (Ruta Graveolens) :—উরুর দুর্ব্বলতা হেতু, চলিবার সময় পা টলিয়া পড়া ও উরুতে বেদনা বোধ হওয়া।

সিলিকা (Silica) :—ক্যাল্কেরিয়ার ন্যায়। প্রভেদ এই, যে ইহাতে ধাতু অম্ললক্ষিত ও অল্প শ্লেষ্মাপ্রধান এবং অস্থিসমূহ অধিক পুষ্ট।

ষ্ট্যাফিজেগ্রিয়া (Staphysagria) :—পীড়ার বৃদ্ধির সহিত দাঁত কাল হয় ও টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সল্‌ফার (Sulfur) :—চক্ষুতে স্ফোট, রাত্রিতে অল্প অল্প নিদ্রা প্রভৃতি, বর্ত্তমান।

ভিরেট্রম্ (Veratrum) :—কপালে শীতল ঘর্ম্ম, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, উপসর্গযুক্ত।

চক্ষু ওঠা (Opthalmia)

চক্ষু পরিষ্কৃত রাখা, তাহাতে অধিক আলোক না লাগান, শিশুকে স্থির রাখা ও মাতার বা ধাত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, আবশ্যক।

একনাইট (Aconite) :—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া পীড়ার উদ্ভূতি; জ্বর, অস্থিরতা, কষ্ট ও অনিদ্রা।

বেলাডনা (Belladonna) :—চক্ষু, অত্যন্ত লাল; আলোক সহ্য হয় না; কেবল মাত্র অন্ধকারেতেই চক্ষু খোলা যায়। চক্ষুর পাতা হইতে রক্ত পড়া।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু; চক্ষু হইতে অত্যন্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla):—চক্ষু হইতে রক্তপড়া; প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া। ঠাণ্ডা লাগিয়া, আর্দ্র ঋতুহেতু, পীড়ার উদ্ভূতি, বা বায়ুমণ্ডলের শীতলতার পরিবর্ত্তনে পীড়ার বৃদ্ধি।

ইউফ্রেজিয়া (Euphrasia):—চক্ষু হইতে প্রায় নিয়ত জল পড়া।

হেপার (Hepar):—প্রদাহিত চক্ষু বেড়িয়া ছোট ছোট ফুস্কুড়ী।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia):—বেলাডনার ন্যায় চক্ষুর প্রদাহ, কিন্তু তত প্রবল নহে; ইহার সহিত দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis):—নিদ্রার পর ক্ষণেক সময়ের জন্য চক্ষুর লক্ষণের বৃদ্ধি।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius):—অক্ষিপুট অত্যন্ত স্ফীত, এবং তাহার নিম্নে অধিক সপূয় পদার্থ সঞ্চয়; চক্ষু খুলিলেই তাহার অধিক পরিমাণে নিঃসরণ। (নাইট্রিক আসিডের সহিত তুলনা কর।)

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—প্রাতে চক্ষু লক্ষণের বৃদ্ধি।

পল্সেটিল্লা (Pulsatilla):—সন্ধ্যায়, চক্ষু লক্ষণের বৃদ্ধি এবং খোলা বাতাসে উপশম।

রস্টক্স (Rhus Tox):—অক্ষিপুট, প্রধানতঃ আক্রান্ত; বিষর্পাক্রান্তের ন্যায় পুটদ্বয় লাল ও চক্চকে এবং অত্যন্ত চুল্‌কায়; চক্ষু বুঁজিলেও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কিছু বাহির হয়।

সল্‌ফার (Sulfur) ঃ—শরীরের সর্ব্বত্র অধিক বা অল্প পরিমাণে ফুস্কুড়ী; অল্প অল্প তন্দ্রা; চক্ষু অত্যন্ত চুল্‌কায় ও তাহাতে অধিক শ্লেষ্মা জমে; চক্ষুর কোনে ছাল ওঠা বোধ হয়।

থুজা (Thuja) ঃ—অক্ষিপুটের কঠিন প্রদাহ; পুটদ্বয় কঠিন বোধ হয়।

কর্ণমূল গ্রন্থী প্রদাহ (Parotitis—Mumps.)

বেরাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb) ঃ—কঠিন স্ফীতি।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—চক্ষু ও মুখ লাল; অপরাহ্নে জ্বর; বৈষর্পিক প্রদাহের প্রবণতা; জড়তা ও প্রলাপ এবং অর্ব্বুদ বসিয়া গেলে মস্তকে বেদনা। লাল ও চক্‌চকে স্ফীতি, কেন্দ্র হইতে রেখা ক্রমে আরক্ততার বিস্তৃতি; বিশেষতঃ দক্ষিণ প্যারটিড গ্রন্থী আক্রান্ত হইলে।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis), কোনায়ম্ (Conium), এবং কোকস্ ক্যাক্‌টাই (Coccus Cacti) ঃ—এই সকল পীড়ায় উপকারক। ঈষৎ নীল বা বেগুনে স্ফীতি হইলে, কার্ব্বো; অত্যন্ত কঠিন স্ফীতি হইলে, কোনায়ম্।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis) ঃ—বাম পার্শ্বে স্ফীতির প্রথম আরম্ভ, পরে দক্ষিণ গ্রন্থী আক্রান্ত।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) ঃ—দক্ষিণে আরম্ভ হইয়া পরে বামে গমন।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) ঃ—অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যবহার, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে এবং রাত্রিতে কম্পজ্বর

ও তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকিলে; রাত্রিতে ঘর্ম্ম; অগ্নিলোপ; মুখ খুলিতে না পারা; গিলিবার কষ্ট; কিছু পরিমাণে লালাক্ষরণ।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—স্তন বা অণ্ডকোষে স্ফীতির পরিবর্ত্তন (Metastasis) হইলে। এরূপ স্থলে নক্স বা মার্কুরিয়স্ কখন কখন প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

রস্ (Rhus):—রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা; বৈষর্পিক প্রদাহ উপসর্গযুক্ত।

হেপার, সিলিকা, আর্সেনিক, রস্ (Hepar, Silica; Arsenicum or Rhus):—পূয় হইলে আবশ্যক হইতে পারে।

হিক্কা (Hiccough.)

একটু একটু উষ্ণ জলপানে উপশমিত হইতে পারে।

বেলাডনা (Belladonna):—মুখ চক্‌চকে; চক্ষু লাল; হিক্কার জন্য বেদনা হেতু ক্রন্দন।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus):—অঙ্গের ঝাঁকুনি ও কম্পন উপসর্গযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia):—বারম্বার দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—হিক্কার সহ নিয়ত ও অধিক বিবমিষা।

নক্স ভমিকা (Nux Vomica):—কোষ্ঠবদ্ধ, হিক্কার কারণ বা তৎসহ বর্ত্তমান।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—প্রায়ই রাত্রিতে হিক্কা।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia.)

রীতিমত ঔষধ দ্বারা অনেক স্থলে ইহার আরোগ্য হইয়া থাকে।

একনাইট (Aconite) :—নিয়ত জ্বর; দমে দমে অসুখ ও কষ্ট; স্পর্শে, পীড়িত স্থানে অত্যন্ত বেদনা।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম (Antimonium Crudum) :—অধিক ক্রন্দন; জিহ্বা শাদা; বমন; উদরাময়; কাসি।

বোরাকস্ (Borax) :—শিশু, নিম্নগতি সহ্য করিতে পারে না; ইহা অত্যন্ত স্নায়বীয়; দিবারাত্রি কাঁদে। গাঢ় নিদ্রিত অবস্থাতেও ইহাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য নিম্নে নামাইলে জাগিয়া উঠে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট শিশু; বৃহৎ ও অরুদ্ধ ফণ্ট্যানেল; মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম; শিশুর অত্যন্ত কাঁদা। দুইটা বা তিনটা অন্ত্রবৃদ্ধি থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা কয়েক সপ্তাহে বা মাসে পীড়ার আরোগ্য হইবে।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) :—শিশু, খিট্‌খিটে; ঘরের ভিতর কেবল কোলে করিয়া বেড়াইলে সুস্থির থাকে। নিয়ত উদরাময়।

সিনা (Cina) :—নিদ্রিতাবস্থাতেও অত্যন্ত অস্থির। না কাঁদিয়া পাঁচ মিনিটও জাগিয়া থাকিবে না। দিবা রাত্রি ইহাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে, নাচাইতে ও দোলাইতে হইবে; শিশুর সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে মাতা বা ধাত্রী সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সিনা (২০০) বা (১০০০) দেওয়ার

পর ইহা স্থির হয় ও পরে অন্ত্রবৃদ্ধির নাড়ী ভিতরে প্রবেশ করে।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—দিবা রাত্রি পেটের কোঁকাঁকরা, কল্ কল্ করা, ও গোলমাল; শূল বেদনা ও চীৎকার। প্রস্রাবে লাল গুঁড়া; প্রস্রাব করিবার সময় চীৎকার করা। বৈকালে ৪টার পর সর্ব্বদাই মন্দভাবাপন্নতা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica) :—শিশুর শূল বেদনা বর্ত্তমান; ইহা পা গুটায় ও তৎপরে পা ছড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধ; মল বৃহৎ ও কষ্টে নিঃসৃত। অগ্নিমান্দ্য; রাত্রিতে অধিক কাঁদা। অন্ত্রবৃদ্ধির অর্ব্বুদ দেখিতে নীল। অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা ইহার সমধিক ব্যবহার।

ওপিয়ম্ (Opium) :—মুখের আরক্ততা; কঠিন ও ফাঁপা উদর; শিশু, মোহভাবাপন্ন।

সিলিকা (Silica) :—দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে, বারম্বার উদ্ভূত শূল বেদনার উপশম। অন্ত্রবৃদ্ধির অর্ব্বুদ বেড়িয়া স্পর্শাসহিষ্ণুতা; দুগ্ধ পানান্তে দুগ্ধ বমন।

ষ্টানম্ (Stannum) :—পেটে চাপ দিলে উপশম বোধ।

সল্ফার (Sulfur) :—চর্ম্ম, ছাল যুক্ত ও তাহাতে সহজে ক্ষত হওয়া; মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রা; সল্ফরের অন্যান্য লক্ষণ।

সল্ফিউরিক আসিড (Sulphuric acid) :—সাধারণ ও গভীরপ্রবিষ্ট শারীরিক পীড়িতাবস্থা (general deepseated dyscrasia) বর্ত্তমান; শিশু দুর্ব্বল ও অবসন্ন; অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ ও আছে।

কৃমি (Worms.)

আহারের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মিষ্ট খাওয়া বন্ধ।

একনাইট (Aconite) :—জ্বর ; মল্‌দ্বার চুলকান ; রাত্রিতে মন্দভাবাপন্নতা ; ভয়, শিশু বিছানায় শুইতে ভয় পায়।

আর্জেণ্টম্‌ নাইট্রিম্‌ (Argentum Nitric):—টিনিয়া (tœnia) ও ক্ষুদ্র কৃমি (threadworms) স্থলে ; ক্ষুদ্র কৃমি স্থলে, বিশেষতঃ মলদ্বারে অত্যন্ত চুল্‌কানি থাকিলে।

আসেরম্‌ (Asarum) :—শিশু, ক্ষুদ্র ক্রিমি পূর্ণ থোলো থোলো আম ত্যাগ করে।

বেলাডনা (Belladonna) :—অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ ; সজোর চম্‌কান ; মুখ চক্‌চকে ; চক্ষু লাল ; গোঙ্গান ; প্রলাপ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু সন্ধ্যাকালে মলদ্বারের চুলকানির অত্যন্ত বৃদ্ধি। এই লক্ষণ দৃষ্টে ইহার ব্যবহারে দীর্ঘ কৃমি (round worms) বিনষ্ট হয়।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্‌ (Carbo Vegetabilis) :—খিট্‌খিটে ও ক্রুদ্ধভাবের বর্দ্ধন ; শিশু, কথায় কথায় রাগ প্রকাশ করিতে চাহে ; ইহা মারে, মাথায় কামড়ায় ইত্যাদি ; রাত্রিতে ভূতের ভয় ; অঙ্গের দুর্ব্বলতার দিন দিন বৃদ্ধি।

চায়না (China) :—বেদনাবিহীন উদরাময়। উদর স্ফীতি, বিশেষতঃ আহারের পর ; কম্পন ও দুর্ব্বলতা।

সাইকুটা ভাইরোজা (Cicuta Virosa :—জ্বরের সহিত, শূল, খেঁচুনি ও কৃমির অন্যান্য লক্ষণ।

সিনা (Cina) :—নাক খোঁটা ; অত্যন্ত অশিষ্ট, কিছুতেই

সন্তুষ্ট হয় না। ক্ষণস্থায়ী ও থক্‌থকানি কাসি; যেন কোন দ্রব্য গিলিতেছে, এইরূপ, ভাবে বারম্বার শুদ্ধ শুদ্ধ গেলা। প্রস্রাব, থিতাইলে, দুগ্ধের ন্যায় শাদা হয়। নিদ্রাবস্থায় ছট্‌ফট করা। দিবসে প্রায়ই খিট্‌খিটে ও খেলা করিতে অনিচ্ছুক।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis):—সন্ধ্যাকালে মলত্যাগ ও তাহার অনেকগুলি ক্ষুদ্র কৃমির বহিঃসরণ।

ফিরম্ য়্যাসিটিকম্ (Ferrum Aceticum):—মলদ্বারে অত্যন্ত চুল্‌কান, এবং আমযুক্ত মলের সহিত কৃমি নিঃসরণ। খাদ্য বমন ও মুখ হইতে জল বাহির হওয়া।

ফিলিক্স্ মাস্ (Filix Mas):—টিনিয়ার পক্ষে একটী উত্তম ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia):—রাত্রিতে মলদ্বারের চুল্‌কান; শিশুর স্নায়বীয় ও আক্ষেপিক উত্তেজনা।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—মলদ্বারে চুল্‌কানি; বিবমিষা ও কাটবমি।

লাকেসিস্ (Lachesis):—প্রাতে বা নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বদাই মল্‌দ্বার চুলকানি।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—কৃমি, পেট ঘুট মাট করা বা প্রস্রাবে লাল গুঁড়া। মলদ্বারে চুল্‌কানি।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis):—মলদ্বার হইতে কৃমি গুড়্ গুড়্ করিয়া বাহির হয়, এমন কি রাত্রিতে সেগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সহজে দীর্ঘ কৃমি (Lumbricoides) বাহির হয়; উদর, স্ফীত ও কঠিন।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—নাক খোঁটা; অগ্নিমান্দ্য; কোষ্ঠবদ্ধ; শেষরাত্রিতে নিদ্রা না হওয়া; উদরে বেদনা।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—মলদ্বার চুল্‌কান ও সময়ে সময়ে তথায় তীক্ষ্ণ চিড়িক মারা বেদনা হেতু, শিশুকে চীৎকার করিতে হয়। সন্ধ্যায় এই সকল কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

পল্‌সেটিলা (Pulsatilla) :—শ্লেষ্মাবমন; মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ; মলদ্বার হইতে আমযুক্ত মল নিঃসরণ; জলবৎ তরল পদার্থ বমন।

স্যাবাডিল্লা (Sabadilla):—মলদ্বার,নাক ও কাণ, চুল্‌কান; পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রতি চতুর্থ দিনে মন্দভাবাপন্নতা।

সিলিকা (Silica) :—গণ্ডমালীয় শিশুদিগের কৃমিজ্বর পুরাতন ভাব ধারণ করে; ইহাদিগের পেট মোটা ও মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় মন্দভাবাপন্নতা।

স্পাইজিলিয়া (Spigelia) :—নাভিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনা বোধ হয়। হৃৎস্পন্দন, অস্বাভাবিক রূপে সজোর। মুখ, অত্যন্ত মলিন এবং চক্ষু বেড়িয়া হল্‌দে রেখা।

ষ্টানম্ (Stannum) :—মধ্যে মধ্যে উদরে বেদনা চাগে, ও সেই সময়ে কোন কঠিন দ্রব্যের উপর ইহা পেট দাবিয়া রাখিতে চাহে, কারণ তাহাতে উপশম বোধ হয়; অন্যান্য লক্ষণ ও বর্ত্তমান আছে।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium) :—পেট সাঁটিয়া ধরা ও বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা। জাগিবা মাত্রই, শিশু যে কোন বস্তু, এমন কি উহার পূর্ব্ব পরিচিত বস্তু, দেখিবা মাত্র কুণ্ঠিত হয়।

সল্‌ফার (Sulfur) :—প্রায় সময়েতেই মলদ্বার বেড়িয়া ছাল ওঠা ও আরক্ততা; চর্ম্মের উপর ছোট ছোট ফোস্কার ন্যায়, স্ফোট; চর্ম্ম দেখিতে কর্কশ বা আঁইশযুক্ত।

টিউক্রিয়ম্ মারম্ ভিরম্ (Teucrium Marum Verum):—প্রত্যহ দিবসের এক সময়ে ক্ষুদ্র ক্রিমিজাত উপদাহ উপস্থিত হয় ও ইহার পর রাত্রিতে, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা।

আর্টিকা ইউরেন্স্ (Urtica Urens) :—অগ্নিমান্দ্য ; মলদ্বারে চুল্‌কানি ; নাক চুল্‌কানি ; রাত্রিকালীন অস্থিরতা। শরীরের যে কোন স্থানে হুলফোটান ও জ্বালাবোধ।

ভ্যালিরিয়ান (Valerian) :—রাত্রিতে চুল্‌কানি ; মাংসপেশীর আক্ষেপ ; নিদ্রাশূন্যতা।

ভিরেট্রম আল্বম্ (Veratrum Album) :—কৃমি লক্ষণের সহিত, বমন, রেচন ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম। এই লক্ষণ দৃষ্টে ইহার ব্যবহার দ্বারা টিনিয়া (toenia) আরাম হইয়াছে।

ভাইওলা ওডরেটা (Viola Odorata) :—সিনার লক্ষণ বর্ত্তমানেও যদি তদ্দ্বারা কোন উপকার না হয়।

মূত্র কষ্ট (Dysuria—difficult urination)

মূত্র স্তম্ভ (Retention of urine)

মূত্র নাশ (Suppression of urine)

একনাইট (Aconite) :—জন্মের কয়েক দিবসের মধ্যে প্রস্রাব না হইলে।

আর্নিকা (Arnica) :—আঘাত, যথা পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি হইতে মূত্রকষ্ট, মূত্রস্তম্ভ বা মূত্রনাশ হইলে।

বেলাডনা (Belladonna) :—মূত্রস্তম্ভে অত্যন্ত গোঙ্গান, কষ্ট ও হঠাৎ ক্রন্দন।

ক্যান্থ্যারিস্ (Cantharis) :—অত্যন্ত চীৎকারের সহিত কয়েক ফোটা মাত্র প্রস্রাব পড়ে।

কলসিন্থ (Colocynth) :—মূত্রকষ্ট; নিষ্ফল কোঁৎপাড়া; প্রস্রাবের সময়ে, পূর্ব্বে ও পরে মন্দ ভাবাপন্নতা; অল্প পরিমিত প্রস্রাব।

ডল্কামারা (Dulcamara) :—আর্দ্র ও শীতল বায়ু লাগিয়া পীড়ার উদ্ভূতি।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) :—মূত্রকষ্টের সহিত খেঁচুনি।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—মূত্রকষ্টের সহিত পেটের ভিতর বায়ুর নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান, ঘড়্ ঘড়্ ও কল্ কল্ করা, প্রস্রাবে বালির ন্যায় লাল গুঁড়ার অধঃক্ষেপ।

নক্স ভমিকা (Nux Vomica) :—কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্রস্তম্ভ।

ওপিয়ম্ (Opium) :—মুখের ফুলা, নিদ্রা ও তন্দ্রাভাব।

পল্সেটিল্লা (Pulsatilla) :—একনাইট বা নক্সে কোন উপশম না হইলে।

সল্ফার (Sulfur) :—গণ্ডমালীয় শিশুতে যতবার ঠাণ্ডা লাগে ততবার মূত্রস্তম্ভ হয়।

এতদ্ভিন্ন ষ্ট্রামোনিয়ম্, হাইওসিয়ামস্, ক্যানাবিস স্যাটাইভা, আর্সেনিকম্, এপিস মেলিফিকা, পিট্রোসেলাইনম্, মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্, রস্ টক্স্, সিপিয়া, প্লম্বম্, নাইট্রিক আসিড, কষ্টিকম্ ইত্যাদি দেখ।

অধিক পরিমিত প্রস্রাব (Diuresis-Profuse urination)

মিউরিয়াটিক আসিড (Muriatic Acid) :—অধিক পরিমাণে প্রস্রাবত্যাগ ও প্রতিবার প্রস্রাবে অল্প পরিমাণে মল নিঃসরণ।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid) :—রাত্রিতে কষ্টের বৃদ্ধি, ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

রস্ টক্স্ (Rhus Tox) :—রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা।

সিলিকা (Silica) :—পেটমোটা শিশু, মাথায় অত্যন্ত ঘাম হওয়া।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্, স্পাইজিলিয়া, স্কুইল ও ভর্ব্যাস্কম্ দেখ।

সেজো মোতা। (Incontinenc of Urine-witting the bed)

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু, অরুদ্ধ ফন্ট্যানেল, মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

কষ্টিকম্ (Causticum) :—দুর্ব্বল ও ক্ষীণ শরীর।

সিনা (Cina) :—কৃমি লক্ষণ, যথা নাক খোঁটা ইত্যাদি।

ক্রিয়াজোট (Creosote) :—যে সকল শিশুদিগকে কষ্টে জাগান যায়।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—কাঁথায় লাল গুঁড়ার দাগ।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid) :—রাত্রিতে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ত্যাগ; প্রস্রাবে বিছানা ভাসিয়া যায়।

সিপিয়া (Sepia) :—নিদ্রা হইবামাত্র (নিদ্রার প্রথম ভাগে) বিছানা ভেজে।

সিলিকা (Silica) :—মোটা পেট ও ক্যাল্কেরিয়ার অন্যান্য লক্ষণ।

থুজা (Thuja) :—কণ্ডিলোমা (Condyloma, figworts) বর্ত্তমান।

আর্সেনিকম্, বেলাডনা, বেনজয়িক আসিড, চায়না, কোনায়ম্, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্, জেল্‌সিমিয়ম্, পল্‌সেটিল্লা, সল্‌ফার, গ্র্যাফাইটিস্, হেপার, হ্যাটেনিয়া, সার্সাপ্যারিল্লা, ফস্ফোরস্, ক্যান্থ্যারিস্, প্রভৃতি দেখ।

প্রস্রাবে পাথুরি হওয়া (Urinary calculi)

বৃক্কক শূল (Renal colic)

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—প্রস্রাবের পূর্ব্বে এত বেদনা যে চীৎকার করিতে হয়। প্রস্রাবে বা কাঁথায় লাল গুঁড়া বা পাথুরী।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—প্রস্রাবে ছেয়ে গুঁড়া।

সার্সাপ্যারিল্ল্যা (Sarsaparilla) :—প্রস্রাব শেষ হইলে অত্যন্ত যন্ত্রনা।

সিলিকা, বার্ব্বেরিস্ ভল্গেরিস্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ফস্ফরিক আসিড ও এলুমিনা দেখ।

মস্তিষ্কাবরক পর্দ্দাপ্রদাহ (Meningitis.)

মস্তিষ্ক প্রভৃতির পীড়া সম্বন্ধে ঔষধাবলি পরে লিখিত হইয়াছে। এই কয়টী প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইবে :—একনাইট, এপিস্, বেলাডনা, ব্রাইওনিয়া, সিমিসিফিউগা, জেল্‌সিমিয়ম, ক্যাম্ফর, কুপ্রম্ য্যাসিটিকম্, হেলিবোরস্, হাইওসিয়ামস্, ওপিয়ম্ ও ষ্ট্রামোনিয়ম্।

গুটিকাগ্রস্থতাহেতুক মস্তিষ্কাবরক পর্দ্দাপ্রদাহ।

Tubercular meningitis.

মস্তিষ্কের তরুণ জলসঞ্চয় (Acute Hydrocephalus.)—একনাইট, এপিস্, এপসাইনম্, আর্জেন্টম্ নাইট্রিকম, আর্ণিকা, বেলাডনা, ব্রাইওনিয়া, কাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা, কুপ্রম্ মেটালিকম্, কুপ্রম্ য়্যাসিটিকম্, হেলিবোরস্, ওপিয়ম্, সিলিকা, সল্ফর ও জিংকম্।

মস্তিষ্কের পুরাতন জল সঞ্চয়।

Chronic Hydrocephalus.

তরুণ জল সঞ্চয়ের ঔষধাবলি দেখ। মস্তিষ্কপীড়ার ঔষধাবলি দেখ।

জলসঞ্চয় সদৃশ পীড়া।

Hydrocephaloid disease.

পুষ্টিকারক আহার ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন। চায়ণা, ফস্ফোরস্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা, ফস্ফরিক আসিড, জিংক ইত্যাদি। পরে লিখিত ঔষধাবলী দেখ।

মস্তিষ্ক পীড়ার ঔষধাবলী।

একনাইট (Aconite) :—পীড়ার প্রথমাবস্থা; জ্বর, চর্ম্মের উত্তাপ ও শুষ্কতা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, বিশেষতঃ আতঙ্ক, অস্থিরতা ও কষ্ট।

এথুজা (Æthusa Cynapium):—অধিককাল স্থায়ী অপরিপাক পীড়া হেতু (বিশেষতঃ যখন শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না ও পান করিবা মাত্রই শিশু তাহা বমন করে) মস্তিষ্ক পীড়ার উদ্ভূতি বোধ হয়। অত্যন্ত উপদাহিতা (irritability), অথবা শিশু অর্দ্ধ মোহযুক্ত ভাবে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া আছে; মনির বিস্তৃত; চক্ষুতে আলোক পড়িলে বা কোন বস্তু চক্ষুর সন্নিকটস্থ হইলেও মনির চৈতন্যরাহিত্য; উদ্বেগ জ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীন; মুখ শুষ্ক বা অত্যন্ত আর্দ্র; শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং আপনাকে খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis mellifica):—মস্তকে জলসঞ্চয়ের বিশেষ উপযোগী। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা; নিদ্রিত বা জাগৃতাবস্থায় শিশু মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে চীৎকার করে, বিশেষতঃ শেষরাত্রিতে; প্রস্রাব, প্রায়ই অল্প পরিমিত কিন্তু অধিক পরিমিত ও হইতে পারে।

য়্যাপোসাইনম্ (Apocynum Cannabinum) —মস্তকের অস্থির জোড় খোলা; কপাল ঠেলিয়া বাহির হওয়া; এক চক্ষুর এককালীন দৃষ্টিলোপ, অন্য চক্ষুর অল্পভাবে চৈতন্যযুক্ততা; মোহ; নিয়ত এক পার্শ্বের হাত ও পা নড়ান; প্রস্রাবনাশ। মস্তকে জলসঞ্চয়, বিশেষতঃ তরুণ জলসঞ্চয়।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitroum):—জলসঞ্চয় পীড়ার শেষাবস্থায় ব্যবহার (গ্রভগল্)। খেঁচুনি, এবং বিরামকালে অত্যন্ত অস্থিরতা, অথবা প্রত্যেকবার খেঁচুনির পূর্ব্বে বিশেষ অস্থিরতা।

আর্ণিকা (Arnica):—কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্ক

পীড়া উদ্ভূত হইয়াছে। মস্তক উষ্ণ, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষাকৃত শীতল বা এমন কি হিম। আঘাত হেতু মস্তিষ্ক প্রদাহ (Traumatic Cerebritis)।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—জীবনী শক্তির অবসাদ; শীর্ণতা; মলিনতা; মুখ ও সমস্ত শরীরের, মোমের ন্যায় দেখিতে, মলিন বর্ণ; তৃষ্ণা, বারম্বার কিন্তু অল্প অল্প জল পান; শিশু যেন ক্ষণেক উপশমের জন্য, কথন কথন হাত দিয়া মাথায় ঘা মারে।

আর্টিমিসিয়া ভল্গেরিস্ (Artemesia Vulgaris):—বাম অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ অঙ্গের মাংসপেশী সকল কুঞ্চিত; শিশু নিদ্রিতভাবে পড়িয়া আছে, কিন্তু মুখে জল দিলেও, না জাগিয়াও, অনেকথানি জল পান করিবে; শরীর শীতল; অসাড়ে মলত্যাগ।

বেলাডনা (Belladonna) :—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সকল প্রকার মস্তিষ্ক পীড়ায় উপযোগী। মস্তিষ্ক প্রদাহের প্রথমাবস্থায় (কেবল মাত্র রক্তাধিক্য অবস্থায়) ইহার প্রয়োগে, প্রদাহ এককালে নিবারিত হইতে পারে। অত্যন্ত মাথা ধরা; মুখ লাল, চক্ষু চক্‌চকে; ক্যারটিড ধমনীর দপ্‌দপানি; মনির বিস্তৃতি; অক্ষিগোলক লাল; মস্তকও শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, এবং তথা হইতে উত্তাপ সর্ব্বত্র ছড়িয়া পড়িতেছে বোধ হয়; প্রায় নিয়ত গোঙ্গানি; শিশু, অর্দ্ধ মোহাচ্ছন্ন ভাবে স্থিত, প্রায়ই চম্‌কায় ও ঝাঁপিয়া উঠে, মাথার পশ্চাদংশ দিয়া কেবল বালিস ঘসে, বা শরীর পশ্চাতে বেঁকাইতে চাহে।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—যেন চিবান হইতেছে, এইরূপ ভাবে চোয়াল নড়াচড়া; ঠোঁট, শুষ্ক ও ফাটা; কোষ্ঠবদ্ধ,

নিঃসৃত মল কঠিন ও শুষ্ক; শিশু স্থির থাকিতে চাহে এবং উঠিয়া বসিলে বা বসাইলে, তাহার বিবমিষা ও মোহভাব আইসে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) :—গণ্ডমালীয় বা সোরিক (Psoric) ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্কপীড়া। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু; ফণ্ট্যানেল (fontanelle) বৃহৎ ও বিলম্বে রুদ্ধ হয়, মাথায় ও শরীরের উপরাংশে অত্যন্ত ঘাম; কারণ বিনা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠা।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা (Calc. Phosphor) :—দাঁত ওঠা প্রস্তাব দেখ।

ক্যাম্ফর (Camphor) :—চর্ম্মের শীতলতা, শিশু বস্ত্রাবৃত হওয়া সহ্য করিতে পারে না।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ (Carbo Vegetabilis) :—অত্যন্ত অবসন্নতা ও হিমাঙ্গ হওয়া; হিপক্র্যাটিক (Hippocratic) প্রতিমূর্ত্তি ; শ্বাসবায়ু শীতল, এবং অঙ্গের বিশেষতঃ হাঁটুর শীতলতা, রোগী কেবল হাওয়া চাহে।

চায়না (China) :—শরীর হইতে অধিক পরিমাণে রসস্রাবহেতু (যথা উদারাময়, রক্তস্রাব প্রভৃতি দ্বারা) হাইড্রোকিফেলায়ড বা অন্য কোন প্রকার মস্তিষ্ক পীড়ার উদ্ভূতি। এক দিনান্তরে পীড়ার বৃদ্ধি; পেট ফাঁপার সহিত দুর্গন্ধযুক্ত ও বেদনাবিহীন মল, অথবা যাহা খায় তাহাই মল হইয়া বাহির হয়।

সিমিসিফিউগা—(Cimicifuga Rocemoza) :—বিকৃত কল্পনা ও প্রলাপ; মাথার চাঁদিতে ও পশ্চাতে দপ্‌দপানি ও চাপ

বোধ হয় যেন, মস্তিষ্ক, বৃহদায়তন হওয়া হেতু, মাথার চাঁদি ভেদ করিয়া, বাহির হইবে ; চক্ষে বেদনা।

সিনা (Cina) :—কৃমি লক্ষণ, যথা নাক খোঁটা, বিছানা খোঁটা ; পেট ফাঁপা ; দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে শাদা মূত্রত্যাগ ; খিট্‌খিটে স্বভাব ; বারম্বার বমন, অথচ জিহ্বা পরিষ্কার ; কোলে করিয়া দোলান বা নাচান, এইরূপ ভাবে সর্ব্বদা নড়াচড়া চাওয়া।

কুপ্রম্ য়্যাসিটিকম্ (Cuprum Aceticum)—খেঁচুনি ও খালধরা বিশেষ লক্ষিত। প্রতিশ্যায় (Catarrh) বা স্ফোটজ্বরে পীড়ার স্থানপরিবর্ত্তন (Metastasis) হেতু মস্তিষ্কপীড়ার উদ্ভূতি। শাখাঙ্গে, বিশেষতঃ হাত ও পায়ের আঙ্গুলে, আক্ষেপ ও খাল ধরার আরম্ভ। শিশু মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না। দাঁত কড়্মড় করা।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) :—নাড়ী ধীর, অনিয়মিত ; শাদা মল ; পৈত্তিক বমন।

জেল্‌সিমিয়ম্ (Gelsemium) :—জ্বরভাব ; মুখের কালাচে লাল বর্ণ ; মাথাঘোরা ও তন্দ্রা ; তামসী নিদ্রা ; নিশ্চেষ্টতা ; খেঁচুনি ; দাঁতওঠাকালে পীড়ার উদ্ভূতি।

হেলিবোরস্ (Helleborus) :—কাল ও অল্প পরিমিত প্রস্রাব এবং তাহাতে, কাফি গুঁড়ার ন্যায় দেখিতে অধঃক্ষেপ ; এক হাত বা এক পা, কেবল ছোড়া বা ঘুরান ; নাক ঘস্‌টান ; টেরাভাবে তাকান ; মনি বিস্তৃত ; কপাল কোঁকড়ান ও তথায় শীতল ঘর্ম্ম ; অত্যন্ত উপদাহিতা (Irritability), মোহ নিদ্রা ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার ; নাসিকায় শুষ্কতা ; চিবুক ঝুলিয়া পড়া বা চিবানের ন্যায় চোয়াল নাড়া ; আগ্রহ সহকারে জলপান।

হেপার সল্‌ফ (Hepar sulph):—শিশুদিগের আঘাতোদ্ভূত মস্তিষ্কপ্রদাহ হেতু খেঁচুনি বা ধনুষ্টংকার হইলে, এই ঔষধ অনেক স্থলে আর্ণিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus):—প্রলাপ; অঙ্গের ঝাঁকুনি; জলবৎ উদরাময়; মুখ লাল; একভাবে ও বিকট দৃষ্টি; ক্যারটিড ধমনীর দপ্‌দপানি; অজ্ঞান ও মোহ; বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা ও বিছানা খোঁটা; চক্ষুর বিকৃতি, সকল জিনিস দুইটা করিয়া দেখা, খেঁচনি ও মুখ দিয়া গেজলা বাহির হওয়া।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia):—বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন।

(খেঁচুনি ও আক্ষেপ দেখ।)

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—নিয়ত বিবমিষা, এক মুহূর্ত্তও তাহা হইতে বিরাম নাই।

কেলি কার্ব্ব (Kali Carb):—প্রত্যহ রাত্রি ৩টার সময় লক্ষণের বৃদ্ধি; শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ কেশ; চক্ষুর উর্দ্ধ পাতার উপর ফুলা; শিশু, নিজের চরণ স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস (Mercurius Solubilis):—স্কর্ভি (Scurvy) পীড়ার ন্যায় মাড়ী; লালাক্ষরণ; গ্রন্থীস্ফীতি; আমযুক্ত বা কাদার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল; উরু ও পায়ে, বিশেষতঃ রাত্রিতে, শীতল ও আটা আটা ঘাম; জিহ্বা আর্দ্র, কিন্তু অত্যন্ত তৃষ্ণা; গাল, ঠোঁট, মাড়ী, জিহ্বা ও টাকরার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ছেয়ে বর্ণের ক্ষত; পাকস্থলী ও উদরের নিম্নাংশে চাপ সহ্য করিতে না পারা।

নক্স-ভমিকা (Nux-Vomica):—শিশু অধিক পরিমাণে মাংস বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতেছিল; ইহার ভাল রকম

নিদ্রা হয় না, রাত্রি ৩টার সময় বিশেষরূপে জাগ্রত ও অস্থির থাকে; প্রাতে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি; বারম্বার মলত্যাগের চেষ্টা; শিশু খিট্‌খিটে ও একা থাকিতে চাহে; প্রায়ই মুখে হাত ঘসে, যেন কিছু রগ্‌ড়াইয়া ফেলিতে চাহে; আক্ষেপ, চরণ স্পর্শে তাহার পুনরুদ্ভূতি।

ওপিয়ম্ (Opium):—কখন কখন পীড়ার প্রথমাবস্থায়, কিন্তু শেষাবস্থায় ইহার অধিক ব্যবহার; ঘুমাইলে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ও তৎকালে মুখ লাল থাকে, অথবা অহিফেণ বা মর্ফিয়া খাইলে যেরূপ হয় সেইরূপভাবে ঝিমান; জাগরণে শিশু জড়-ভাবাপন্ন; কখন কখন শ্রবণ শক্তির অত্যাধিক্য; শিশু, যেন কোন কিছুতে ভয় পাইয়াছে বোধ হয় এবং সেইরূপভাবে চম্‌কাইয়া উঠে; কোষ্ঠবদ্ধ, মল, কাল ডেলার ন্যায়।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—জড়ভাব, ও সকল সময়েতেই শিশু নিদ্রাভাবাপন্ন; জাগিবা মাত্রই ইহা আবার ঘুমাইতে চাহে; নিদ্রা, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে; পীত জল, পাকস্থলীতে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া উষ্ণ হইলে, বমিত হয়; নিম্নাঙ্গ শীতল; মল, সবুজ বা শাদা, কখন কখন জলবৎ, এবং হুড়্ হুড়্ করিয়া বাহির হয়; শ্রবণশক্তির লোপ; মস্তকোদকবৎ (Hydrocephaloid) পীড়া।

ফস্ফরিক আসিড (Phosphoric Acid):—শিশু, সম্পূর্ণ জড়ভাবাপন্ন, কিছু করিতে বা বলিতে চাহে না, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বা দেওয়ার পর পূর্ব্ববৎ জড়ভাব প্রাপ্ত হয়; অধিক পরিমিত ও বর্ণহীন মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

পল্‌সেটিল্লা (Pulsatilla):—শিশু অত্যন্ত খুঁৎখুঁৎ করে, এবং কোন কিছুতে অল্প বিরক্ত হইলেই চক্ষু হইতে অত্যন্ত

জলপড়ে ও অত্যন্ত কাঁদে; শিষ্ট স্বভাব; লক্ষণসমূহ পরিবর্ত্তনশীল, শিশু, কখন ভাল কখন মন্দ, সন্ধ্যাকালে লক্ষণের বৃদ্ধি; উষ্ণতা অসহ্য এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অত্যন্ত ইচ্ছা; অল্প পরিমিত প্রস্রাব; তৃষ্ণাশূন্যতা।

সিপিয়া (Sepia):—শিশুর নিশ্চেষ্টভাব ও জীবনীশক্তির অবসাদ; প্রস্রাবে পচাগন্ধ এবং মাটীর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অধঃক্ষেপ। অধঃক্ষেপ কাপড়ে বা পাত্রে লাগিয়া থাকে।

সিলিকা (Silica):—শিশু নিয়ত মাড়ী চাপে, যেন তাহাতে বেদনা; রাত্রিতে মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম; গণ্ডমালীয় ধাতু।

স্কুইল (Squill):—অত্যন্ত, চক্ষু ও মুখ রগড়ানি, যেন তাহাতে চুলকানির উপশম হয়; অধিক পরিমিত প্রস্রাব।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium):—জাগরণে, বোধ হয় যেন শিশু নিকটস্থ দ্রব্য দেখিয়া ভয় পায়, অথবা তাহার প্রতি নজর করে না; মোহ; অত্যন্ত বকা; আহ্লাদজ্ঞাপক প্রলাপ; শয্যা বা গৃহ হইতে পলাইবার ইচ্ছা; দাঁত কড়্মড়্ করা; চক্ষুর উজ্জ্বলতা; একদৃষ্টে তাকানি; কাল ঘন, খেঁচুনির সময়ে, মাথা, পর্য্যায়ক্রমে বালিস হইতে উঠে ও তথায় পড়ে।

সল্ফার (Sulfur):—স্ফোট বা কাণ হইতে পূজ পড়া বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়ার উদ্ভূতি; গণ্ডমালীয় বা সোরিক (Psoric) ধাতু হেতু পীড়ার উদ্ভূতি ও তাহার আরোগ্যলাভের বাধা; উত্তাপের ঝলক বোধ; প্রত্যহ মধ্যাহ্নে নিয়মিতরূপে শিশুর দুর্ব্বল হইয়া পড়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয়; অত্যন্ত ক্ষুধা; মলদ্বার বেড়িয়া আরক্ততা ও ছাল উঠা; শিশুর সকল সময়েই নিদ্রাভাব, যদিও একবারে অল্প মাত্র নিদ্রা হয়।

ভিরেট্রম্ আল্বম্ (Veratrum Album) :—কপালে, সর্ব্বদা শীতল ও আটা আটা ঘাম, এবং সমস্ত শরীর, শীতল ও আর্দ্র; নাড়ী, সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল এবং শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল; অত্যন্ত তৃষ্ণা, এবং বরফ জল বা বরফের জন্য আকাঙ্ক্ষা; মলত্যাগের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

ভিরেট্রম্ ভিরিডি (Veratrum Viride) :—মুখে, হাতে ও চরণে শীতল ঘর্ম্ম; চর্ম্ম কোঁকড়ান, আক্ষেপ কালীন শিশুর শরীর পশ্চাতে বেঁকিয়া ধনুকের ন্যায় আকার ধারণ করে; অত্যন্ত দ্রুত নাড়ী; স্নায়বীয় লক্ষণ।

জিংক (Zinc) :—শিশুর কেবল পা নড়িতেছে, পেট ফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধ,—কঠিন ও শুষ্ক মল; জাগিলে শিশু কেবল এপাশে ওপাশে মাথা নাড়ে ও তাহার ভয়জ্ঞাপক লক্ষণ দৃষ্ট হয়; নিদ্রাবস্থায় শিশু চেঁচায়, চম্‌কায় ও ঝাঁপায়।

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাবরক পর্দ্দাপ্রদাহ।

(Cerebro-spinal Meningitis).

একনাইট্ (Aconite) :—পীড়ার প্রাক্‌কালে, ভয়, অস্থিরতা, সকল প্রকার অবস্থানেই অসুখ বোধ, শীতল জলের জন্য তৃষ্ণা ও তরুণ প্রাদাহিক লক্ষণ, বিশেষতঃ মাংসল ও রক্তাধিক্য যুক্ত রোগীতে।

এথুজা (Æthusa) :—স্নায়বীয়তা। প্রলাপ, বিশেষতঃ কুক্কুর ও বিড়াল দেখাবোধ। মাথার পশ্চাতে দপ্‌দপানি ও ছোরা ভেদ বোধ। মাথার উপরে সঙ্কোচন বোধ। মাথা পশ্চাতে হেলিয়া পড়ে; চক্ষু লাল ও উজ্জ্বল; স্থির দৃষ্টি;

পিঠ বহিয়া ছোরা বেঁধার ন্যায় বেদনা নাবে। অত্যন্ত উদ্বেগজ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি; মুখ, স্ফীত ও লাল চিহ্নিত। গলার মধ্যে উপক্ষত (Apthæ) ও ফুস্কুড়ী। সফেন, ও কখন কখন শাদা পদার্থের সজোরে বমন। উদর, কঠিন ও কসিয়া ধরা। কোষ্ঠবদ্ধ; উদ্বেগযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; শরীরের সর্ব্বত্র অল্প বা অধিক সংখ্যক কাল কাল দাগ। অত্যন্ত অবসন্নতা। নাড়ী অনিয়মিত বা অপ্রাপ্য।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis mellifica):—অত্যন্ত অস্থিরতা ও ছট্‌ফট্ করা এবং তাহাতে বেদনার, উপশম না হওয়া। ছোরাবেঁধা বেদনা পাওয়ার ন্যায় মধ্যে মধ্যে কাঁদা ও চীৎকার করিয়া উঠা। খিট্‌খিটে স্বভাব; কবোটী পশ্চাতে অত্যন্ত বেদনা। ঘাড় ও পিঠে কঠিনতা বোধ। অল্প পরিমিত প্রস্রাব; অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট এবং রোগীর বোধ হয় যেন এইবারের শ্বাস ক্রিয়াই তাঁহার শেষ শ্বাস প্রশ্বাস; তৃষ্ণা প্রায় থাকে না; শরীরের সর্ব্বত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বহু সংখ্যক, লাল বা বেগুনে. দাগ বা চর্ম্মের উচ্চতা। চক্ষুর শাস ক্ষেতের অস্বচ্ছতা এবং নজরের ঘোলাটে হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধ। তামসী. নিদ্রা; নাসিকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া এবং মধ্যে মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ বেদনা পাইয়া চম্‌কানি। রাত্রিতে বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর রোগের বৃদ্ধি।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitricum):—মৃগীর ন্যায় খেঁচুনি, প্রতিবার খেঁচুনির পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থিরতা।

আর্ণিকা (Arnica):—মাথার অত্যন্ত উত্তাপ, কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত শীতল। অত্যন্ত অস্থিরতা; সর্ব্বত্র থেঁৎলান বোধ। উদরাময়, প্রায়ই অসাড়ে মলত্যাগ। শরীরের যেখানে

সেখানে বেগুণে দাগ। প্রায়ই মাথার উত্তাপ হইয়া জাগরণ। জীবনীশক্তির অবসাদ।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) ঃ—অত্যন্ত অস্থিরতা ও বারম্বার এক এক ঢোক শীতল জল পান; রাত্রিতে, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি; সামান্য নড়া চড়ায় অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়া; শীত শীত করা, উষ্ণ কাপেতেও গা ঢাকিয়া থাকিবার ইচ্ছা। চর্ম্মে বেগুণে দাগ দৃষ্ট হয়। রাত্রিতে রোগীর প্রলাপ, ছট্‌ফট্ করা ও উদ্বেগজ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আত্মীয়গণের অত্যন্ত ভয় হয়। প্রায়ই শীতল ঘাম ও শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—মুখ চক্‌চকে; চক্ষু লাল; ধমনীর দপ্‌দপানি; গা এত গরম, যে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় বোধ হয়; নিদ্রাবস্থায় ঝাঁকুনি ও মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; দাঁত কড়মড় করা; কামড়াইবার চেষ্টা।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—সর্ব্বত্র টাটানি; মাথায় এইরূপ বেদনা, যেন উহা ফাটিয়া যাইবে বোধ হয়, শিশু স্থির থাকিতে চাহে; মধ্যে মধ্যে নড়িতে চড়িতে হইলেও শিশু, কষ্ট বোধ হেতু, নড়িতে চড়িতে অত্যন্ত ভয় পায়। অধিক পরিমাণে শীতল জলপান করিবার ইচ্ছা; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পীড়ার বৃদ্ধি। ঘাড়ের পশ্চাতে, পিঠে, কাঁদে ও স্কন্ধাস্থির (Scapula) (বিশেষতঃ দক্ষিণের) নিম্নে বেদনা। চর্ম্মে বেগুণে দাগ। কোষ্ঠবদ্ধ; কাল, শুষ্ক, ও কঠিন মল।

বুফো (Bufo) ঃ—অত্যন্ত উদ্বেগ; মাথার পশ্চাতে ছোরা বেঁধার ন্যায় বেদনা বোধ হেতু, মাথা পশ্চাতে হেলিয়া পড়ার চেষ্টা। হৃৎপ্রতিঘাত, কাণেতেও দপ্‌দপ্ করে। ঘাড়, পিঠ, বা শরীরের অন্যান্য অংশে লাল বা বেগুণে চিহ্ন।

ক্যাম্ফর (Camphor) ঃ—অত্যন্ত শীতলতা ও মলিনতা; শরীর বরফের ন্যায় শীতল হইলেও রোগী বস্ত্রাবৃত হইতে চাহে না।

সিকুটা ভিরোজা (Cicuta Virosa) ঃ—গোঙ্গান; চক্ষুর মণি সংকুচিত; বাক্‌শক্তিরোধ; বধিরতা; গিলিবার কষ্ট; মুখ, ছেয়েবর্ণ বা নীল; ঘাড়ের মাংসপেশীর আক্ষেপহেতু, মাথা ফিরান বা ঘুরান যায় না; মাথা পশ্চাতে হেলিত ও ঘাড় শক্ত; চমকান, অঙ্গের কম্পন বা ঝাঁকুনি; অনিয়মিত শ্বাসক্রিয়া; সামান্য শব্দেতে চমকান; শরীরের সর্ব্বত্র বা কোন বিশেষ অংশে সজোর ঝাঁকুনি; মেরুদণ্ডের কাঠিন্য; পান করিবার সময় গলা রুদ্ধ বোধ হওয়া; সজোর খেঁচুনি, ইহার পর, রোগীর ক্ষণেককাল, মৃতবৎ পড়িয়া থাকা; কোন কোন স্থলে ধনুষ্টঙ্কার।

ক্যান্থারিস্ (Cantharis) ঃ—মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হওয়া ও ক্ষেপিয়া উঠা; মস্তিষ্কের গভীরতম স্থানে বেদনা, এবং কষ্ট জ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি; মস্তিষ্কের নিম্নাংশই বেদনার প্রধান স্থান। টোপে টোপে প্রস্রাব পড়া এবং তৎসহ জ্বালা ও কাটা বোধ।

ককুলস্ ইণ্ডিকস্ (Cocculus Indicus) ঃ—অত্যন্ত শিঃর-পীড়ার সহিত নিয়ত বমন; মাথা ঘোরা ও অর্দ্ধচৈতন্য; ঘাড় নাড়ায় ঘাড়ের কাঠিন্য; নিম্নাঙ্গের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

কুপ্রম্ (Cuprum) ঃ—শাখাঙ্গ হইতে খেঁচুনির আরম্ভ।

জেলসিমিয়ম্ (Gelsemium) ঃ—আক্রমণের পূর্ব্বে অন্ধদৃষ্টি, তৎপরে মাথাধরা ও এইরূপ বোধ হওয়া, যেন দড়ী দিয়া মাথা কসিয়া ধরা হইয়াছে; শ্রবণদৌর্ব্বল্য; বাক্‌রোধ বা স্বর-দৌর্ব্বল্য; অঙ্গের কম্পন ও দৌর্ব্বল্য; তন্দ্রা; মাথা, মুখ, ও ঘাড় চুলকান; ঘর্ম্ম হইলেই কেবল লক্ষণ সমূহের উপশম।

গ্লনইন (Glonoine) :—বোধ হয় যেন বেদনা, বক্ষ ও ঘাড় হইতে অক্ষিপট পর্য্যন্ত উঠিতেছে; সমুদয় মেরুদণ্ডে বেদনা; বক্ষে চাপবোধ; মোহ ও বিবমিষার সহিত অন্ধদৃষ্টি বোধ হওয়া; মস্তকবিস্তৃতি বোধের সহিত তথায় রক্তাধিক্য। মস্তকে উত্তাপ সহ্য করিতে না পারা।

হাইড্রোসিয়ানিক আসিড (Hydrocyanic Acid) :—অচৈতন্য; অর্দ্ধমুদিত চক্ষু এবং মণি, বিস্তৃত ও স্থির; কান ভোঁ ভোঁ করা; মুখ, ফোলা ও ঈষৎ নীল; জিহ্বার পক্ষাঘাত, কখন কখন তাহার বাহির হওয়া; বাক্‌রোধ, শরীরের সাধারণ শীতলতা, অত্যন্ত অবসন্নতা।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—অদম্য রাগ ও ভয়ানক উদ্বেগ; তাহাকে বিষ খাওয়ান হইয়াছে, বলা হয়; অচৈতন্য; অধিক বকা; একদৃষ্টি ও চক্ষু বিকৃতি, দৃষ্টিলোপ; মুখনীল বা ঈষৎ পাটকিলা বর্ণের; ধনুষ্টঙ্কার; মুখে গ্যাঁজলা; গিলিবার ক্ষমতা রাহিত্য; প্রস্রাবরোধ; গ্রীবার কাঠিন্য; কখন কখন সম্পূর্ণ ঘাড়বাঁকা; সমস্ত শরীরে, পাটকিলে, বা কাল দাগ বা ফোস্কা।

ল্যাকেসিস (Lachesis) :—অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ও মৃত্যুভয়; নিদ্রা যাইবামাত্র লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি; গ্রীবা, কঠিন ও সামান্য স্পর্শেও বেদনাযুক্ত; চর্ম্মে নীল দাগ বা ফোস্কা; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; অন্ত্র হইতে বিনষ্ট (decomposed) রক্তস্রাব; অত্যন্ত অবসন্নতা ও ক্লান্তি।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium) :—অন্যের অঙ্গমধ্যে থাকিবার ইচ্ছা; জাগরণের পর খিট্‌খিটে; মাথাধরা এবং তৎসহ ঘাড় বহিয়া বেদনার নীচে নামা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও চোয়াল

ঝুলিয়া পড়া; শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা, জিহ্বার স্ফীতি, অত্যন্ত পেট ফাঁপা; প্রস্রাবে লালগুড়া; প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে পৃষ্ঠে বেদনা।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—অঙ্গের পক্ষাঘাত হওয়াব প্রবণতা; ভয়সূচক স্বপ্নদেখা হেতু নিদ্রা যাইতে ভয় পাওয়া; শরীরের কোন এক অংশ হইতে মস্তিষ্কে হঠাৎ ধাক্কালাগা বোধ হওয়া; খিট্‌খিটে স্বভাব ও হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস (Hypochondriasis)।

ওপিয়ম (Opium):—মোহনিদ্রা; চক্ষু, স্থির ও অর্দ্ধমুদ্রিত, মণি স্থির; চক্ষুর একদৃষ্টি ও কাচের ন্যায় স্বচ্ছভাব; ফুলোমুখ; ওষ্ঠ কম্পন; নাকডাকা শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; অত্যন্ত তৃষ্ণা; উদর কঠিন ও ফুলো; শরীরের ধনুকের ন্যায় পশ্চাতে বাঁকান; উষ্ণ ঘর্ম্ম, অঙ্গের কম্পন ও ঝাঁকুনি।

প্লম্বম্ (Plumbum):—নাড়ীর অত্যন্ত বসিয়া যাওয়া, এমন কি মিনিটে ৪০ বার হওয়া, অঙ্গের অতি শীঘ্র শীঘ্র পক্ষাঘাত হওয়া।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ উপসর্গ বর্ত্তমান।

পলসেটিল্লা (Pulsatilla):—শিষ্টস্বভাব; সহজেই ক্রন্দন করিতে চাওয়া; অত্যন্ত অস্থিরতা; তৃষ্ণাবিহীনতা; ঘরের দুয়ার জানালা খোলা রাখিতে ইচ্ছা; গিলিতে গেলে পিঠে বেদনা বোধ হওয়া; ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ কঠিন; মাথা উভয় পার্শ্বে ঘুরাইলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়; নিদ্রা যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা, অথচ নিদ্রাশূন্যতা; প্রায় নিয়ত চেঁচান বা গোঁঙ্গান; কাসির সহিত পিঠে বেদনা; প্রতিবার নড়াচড়ায় পিঠে বেদনা বোধ।

রস্‌টকস্ (Rhus Tox) :—অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রতিবার অবস্থান পরিবর্ত্তনে ক্ষণেককালের জন্য মাত্র উপশম হওয়া, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়া; কাণ ও নাক হইতে রক্তস্রাব হওয়া; যেন মচ্‌কিয়া গিয়াছে, পিঠে এইরূপ বেদনা; পা বহিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা নাবে; মাংসপেশী ও সন্ধিতে কাঠিন্য বোধ; স্ফোট ও তাহাতে চুল্‌কানি।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium) :—রোগী, কখন যাচুকভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে, আবার কখন বা খিট্‌খিটে ও ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকে মারিতে ও কামড়াইতে চাহে; একদৃষ্টি; যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ কুঞ্চিত প্রতিমূর্ত্তি; বালিস হইতে মাথা উঠে ও আবার পড়ে; আলোক ও অন্য লোকের সঙ্গ চাওয়া; ইচ্ছাধীন গতিশক্তি লোপ ও সমস্ত শরীরের কাঠিন্য বা অঙ্গের সজোরে নড়া চড়া।

সলফার (Sulfur) :—পীড়ায় পাণ্টাইয়া পড়া।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) :—অধিক তন্দ্রা; বিবমিষা; কাসির সহিত শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ানি; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত, ও কম্পনশীল।

ভিরেট্রম্ আল্বম্ (Veratrum Album):—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; বমন ও পেটে খাল ধরা; শীতল জলের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা; ঘাড়ের মাংস পেশী এত দুর্ব্বল, যে মাথা খাড়া রাখা যায় না। নাড়ী অনিয়মিত, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ধীর; শীতলতার প্রাধান্য; অধিক ও নিয়ত বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা; পায়ে খাল ধরা থাকিতেও পারে। বিছানা হইতে পলাইয়া যাইতে চাওয়া; গাঢ় ও তামসী নিদ্রা। (মস্তিষ্ক পীড়ার ঔষধাবলী দেখ)

কঠিন পীড়াস্থলে আমি ২০০ ক্রম হইতে ৪০০০০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছি। উপশম আরম্ভ মাত্রেই ঔষধ বন্ধ ও বৃদ্ধি মাত্রেতেই তাহার প্রয়োগ।

কোরিয়া (Chorea).

একনাইট (Aconite) ঃ—ভয়ের পর এবং শিশু অস্বাভাবিকরূপে ভীরু রহিয়াছে , অত্যন্ত ক্লান্তি, পীড়ার কারণ হইতে পারে ; শাখাঙ্গের অত্যন্ত কম্পন ; ঠাণ্ডা ও শীতল বায়ু লাগিয়া পীড়া উদ্ভূত হইতে পারে।

এগারিকস্ মস্কেরিয়স্ (Agaricus Muscarius) ঃ—চর্ম্মের স্থানে স্থানে অত্যন্ত চুল্‌কায় ; জাগৃতাবস্থায় অনিচ্ছাধীন অনেক প্রকারে নড়াচড়া। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইহার কিছুমাত্র না থাকা।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—শরীর নড়াচড়া, কেবলমাত্র পশ্চাৎদিকে বালিসে মাথা গোঁজা, দাঁত কড়্‌মড়্ করা ; গোঁঙ্গান ; অক্ষি গোলক লাল ; অন্যান্য লক্ষণের সহিত মুখ চকচকে হয়।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb) ঃ—শ্লেষ্মাপ্রধানধাতু ; ভয় পাইলে শিশু সহজে পড়িয়া যায় ; দ্বিতীয়বার দাঁত ওঠা কালীন।

কষ্টিকম্ (Causticum) ঃ—রাত্রিতেও শিশু এড়ান পায় না ; প্রায় ইহার জন্য নিদ্রার বাধা ; প্রায়ই মুখের ও জিহ্বার দক্ষিণাংশের পক্ষাঘাত ; অঙ্গের বাঁকান ও ঝাঁকুনি ; কোষ্ঠবদ্ধ।

সিনা (Cina):—অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও রাগী; নাক খোঁটা; অযাপ্য ক্ষুধা; প্রস্রাব ঠাণ্ডা হইলে দুগ্ধের ন্যায় শাদা হয়; শিশুর খেলা করা ঘুচিয়া যায় ও কিছুতেই ইহা সন্তোষ পায় না।

সিকুটা (Cicuta):—আক্রমণ কালীন শিশু, নানারকম আশ্চর্য্য প্রকার ও ভয়সূচক অঙ্গ বিকৃতি করে; কখন কখন ইহার জন্য শিশুকে চীৎকার করিয়া উঠিতে হয়।

সিমিসিফিউগা (Cimicifuga):—অঙ্গের কম্পন ও ঝাঁকুনি ছাড়া স্নায়বীয় কম্পন বর্ত্তমান; অঙ্গ চালনা নিয়ত বর্ত্তমান ও একপার্শ্বে স্থিত; নিদ্রাবস্থায় কিছুই থাকে না; অত্যন্ত গিলিবার কষ্ট; অঙ্গচালনা প্রায়ই বামপার্শ্বে স্থিত, বিশেষতঃ বাত জ্বরের পর।

ককুলস্ (Cocculus):—দক্ষিণ হাত ও পা প্রধানতঃ আক্রান্ত; নিদ্রাবস্থায় সম্পূর্ণ স্থির ভাব; পা ক্রমশঃ ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

ক্রোকস্ (Crocus):—ঝাঁপান, নাচা, হাসা, ও শিষ দেওয়া; অত্যন্ত স্নেহশীল, সকলকেই চুম্বন করিতে চাহে; নাসিকা হইতে কাল ও টানিলে সূতার ন্যায় লম্বা হয় এইরূপ রক্তস্রাব।

কুপ্রম্ (Cuprum):—কাঁপনি ও ঝাঁকুনি, প্রায়ই আঙ্গুল হইতে আরম্ভ হইতে দেখা যায়; প্রায়ই ইহার সহিত খাল ধরা; প্রায়ই একপার্শ্ব আক্রান্ত; আক্রমণ বেদনাজনক; একপার্শ্ব প্রথম আক্রান্ত, তৎপরে শরীরের সর্ব্বত্র পীড়ার বিস্তৃতি।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—শিশুর পাগলভাব বোধ হয়; তাহার সকল বিষয়েতেই হাঁসি, কখন কখন অত্যন্ত হাঁসা; বোধ হয় যেন মাথা একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে পড়িতেছে; বস্ত্রাবৃত হইতে ঔদাসিন্য।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia) :—ভয়ের পর, দুঃখের সহ পীড়ার আক্রান্তি; আহারের পর পীড়ার বৃদ্ধি ও চিৎ হইয়া শুইলে উপশম; দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস ও ক্রন্দন, একটী জ্ঞাপক লক্ষণ।

লরসিরেসস্ (Laurocerasus) :—শিশুর সজোরে অঙ্গ-বিক্ষেপ; তাহার কথা বুঝিতে না পারিলে সে, রাগান্বিত বোধ হয় ও তখন তাহার কথা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। নিয়ত অঙ্গ চালনা হেতু, শিশু দাঁড়াইতে বা শুইতে পারে না। শ্বাসের জন্য থাবি খাওয়ার ন্যায় করা, দিন দিন শীর্ণ হওয়া।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—প্রস্রাবে লাল গুঁড়া, বা প্রস্রাব করিলে তথায় লাল দাগ হওয়া; খিট্‌খিটে ও জ্বরভাব, বিশেষতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণের পর।

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্ (Natrum Muriaticum) :—ঊর্দ্ধে ঝাঁপিয়া উঠিলেই পীড়ার উদ্রেক; মাথার এবং শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের ঝাঁকুনি; ভয় পাওয়ার পর বা মুখের স্ফোট বসিয়া যাওয়ার পর।

নক্‌সভমিকা (Nux Vomica) :—অগ্নিলোপ ও কোষ্ঠ-বদ্ধ; প্রত্যূষে মন্দাবস্থাপন্নতা; বিষন্নভাব।

ওপিয়ম্ (Opium) :—দক্ষিণ বা বাম বাহুর, ক্রমাগত সম্মুখে ও পশ্চাতে বিক্ষেপ; দমে দমে, বাম বাহুর কম্পন; কোষ্ঠবদ্ধ, গোলগোল ও কাল কাল ডেলা নিঃসরণ; নিদ্রা-বস্থাতেও কম্পন বর্ত্তমান।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus):—দীর্ঘ ও শীর্ণকায় শিশু-দিগের শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি কালীন; পক্ষাঘাতগ্রস্তরোগীর ন্যায় বেড়ান; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সিকেলি (Secale):—মাংসপেশী কম্পন, মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়; তখন ইহার আতি-শয্য হেতু রোগীকে ঝাঁপাইতে ও নৃত্য করিতে হয়।

সিপিয়া (Sepia):—চর্ম্মের উপর দদ্রুস্ফোট; তোৎলামি; ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা।

ষ্টিক্‌টা (Sticta Pulmonaria):—পীড়া প্রধানতঃ চরণ-দ্বয়ে স্থিত হওয়া হেতু, রোগীকে ঝাঁপাইতে ও নৃত্য করিতে হয়; শুইয়া থাকিলে শূন্যেতে পায়ের নড়া চড়া হয়।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium):—অঙ্গ চালনা, সজোরে ও তীর্য্যকভাবে; প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করার প্রবণতা; তোৎলামি বা বাক্‌রোধ; প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ে হাত দেওয়া।

সল্‌ফার (Sulfur):—বিশেষতঃ স্ফোট বসিয়া যাওয়ার পর; অথবা চর্ম্ম স্ফোট পূর্ণ এবং উত্তাপে উহার অত্যন্ত চুল্‌কান; মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধিতভাব।

টারেন্টুলা (Tarentula):—অনিয়মিত ও সজোর অঙ্গ-চালনা; কখন কখন শিশু কথা কহিতে, গিলিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে বা বেড়াইতে পারে না, কিন্তু তাহাকে কেবল শুইয়া থাকিতে হয়। কখন কখন কেবলমাত্র দক্ষিণ অঙ্গ আক্রান্ত।

ভিরেট্রম্ ভিরিডি (Veratum Viride):—অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি ও কম্পন, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাহার কোন পরি-বর্ত্তন না হওয়া; ঠোঁটেতে প্রায় একটু ফেণা লাগিয়া রহিয়াছে; নিদ্রাবস্থাতেও মুখে চিতান; গিলিবার কষ্ট।

জিংক (Zinc) :—বিছানায় শুইয়া থাকিলেও পা নাড়া-চাড়া করিতে হয়; নিদ্রাবস্থায় সমস্ত শরীরের ঝাঁকুনি, কখন কখন ইহার সহিত চীৎকার।

জ্বর Infantile Remittent fever.

একনাইট (Aconite) :—শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম; তৃষ্ণা; নিদ্রা-শূন্যতা; তাপকালীন অস্থিরতা ও কষ্ট।

আণ্টিমনিয়ম্ ক্রুডম্ (Antimonium Crudum) :—জিহ্বা শাদা; বারম্বার বমন; উদরাময়, জলবৎ মল বা ভক্ষিত পদার্থের মলস্বরূপে নিঃসরণ।

এপিস্ (Apis):—শরীরের যেথানে সেথানে লাল বিন্দু; তৃষ্ণাশূন্যতা।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অত্যন্ত অস্থিরতা ও ছটফটানি; পচাগন্ধযুক্ত ও পরিপাকবিহীন মল; অদম্য তৃষ্ণার সহ স্নায়বীয় অবসাদ; অন্ত্রে অধিক উত্তাপ; উপক্ষত (Apthœ)।

বেলাডনা (Belladonna) :—গোঁঙ্গান, চম্কান ও কাঁপিয়া ওঠা; মুখ অত্যন্ত চক্চকে; চক্ষু লাল; মস্তকের অধিক উত্তাপ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের অন্যান্য লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) :—ঠোঁট ফাটা; মুখ শুষ্ক; মল শুষ্ক ও দেখিতে পোড়ার ন্যায় এবং কদাচিৎ নিঃসৃত; শিশু, স্থির থাকিতে চাহে, নড়াইলে কাঁদে; রাত্রিতে লক্ষণের বৃদ্ধি; শিশুকে

উঠিয়া বসাইলে, উহার মাথা ঘোরে ও বিবমিষা হয়; বিকার-লক্ষণের প্রবণতা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব (Calcarea Carb):—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু; অরুদ্ধ ফণ্ট্যানেল; পাকস্থলী প্রদেশে যেন কিছু ঠেলিয়া উঠিয়াছে বোধ হয়; মাথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla):—কেবল কোলে থাকিয়া বেড়াইতে চাহে; এক গাল লাল অন্য গাল মলিন; খিট্‌খেটে; পচা ডিমের ন্যায় মলের গন্ধ; মল, সবুজ ও হল্‌দে; বেদনার চৈতন্যাধিক্য; শ্বাসকষ্ট; পৈত্তিক বমন।

চায়না (China):—এক দিনান্তর রোগের বৃদ্ধি।

সিনা (Cina):—নাক খোঁটা; অনেক জিনিষ লইবার ঝোঁক, কিন্তু দিবা মাত্র তাহার ফেরত দেওয়া; কিছুতেই শিশু সন্তুষ্ট হয় না; প্রস্রাব, কিছুক্ষণ থিতাইলে দুগ্ধের ন্যায় শাদা হয়; মস্তিষ্ক লক্ষণ, বিস্তৃত মনি ও নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা; টেরা-ভাবে তাকান; পর্য্যায়ক্রমে মুখের আরক্ততা ও মলিনতা; শূল-বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ও বমন; ক্রিমি লক্ষণ।

কলসিন্থ (Colocynth):—মধ্যে মধ্যে শূল বেদনার উদ্রেক, তৎকালে শিশু, দুমড়াইয়া পরে, নানা প্রকার অঙ্গ বিকৃতি করে, এবং চীৎকার করে।

জেল্‌সিমিনম্‌ (Gelseminum) রাত্রিতে লক্ষণের বৃদ্ধি; মুখ কালাচে লাল বা তিমির বর্ণের (dusky hue); স্নায়বীয় অস্থিরতা; মাথা ঘোরা, পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া শিশুর চীৎকার করা; আলোক ও শব্দের চৈতন্যাধিক্য; দৃষ্টি ও শ্রবণ দৌর্ব্বল্য; স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গ চালনার অক্ষমতা।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecaguanha) :—নিয়ত বিবমিষা, বমন করিলেও তাহার উপশম না হওয়া; অগ্নিলোপ; পাকস্থলীর সাধারণ গোলমাল।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব (Magnesia Carb) :—নিয়ত উদর পীড়া; মল শাদাটে, টক গন্ধযুক্ত ও জলবৎ।

মার্কুরিয়স্ (Mercurius) :—পাকস্থলী ও উদর, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; সবুজ ও আমযুক্ত মল এবং তৎসহ কোঁৎপাড়া; ঘাম হইলেও কষ্টের বিশেষ উপশম না হওয়া; চেহারার হল্‌দেভাব; প্রস্রাব, কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত; মুখে ক্ষত।

মিউরিয়াটিক আসিড (Muriatic Acid) :—বিকার ভাবাপন্ন জ্বর; রোগী অত্যন্ত অবসন্ন এবং বিছানার নিম্নভাগে কেবল সরিয়া পড়ে; অন্ত্রের ক্ষত হওয়ার লক্ষণ।

নক্স-ভমিকা (Nux Vomica) :—প্রাতে মন্দভাবাপন্ন; কোন সময়েই ক্ষুধা নাই; শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে; পেটে বেদনা ও পেট ফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধ; মল, বৃহৎ ও কষ্টে নিঃসৃত।

পল্‌সেটিলা (Pulsatilla) :—শ্লেষ্মাবমন; মলের বর্ণের পরিবর্ত্তনশীলতা; সন্ধ্যাকালে মন্দভাবাপন্নতা; তৃষ্ণাবিহীনতা শিশু, স্তন টানিতে চাহে না।

ফস্ফোরস্ (Phosphorus) :—অত্যন্ত কাসি এবং বিকার-ভাবাপন্নতার আশঙ্কা; উদরাময়; পেট ফুলিয়া ওঠা।

রস্‌টক্স্ (Rhus Tux) :—জিহ্বা, শুষ্ক ও পাটকিলা বর্ণের; শিশু, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সমস্ত রাত্রি অস্থির; হস্তকম্পন; পৃষ্ঠ ও অঙ্গে বেদনা।

সল্‌ফার (Sulfur) :—পর্য্যায়ক্রমে চর্ম্মের চাক্‌চিক্য (ইহাতে

জ্বরের বৃদ্ধি) ও মলিনতা ; মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলতা বৌধ ; চর্ম্ম আঁইসের ন্যায় ছালযুক্ত ; সহজে অহিপুতন উদ্ভূত হয়।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) :—দিবা রাত্রি অত্যন্ত বিবমিষা, বমন ও তন্দ্রা ; জ্বর হেতু সমস্ত শরীরে লাল ও চুল কানিযুক্ত স্ফোট উদ্ভূত হয় ; উদরাময়।

ডিপ্থিরিয়া।

এপিস্ মেলিফিকা (Apis mellifica) :—প্রথম হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; তৃষ্ণা বিহীনতা ; প্রস্রাবাল্পতা ; পর্দ্দার, ময়লা-ছেয়ে বর্ণ ; নাড়ী দ্রুত, ১৪০ বার ; চক্ষু ভারি ভারি ; চর্ম্মের উপর স্পোট, উহা চুলকায় ও তথায় রি রি করে।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) :—পর্দ্দা, কোঁকড়ানযুক্ত ও দেখিতে শুষ্ক ভাবাপন্ন। উহার দ্বারা সমস্ত নলীদ্বার আবৃত থাকিতেও পারে ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসবায়ু ; গিলিবার অত্যন্ত কষ্ট, অত্যন্ত অবসন্নতা ; ঘন ঘন, কিন্তু প্রতিবারে অল্প অল্প জল চাহে ; অত্যন্ত অস্থিরতা, বিশেষতঃ মধ্য রাত্রির পর ; কখন কখন শীতল জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণ জলের আকাঙ্ক্ষা।

বেলাডনা (Belladonna) :—গলার অভ্যন্তর দেখিতে অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত, লাল ও চক্চকে ; তন্দ্রা ; চক্ষুর অত্যন্ত আরক্ততা ; মুখ চক্চকে, ক্যারটিড ধমনীর দপ্দপানি ; নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত ; শিশু মধ্যে মধ্যে শীত বোধ করে। গিলিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট এবং কাণ পর্য্যন্ত বেদনার চিড়িক মারিয়া উঠা।

ব্রোমিন (Bromine) :—পীড়া স্বরযন্ত্র হইতে আরম্ভ হইয়া নলীদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কখন কখন ইহা স্বরযন্ত্র বহিয়া নিম্নভাগেও বিস্তৃত হওয়ায়, অত্যন্ত শ্লেষ্মার ঘড়্-ঘড়ানি সহ ঘুংড়ীকাসির ন্যায় কাসি উৎপন্ন হয়। উভয় স্থলে কাসিলে পরে স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ানি শোনা যায় ও কাসিলে ঘুংড়ীকাসির ন্যায় শব্দ শোনা যায়।

ক্যাপ্সিকম্ (Capsicum) :—লঙ্কা মরীচ ঘসার ন্যায় গলার ভিতর চিড়্ চিড়্ করা; নলীদ্বারের (Fauces) অনেকটা স্থান পর্দ্দার দ্বারা আবৃত। গিলিবার সময় গলা চাপিয়া ধরা বোধ।

ক্যান্থ্যারিস্ (Cantharis) :—মূত্রযন্ত্রের কার্য্যের বিকৃতি; জ্বালা ও কাটার ন্যায় বেদনার সহিত, বারম্বার প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা; গলার পশ্চাৎভাগের স্থানে এইরূপ পর্দ্দা ও তৎসহ গলার মধ্যে পোড়া বোধ।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia) :—গ্রীবার গ্রন্থীসমূহের অত্যন্ত স্ফীতি। গলায় বেদনা ও টাটানি, গিলিবার অন্তর কালে (তৎসময়ে নহে) উঁহাদের বৃদ্ধি। শিশু প্রায়ই গলায় বেদনা আছে বলে। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় প্রলাপ বকা ও ভয়হেতু অন্যের সাহায্য চাওয়া। শ্বাসবায়ুতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। তরল বা ঘন খাদ্য, উভয়েরই গেলা কষ্টসাধ্য। গলা হইতে কাণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

কেলি বাইক্রম (Kali Bichrom) :—গলা ও বায়ু-নলশাখা পর্য্যন্ত পীড়ার বিস্তৃতি এবং তজ্জন্য দমে দমে ঘুংড়ী কাসির ন্যায় কাসি, এবং গাঢ়, সহজে ছেঁড়ে না বরং টানিলে

সূতার লম্বা হয় এইরূপ শ্লেষ্মার উৎক্ষেপ; নাসিকা হইতে যে স্রাব হয়, তাহাও টানিলে ছেড়েনা বরং সূত্রবৎ লম্বা হয়; বাম কর্ণে বেদনা; কর্ণমূল গ্রন্থী ও সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থীর স্ফীতি; চর্ম্মের উপর হামের ন্যায় দেখিতে স্ফোট; জিহ্বা লাল, চকচকে ও ছালওঠাযুক্ত।

ল্যাক ক্যানাইনম্ (Lac Caninum):—সাংঘাতিক রোগ; অত্যন্ত অবসন্নতা ও সম্পূর্ণ অগ্নিলোপ বর্ত্তমান।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis):—গলার ভিতর বামপার্শ্বে পীড়ার প্রথম আবির্ভাব এবং তথায় অবস্থিতি বা তথা হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। চাপিলে বা স্পর্শেতে গলায় অত্যন্ত বেদনা বোধ।

ল্যাক্ন্যান্থিস্ (Lachnanthes):—ডিপথিরিয়ার সহিত শিশুর ঘাড় কঠিন ও বেদনাযুক্ত এবং একপার্শ্বে হেলান।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium):—দক্ষিণ পার্শ্বে আবির্ভূত হইয়া বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত পীড়ার বিস্তৃতি; অথবা নাসিকায় আবির্ভূত হইয়া গলা বহিয়া নিম্নদিকে পীড়ার বিস্তৃতি।

মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ (Mercurius):—অপর্য্যাপ্ত লালা-স্রাব; অপর্য্যাপ্ত ঘাম; দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস বায়ু; সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থীর স্ফীতি।

মার্কুরিয়স্ প্রোটো আইওডেটস্ (Mercurius Proto-iodatus):—গলার ভিতর অত্যন্ত বেদনা ও গিলিবার অত্যন্ত কষ্ট; লালাগ্রন্থী সমূহ অত্যন্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং নলীদ্বার ও নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ-যুক্ত স্রাব; গ্রীবাস্থ গ্রন্থী সমূহের স্ফীতি।

ফাইটোলাক্কা (Phytolacca) ঃ—বিশেষতঃ যখন গলার মধ্যে যেন সর্ব্বদা একটী উত্তপ্ত দ্রব্য বর্ত্তমান আছে বোধ হয়; যেন অত্যন্ত উষ্ণতা হেতু একটী লাল লৌহ ভাঁটা গলার ভিতর রহিয়াছে। উষ্ণতরল পদার্থ গিলিতে না পারা। অত্যন্ত কপাল-পীড়া। অধিক অবসন্নতা। সর্ব্বত্র বেদনা ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করা।

সল্‌ফর (Sulfur) ঃ—গলা ও টাগ্‌বার সমস্ত পশ্চাৎভাগ, ক্ষত ও পচাযুক্ত দেখায়; অত্যন্ত দ্রুত নাড়ী; উত্তাপের ঝলক; বারম্বার দুর্ব্বলতাবোধ।

ফস্ফোরস্, ক্রোটন টিগ্লিনম্, কুবেব্‌স্; মিউরিয়াটিক আসিড, কার্ব্বলিক আসিড, পার্ম্যাঙ্গ্যানেট অব পটাস, ব্যাপ্‌টিসিয়া ও য়্যামোনিয়ম্ কার্ব্ব, সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়।

আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি যে অতি উচ্চক্রম ব্যবহারে, পীড়া আরোগ্য হওয়ার পর, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়ার ভাবী উপসর্গ সমূহ দৃষ্ট হয় না।

আক্ষেপ, খেঁচুনি (Spasms-Convulsions.

একনাইট (Aconite) ঃ—অধিক জ্বর; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ উদ্বেগ ও ভয়।

আর্ণিকা (Arnica) ঃ—পড়িয়া যাওয়া বা অন্য কোন প্রকার আঘাত হইতে পীড়ার উদ্ভূতি (ইহাতে কোন উপকার না হইলে হেপার দেখ)।

এথুজা (Æthusa) ঃ—আক্ষেপের সহিত মোহ ও প্রলাপ; নিম্ন দৃষ্টি।

এগারিকস্ (Agaricus Muscarius) ঃ—সমস্ত শরীর কম্পনের সহিত আক্ষেপ।

আর্সেনিকম্ (Arsenicum) ঃ—শিশু মৃতবৎ পড়িয়া আছে; শরীর মলিন কিন্তু উষ্ণ; মধ্যে মধ্যে যেন শ্বাসহীন; অবশেষে, একবার এক পার্শ্বে পরে অপর পার্শ্বে মুখ বাঁকায়; বোধ হয় যেন সমস্ত শরীর দিয়া একটা ঝাঁকুনি চলিয়া গেল, এবং ইহার শ্বাসক্রিয়া ও চৈতন্য ক্রমশঃ পুনর্ব্বার আইসে। এই ঔষধদ্বারা উপশমিত বা মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, অধিক বা অল্প অন্তরে এইরূপ আক্ষেপ হইতে থাকে।

বেলাডনা (Belladonna) ঃ—নিদ্রা হইতে চম্‌কিয়া উঠা, ও সেই সময়ে দৃষ্টি বিকৃতি, মণি বিস্তৃত, মস্তক ও হস্ত উষ্ণ, চক্ষু লাল ও মুখ চক্‌চকে; আক্ষেপের পর মোহভাবাপন্নতা।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia) ঃ—স্ফোট বসিয়া যাওয়া হেতু আক্ষেপ উদ্ভূত।

ক্যাম্ফর (Camphor) ঃ—মাথার বা বক্ষের সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া হেতু আক্ষেপ।

কাষ্টিকম্ (Causticum) ঃ—হাতি পার শীতলতা ও জ্বরের সহিত, শরীরের উপরাংশের খেঁচুনি। সন্ধ্যায়, শিশুর নিদ্রাবস্থায়, দৃষ্টির বিকৃতি ও শরীরের বরফের ন্যায় শীতলতার সহিত শাখাঙ্গের খেঁচুনি।

ক্যামমিল্লা (Chamomilla) ঃ—এক গাল লাল, অন্য গাল মলিন; অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাব; নিদ্রাবস্থায় অঙ্গের ঝাঁকুনি ও কাঁপান; অথবা ধাত্রীর ক্রোধ হওয়া হেতু, শিশুর খেঁচুনি হয়।

সিকুটা (Cicuta Virosa) :—মাথা ও শাখাঙ্গে সজোর ধাক্কা বোধ হওয়া হেতু, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়া উঠা। শরীরের, আক্ষেপিক কাঠিন্য হেতু, ধনুকের ন্যায় সম্মুখে বা পশ্চাতে বাঁকা। শিশু, প্রফুল্ল চিত্ত ও ভাল আছে বোধ হইতেছে, এমন সময় সে হঠাৎ কঠিন হইয়া পড়ে; পরে শরীর ঢিল হয় কিন্তু অত্যন্ত অবসন্নতাও হয়।

সিনা (Cina) :—কৃমি লক্ষণ; কৃমি নিঃসরণ; নাক বা মলদ্বার খোঁটা; থক্‌থকানি কাসি ও সর্ব্বদাই যেন কিছু গিলিতেছে; কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া।

কফিয়া (Coffea) :—অধিক হাস্য করা বা খেলা করা বা খেলা হেতু পীড়ার উদ্রেক। শিশু দুর্ব্বল কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হয়, এই জন্য ইহার প্রায়ই আক্ষেপ হয়।

কুপ্রম্ মেটালিকম্ (Cuprum Metallicum)—আক্ষেপের পূর্ব্বে সজোর শ্লেষ্মা বমন। খেঁচুনি থামিয়া যাইলে, অন্য একবার খেঁচুনি হওয়া পর্য্যন্ত, শিশু সকল দিকে শরীরের অঙ্গভঙ্গি করে। শাখাঙ্গে খেঁচুনির আরম্ভ।

কুপ্রম্ য়্যাসিটিকম্ (Cuprum Aceticum) :—আরক্ত জ্বরে স্ফোট বসিয়া যাওয়া হেতু, আক্ষেপের উদ্ভব।

হেলিবোরস্ (Helleborus) :—প্রস্রাব কাল ও তাহাতে কাফি গুঁড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপ; মাথায় অসহ্য বেদনা।

হাইড্রোসিয়ানিক আসিড (Hydrocyanic Acid):—পিঠ, মুখ, ও চোয়ালের মাংসপেশী সমূহ, প্রধানতঃ আক্রান্ত এবং শরীর নীল বর্ণযুক্ত।

হাইওসিয়ামস্ (Hyoscyamus) :—শরীরের সমস্ত মাংস-

পেশীর, চক্ষুর, অক্ষিপুটের, মুখের ইত্যাদি খেঁচুনি; মুখে গ্যাজলা উঠা।

ইগ্নেসিয়া (Ignatia):—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে এক সময়ে আক্ষেপ দৃষ্ট হয়। চীৎকার করা ও শরীরের সর্ব্বত্র কাঁপা। এক এক অংশের মাংসপেশীর বা কোন বিশেষ অঙ্গের, খেঁচুনি।

ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha):—আক্ষেপের পূর্ব্বে, সময়ে, বা পরে, অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন; দিগ্ বিশেষে, শিশুর শরীর আক্ষেপিক ভাবে আক্রান্ত।

ক্রিয়াজোট (Creosote):—যে দাঁত বাহির হয় নাই, তাহার উপরস্থ মাড়ীর স্ফীতি হেতু আক্ষেপ।

ল্যাকেসিস (Lachesis):—নিদ্রাবস্থায় আক্ষেপ আবির্ভূত হয়।

লরসিরেসস্ (Laurocerasus):—আক্ষেপের পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে, নিশ্বাসের জন্য খাবি খাওয়ার ন্যায় করা; চর্ম্মের কিঞ্চিৎ নীলভাব।

মার্কুরিয়স সোলুবিলিস্ (Mercurius Solubilis):—অত্যন্ত লালাক্ষরণ; মাড়ার স্ফীতি; উদর কঠিন ও বিস্তৃত। লালাক্ষরণ বসিয়া যাওয়া হেতু আক্ষেপ হইলে ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

নক্সভমিকা (Nux Vomica):—অপরিপাক হেতু আক্ষেপের উদ্ভব; কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা ধাত্রী কাফি ও মদ্যপান করেন এবং গুরু ভোজন করেন। চরণ স্পর্শ মাত্রেতেই আক্ষেপ হয়।

ওপিয়ম্ (Opium):—ভয় হেতু আক্ষেপ, অথবা নবপ্রসূত শিশুর আক্ষেপের পূর্ব্বে ও সময়ে চীৎকার করা।

সিকেলি (Secale Cornutum) ঃ—এক একটী মাংসপেশীর স্পন্দন; হাত পায়ের ঝাঁকিয়া যাওয়া; উদ্বেগযুক্ত ও কষ্টসাধ্য শ্বাসক্রিয়া।

সিলিকা (Silica) ঃ—অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় আক্ষেপ।

ষ্টানম্ (Stannum) ঃ—কৃমি জনিত কোন কোন প্রকার আক্ষেপ, সিনা বা সিলিকার কোন প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে। অধিক উত্তেজকতা, অধিক মস্তিষ্কবিকৃতি এবং অধিক ভয়।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ (Stramonium) ঃ—স্ফোট বসিয়া যাওয়া, বা তাহার ভালরূপে না বাহির হওয়া, আক্ষেপের কারণ। শিশু ভয়শীল, এবং কোন বস্তু প্রথম দেখিবামাত্র তাহা হইতে কুণ্ঠিত হয়।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) ঃ—স্ফোট বসিয়া যাওয়া হেতু আক্ষেপ এবং ইহার সহিত চর্ম্মের মলিনতা এবং অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট।

ভিরেট্রম আল্ব— (Veratrum Album) ঃ—আক্ষেপের সময়ে বা পরে, কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

জিংক (Zinc) ঃ—নিদ্রাবস্থায় শিশু কাঁদিয়া উঠে এবং জাগাইলে ভয় প্রকাশ করে এবং মাথা কেবল এপাশে ওপাশে নড়ায়। আক্ষেপের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে, ইহার গতিবিধি অতি শীঘ্র শীঘ্র, পেটফুলা এবং ঘন ঘন প্রস্রাব।

সম্পূর্ণ।

মৈত্র এ্যাণ্ড কোম্পানির

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

৪৫, ৪৬, ৪৭, এবং ৪৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা এই ঔষধালয় খুলিয়াছি। লণ্ডনের হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের ঔষধ-প্রদাতা ও লণ্ডনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় গুল্‌ড এ্যাণ্ড সন্‌সের নিকট হইতে আমাদের ঔষধ সকল আনীত। সাধারণে বোধ হয় অবগত আছেন যে, ঔষধের উৎকৃষ্টতাহেতু ইংলণ্ডের অন্যান্য ঔষধালয় অপেক্ষা এই ঔষধালয়ে ঔষধের মূল্য অধিক। আমরা অন্যান্য স্থলে সুলভ মূল্য সত্বেও এখান হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়াছি। ঔষধ ক্রয় করিবার সময় কোন স্থান হইতে ঔষধ আনীত, গ্রাহকগণ যেন একবার অনুসন্ধান করেন। আমরা বাহ্য আড়ম্বর চাহি না ও তাহা করিব না। অন্যান্য ঔষধালয়ের সহিত তুলনায় আমাদিগের ঔষধের মূল্য অধিক বলিয়াও বোধ হইবে না। চাঁদনী হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন এবং এখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি, মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এখানকার ঔষধসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অজ্ঞলোকের হস্তে ঔষধ প্রস্তুতের ভার থাকিলে যে দোষ ঘটে এখানে তাহা হইবে না এবং তজ্জন্যই আমরা সিকি মূল্যে বা অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিব না। ক্রেতাগণ

কোন বিষয় জানিতে বা দেখিতে চাহিলে, আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাহা জানাইব ও দেখাইব। আমাদের

ঔষধের মূল্য

এইরূপ,—মূল অরিষ্ট ১ ড্রাম ।৵৹ ছয় আনা ; ২ ড্রাম ৷৷৵৹ আনা। ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৹ চারি আনা ; ২ ড্রাম ।৵৹ ছয় আনা ; তদূর্দ্ধে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৵৹ ছয় আনা ; দুই ড্রাম ৷৷৹ আট আনা। তদূর্দ্ধে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ১৲ এক টাকা ; দুই ড্রাম ১৷৷৹ দেড় টাকা। অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে :—

শিশুচিকিৎসা, ডাঃ গারেন্‌সির অনুবাদ, মূল্য ১৷৷৹

স্ত্রীচিকিৎসা, „ „ „ (যন্ত্রস্থ)

জ্বর চিকিৎসা, (য়্যালেন, হেরিং, ডাঃ সাল্‌জার হইতে ;

প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷৹

দ্বিতীয় ভাগ, (যন্ত্রস্থ) ।৹

মৈত্র এ্যাণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্ এ্যাণ্ড বুকসেলার্স।

৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।